মেঘদূত

পণ্ডিত শ্রীযামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য-

অনূদিত

প্রকাশক
প্রবাসী কার্য্যালয়
১২০।২, অপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা

আশ্বিন, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ
মূল্য ২।৷০ টাকা

প্রবাসী প্রেস
১২০।২, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত
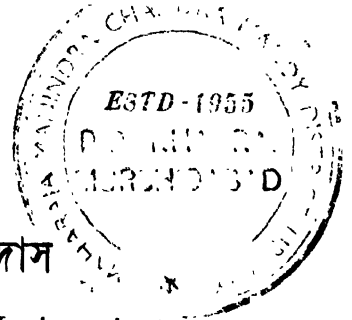
মেঘদূত ও কালিদাস

তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থ খুলিলেই এই দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, Man is a rational animal অর্থাৎ ইতর প্রাণীর সহিত মানুষের এই পার্থক্য যে, মানুষ চিন্তা করে। ক্ষুধার তাড়নায় ইতরপ্রাণীরা আহারের অন্বেষণে ছুটে, ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করে; মানুষও তেমনি আহারের অন্বেষণে চারিদিকে ধাবিত হয় ও ভয়ের কারণ দেখিলে পলায়ন করে। এ সম্বন্ধে ইতরপ্রাণীর সহিত মানুষের কোন পার্থক্য নাই, কারণ মানুষও পশু। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 'পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ'। আজকালকার Behaviouristরা ইহা অপেক্ষা আরও একটু অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মানুষ কেবলমাত্রই পশু, আর কিছুই নয়। রূপরসাদির কারণীভূত পারিপার্শ্বিক জগতের বিবিধ হেতুপরম্পরার অভিঘাতে ও বিক্ষোভে বহির্জ্জগতেরই অঙ্গীভূত দেহযন্ত্রের মধ্যে যে বিবিধ বিক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, তাহারই ফলে মানুষের দেহে যে যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা দ্বারাই মানুষের সকল কার্য্য ও সকল চেষ্টা ব্যাখ্যা করা যায়। এ সম্বন্ধে কোন জটিল তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার এখন কোন অবসর নাই। পশুর চিত্ত আছে কি না, পশু চিন্তা করে কি না, করিলে সে চিন্তা কিরূপ, সে আলোচনা এখন করিব না। তবে মানুষের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, বর্ত্তমান ক্ষুৎপিপাসা ভয়ক্রোধ প্রভৃতির সামগ্রীকে অতিক্রম করিয়া সে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জগৎকে তাহার চিত্তবিতানের মধ্যে এমন করিয়া ধরিয়া রাখে যে, তাহার অন্তরের মধ্যে একটী অদ্ভুত চৈত্তিক জগৎ গড়িয়া উঠিতে থাকে। রূপময় জগৎ মানুষের মধ্যে আসিয়া নামময় ও ভাবময় হইয়া উঠে। বাহিরের রূপময় জগতে যেমন নানা শক্তির বিবিধ সংঘটন, বিঘটন একটা দুর্জ্ঞেয় অলঙ্ঘ্য নিয়মে নিষ্পাদিত হইয়া বহির্জ্জগতের ঐক্যবিধান করে, অন্তর্জ্জগতের মধ্যেও বুদ্ধির ভূমিতে নাম বা শব্দকে আশ্রয় করিয়া যে চিন্তা ও যুক্তির লীলা চলিয়াছে, তাহার অন্তরালেও প্রচ্ছন্নভাবে তেমনি একটা নিয়ম-শক্তি কাজ করিতেছে। যখন কোন দার্শনিক বা গাণিতিক মননক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকেন, তখন তাঁহার সেই মননস্রোতের মধ্যে যে ভাবগুলি পরস্পর গ্রথিত হইয়া সুসংশ্লিষ্টভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহার অন্তরালেও একটী দুর্জ্ঞেয় শক্তি কাজ করে। কেমন করিয়া একটি সিদ্ধান্ত হইতে মানুষ অপর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় ও সেই সিদ্ধান্ত হইতে অপর একটি সিদ্ধান্তে ও তাহা হইতে অপর একটি সিদ্ধান্তে, এমনি করিয়া একটি যুক্তিপরম্পরার মধ্য দিয়া মানুষের

চিত্ত স্রোতের শৈবালের ন্যায় নীত হইতে থাকে, তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা অত্যন্ত কঠিন। কি ক্রমে, কি ধারায় একটি চিন্তা হইতে অপর চিন্তা, একটি সিদ্ধান্ত হইতে অপর সিদ্ধান্তে আমাদের চিত্ত নীত হইতে থাকে, তাহার ক্রম, তাহার লক্ষণ, তাহার ধর্ম্ম, আমরা যে শাস্ত্র দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহাকে বলে ন্যায়-শাস্ত্র। ন্যায়-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে "নীয়ন্তে এভিঃ ইতি ন্যায়াঃ" অর্থাৎ এই এই ক্রমে চিত্ত নীত হয়। ন্যায় শাস্ত্র বা Logic সেই জন্য যুক্তির গতি, ক্রম, ছন্দ ও লক্ষণ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু চিত্তের মধ্যে যে নিগূঢ় শক্তি আপনি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আপন গতি-ভঙ্গীর নানা লীলায় আপনাকে প্রকাশ করে, নিজে শয়ান থাকিয়া সর্ব্বত্র গমন করে, সেই শক্তির যথার্থ রূপকে আমরা কিছুতেই সাক্ষাৎ করিতে পারি না। সেই শক্তি সমস্ত বিশ্বের রহস্যকে আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। অথচ ধ্যানে বা ধারণায় তাহাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। কোন নৈয়ায়িক হয়ত বলিতে পারেন যে, Laws of Identity and Contradiction—ইহার মধ্যেই সমস্ত ন্যায়শাস্ত্রের জটিলতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র একটা জীবনহীন কাঠাম মাত্র, কিংবা নদীপ্রবাহের একটা খাত মাত্র। কিন্তু সেই কাঠামকে যাহা মূর্ত্তিময় করিয়াছে, প্রাণময় করিয়াছে, কিংবা সেই খাতকে যাহা বিমল জলধারায় প্রবাহিত রাখিয়াছে, ন্যায়শাস্ত্র দ্বারা তাহাকে পাওয়া যায় না। ভূগর্ভস্থ জলরাশি যখন আপনার মধ্যে আপনাকে সন্ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না, তখন সে প্রস্তররাশি বিদীর্ণ করিয়া সমতলভূমিকে আপন গতিভঙ্গীতে বিক্রত করিয়া আপন পথ আপনি কাটিয়া লয়; কোন খালকাটা ইঞ্জিনিয়ারের অপেক্ষা রাখে না। চিন্তার ধারা তেমনি তাহার আপন ন্যায়-পথকে আপনি গঠন করিয়া লয়। কিন্তু সেই জলে পানাবগাহন করিয়া আমাদের দেহমনকে যতই আমরা নিরন্তর স্নিগ্ধ ও পবিত্র করি না কেন, হৃদয়গুহানিবাসিনী সেই পুরাতনী 'গহ্বরেষ্ঠা' মাতা সরস্বতীকে তাঁহার আত্মস্থও প্রাণপ্রস্রবিণীরূপে আমরা কিছুতেই প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

চিন্তা ও জ্ঞানধারার যেমন একটা ন্যায় আছে, কাব্যেরও তেমনি একটা ন্যায় আছে। তাহাকে বলা যায় Logic of Poetry। কবির হৃদয়পদ্ম যখন একটি মধুময় অনুভবে ও উপলব্ধিতে বিকসিত হইয়া উঠে, তখন সেই উপলব্ধির আত্মোন্মাদনায় আসে ভাষা, আসে ছন্দ, আসে শব্দসঞ্চয়ন, আসে শব্দের বিন্যাস। আর তাহাদের পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া কবির হৃদয়বাসিনী দেবী অতীতকে বর্ত্তমানে, বর্ত্তমানকে অতীতে ও অতীত-বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতে, অন্তরকে বাহিরে ও বাহিরকে অন্তরে যুগপৎ গ্রহণ করিয়া একটি আনন্দের ঐক্যের মধ্যে তাহাদের সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলেন। কোন কোন

সমালোচক বলেন যে, অপরোক্ষ অনুভূতি বা Intuitionই কাব্যের প্রাণ। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, এই অপরোক্ষ অনুভূতি বা Intuition-এর পিছনে এমন একটি অমূর্ত্ত উপলব্ধি, এমন একটি হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় দ্রবভাব আছে, যাহা কবিচিত্তের অন্তরালে থাকিয়া তাহার সমস্ত মূর্ত্ত কল্পনা—তাহার ভাষা, শব্দ, ছন্দ ও বাক্যভঙ্গীকে সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সেই জন্যই দেখা যায় যে, অনেক সময়ে কবি যে মূর্ত্তি কল্পনা লইয়া কাব্য লিখিতে বসেন, কাব্য-লেখার অবসানে সে মূর্ত্তি এতই রূপান্তরিত হয় যে, কবি নিজেই হয়ত তাহাকে চিনিতে পারেন না। কাব্যদেবী যাহা দ্বারা নীত হন, তাহাই কাব্যের ন্যায় বা বাহন। সেই হিসাবে কাব্যের শব্দ, ছন্দ, উপমা প্রভৃতিও যেমন বাহন, যে কল্পনাটিকে কবি রূপ দিতে চান, সেটিকেও তেমনি কাব্যসরস্বতীরই একরূপ বাহন বলা যাইতে পারে। কাব্যসরস্বতী যখন কবিচিত্তে প্রথম আবির্ভূতা হন, তখন তাঁহার প্রথম স্পর্শ পাওয়া যায় হৃদয়ের একটি গভীর উচ্ছ্বাসে। সে উচ্ছ্বাসের উপলব্ধি যখন আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়, তখন তাহার সামগ্রীস্বরূপে আসে নানা দুঃখশোকের অনুভব, নানা কল্পনা, শব্দসঞ্চয়ন, ছন্দ। ভূগর্ভস্থ নির্ঝর যেমন আপন বেগে তার সমস্ত কঠিন আবরণকে ধ্বস্তবিধ্বস্ত করিয়া আপনাকে প্রকাশের উপযোগী করিয়া তাহাদের সাহায্যে আপনার পথ করিয়া লয়, কবিচিত্তের মধ্যেও যখন তেমনি সারস্বত উচ্ছ্বাসের আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন সমস্ত কবিচিত্ত মথিত হইয়া মূর্ত্ত কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া ভাষা ও ছন্দের মন্থর গতিতে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

"এ কী কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ি,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে,
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে।" (অন্তর্যামী)

"ও হে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস
আসি' অন্তরে মম ?
দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি' বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম ॥'

কত যে বরণ কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী কত সে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি রচন
বাসর-শয়ন তব।
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোণা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্যনব ॥" (জীবন-দেবতা)

তত্ত্বচিন্তা ও যুক্তিপ্রণালীর মধ্য দিয়া যেমন একটি দুর্জ্জেয় গভীর ধ্যানশক্তি আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, কবির কাব্যের মধ্য দিয়াও তেমনি একটি গভীর উপলব্ধি, চিত্তের একটি অনির্ব্বাচ্য রসনিঝ রিণী, তাহার সেই অলৌকিক রূপকে মূর্ত্ত কল্পনার সাহায্যে, শব্দের সাহায্যে, ছন্দের সাহায্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। যিনি যন্ত্রী তিনি থাকেন অন্তরালে, আর তাঁহারই প্রেরণায় সমস্ত দুঃখ সুখের তার লইয়া কবির চিত্ত-যন্ত্রটি ভাষা ও ছন্দের ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। মেঘদূতের মধ্যেও আমরা এই রকম একটি স্পর্শ বা তত্ত্বোপলব্ধির পরিচয় পাই। সেই উপলব্ধিটি যেন তা'র আপন আত্মপ্রকাশের নিবিড় বেদনায় ছন্দ ও শব্দ-বিন্যাসের মধ্য দিয়া একটি কবি-পরিকল্পনার আশ্রয় লইয়া আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মেঘদূতের যেটি উপাখ্যান ভাগ সেটি গৌণ। কোন যক্ষ তার স্ত্রীর প্রতি প্রণয়ের আতিশয্যে তাহার কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, সেই জন্য তাহার প্রতি রামগিরি-পর্ব্বতে এক বৎসর প্রবাসদণ্ড-ভোগের আজ্ঞা হয়। সেই যক্ষ আট মাস বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিয়া আষাঢ় মাসের নবীন মেঘ দেখিয়া প্রিয়াবিরহে আকুল হইয়া উঠিল এবং সেই মেঘকে তাহার প্রিয়ার নিকট তাহার বার্ত্তা বহন করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। প্রিয়া

থাকেন অলকাপুরীতে। সেই অলকাপুরীর পথ মেঘ চেনে না, অতএব মেঘকে প্রথমতঃ অলকাপুরীর পথ বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই পথ বলিয়া দেওয়ার চেষ্টায় কবি পূর্ব্ব-মেঘ লিখিয়াছেন। উত্তরমেঘে অলকাপুরীর বর্ণনা ও যক্ষের প্রিয়া যক্ষের বিরহে কিরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়া কাল যাপন করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা এবং তাহাকে আশ্বাস-দান। এই অলকাপুরীর পথ-বর্ণনাচ্ছলে কবির অনুভূতির যে দিক্‌টি আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই ছন্দোবদ্ধ প্রকাশে পূর্ব্বমেঘের সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে কালিদাসের অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, রূপজ মোহে ও দৈহিক লালসার আরম্ভে প্রেমের যে কামমূর্ত্তির আমরা পরিচয় পাই, তাহা দুর্ব্বার, দুর্দ্দাম ও নিরঙ্কুশ বলিয়া দুর্ব্বাসার শাপবহ্নিতে কিংবা হরকোপানলে ভস্মীভূত হয়; কিন্তু তপস্যার আগুনে কিংবা বিরহের দাবদাহনে বিশোধিত ও সংস্কৃত হইয়া কামের যে প্রেমমূর্ত্তি আবির্ভূত হয়, তাহার সৌম্য সুন্দর শান্ত জ্যোতিতে সংসার মধুময়, কল্যাণময় হইয়া উঠে। সরোবরের গভীর তলদেশে নিবিড় পঙ্কের মধ্যে যে মৃণালখণ্ডের জন্ম হয়, তাহা গভীর জলের মধ্যে আপন নির্ব্বাত নিষ্কম্প সাধনায় জলরাশি ভেদ করিয়া যখন জলের উপরে উঠিয়া সূর্য্যরশ্মি হইতে আপন সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া সুষমায় ও কান্তিতে ফুটিয়া উঠে, তখন তাহাতে পঙ্কের অনুমাত্র লেপ থাকে না, তখন তাহা হয় সৌন্দর্য্যের সামগ্রী—পূজার সামগ্রী। কবি রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের মধ্যেও আমরা প্রেমের এই গভীর রহস্যটীকে স্ফুট হইয়া উঠিতে দেখিতে পাই। "কড়ি ও কমলে" কবি বলিতেছেন,—

> "হৃদয় লুকানো আছে দেহের সাগরে
> চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন,
> সর্ব্বাঙ্গ ঢালিয়া আমি আকুল অন্তরে
> দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
> আমার এ দেহ মন চির রাত্রি দিন
> তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।"

তাহার পরেই দেখি যে কবি আর একস্তর উপরে উঠিয়াছেন—

> "ওই দেহপানে চেয়ে, পড়ে মোর মনে
> যেন কতশত পূর্ব্ব জনমের স্মৃতি!
> সহস্র হারাণ 'সুখ আছে ও নয়নে
> জন্ম-জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি!

তাহার পরেই দেখি,

"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে দাঁড়াও সরিয়া,
ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে !
ওই দেখ তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনা নিশ্বাস তব গরল-বরষে !"

প্রেমের মধ্যে যে একটি 'Paradise Lost' এবং 'Paradise Regained'-এর সামঞ্জস্য রহিয়াছে, এ সত্যটি এত ব্যাপক যে, Shelley প্রভৃতি অন্যান্য কবি হইতেও ইহার দৃষ্টান্ত দেখান যায়। Epipsychidion এ বিরহতাপে দগ্ধ হইয়া Shelley প্রেমের যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাহা কত গভীর, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

I know
That Love makes all things equal : I have heard
By mine own heart this joyous truth averred :
The spirit of the worm beneath the sod
In love and worship, blends itself with God.
True Love in this differs from gold and clay
That to divide is not to take away.
Love is, like understanding, that grows bright,
Gazing on many truths ;

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মেঘদূত প্রবন্ধে মেঘদূতের মধ্যে যে একটি গভীর বিরহের আর্ত্তি আছে, তাহারই সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার বিরহটী সর্ব্বমানবের অন্তরস্থিত বিরহরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কবি লিখিতেছেন, "প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ ! আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাই, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে। সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোন পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায় ! মাঝখানে একেবারে অনন্ত, কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে ! অনন্তের কেন্দ্রবর্ত্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে ! আজ কেবল ভাষায় ভাবে আভাষে ইঙ্গিতে ভুল-ভ্রান্তিতে আলো-আঁধারে দেহে মনে জন্ম-মৃত্যুর দ্রুততর স্রোতোবেগের মধ্যে তাহার একটুখানি বাতাস পাওয়া যায় মাত্র।" 'চৈতালী' ও 'মানসী'তেও কবি এই ভাবটিকেই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের কম্পনের ব্যথা ;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্য্যমাঝে একাকী জাগিয়া।

মেঘদূতের মধ্যে যে আর একটি দিকের পরিচয় পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ তাহার কোন আভাষ দেন নাই। কবির হৃদয়ের রসপ্লাবনে কবি নিজেই আমাদের চক্ষে 'কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ' যক্ষ রূপে দেখা দিয়াছেন। বিরহের যে পুটপাক-তপস্যায় প্রেমের যথার্থ রূপ স্ফুট হইয়া উঠে, যক্ষ তাহারই আবেশে মেঘের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, আবেগে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কুটজফুলের অর্ঘ্য লইয়া স্বাগত-প্রশ্নে স্নিগ্ধ প্রীতিতে মেঘকে সম্ভাষণ করিল।

কোথা মেঘ—জল অনিল অনল ধূমসমষ্টিসার !
কোথা বা চেতন জীবের যোগ্য বার্ত্তাবহনভার !
মোহপরবশ পাশরি সে সব যক্ষ জলদে যাচে,
সচেতন কি বা অচেতন কিছু কামাতুর নাহি বাছে।

কামার্ত্ত ব্যক্তি কামে অন্ধ হয়, তাই সে চেতনকে অচেতন মনে করে, অচেতনকে চেতন মনে করে। তাহার দৃষ্টি, তাহার বুদ্ধি লালসায় জড় হইয়া যায় ; সেই জন্য মানুষের মধ্যে যে চিৎস্বরূপ আছে, তাহাকে অপমান করিয়া ধূলা ও কাদার মধ্যে টানিয়া আনে। কিন্তু যখন এই কামের মধ্য দিয়া প্রেম ফুটিয়া উঠে, তখনও তাহার নির্ম্মলজ্যোতিতে আর এক রূপে অচেতনও চেতন হইয়া ফুটিয়া উঠে। তাহার চক্ষুতে বিশ্বভুবন কেবলমাত্র জড়দ্রব্যের সংঘাত ও জড়শক্তির লীলাক্ষেত্ররূপে প্রতিভাত হয় না। সে আপনাকে প্রতিফলিত করিয়া তাহাদের মধ্যেও নিজেরই হাসিকান্নার লীলা প্রত্যক্ষ করে। জগতের পরিচয় তাহার কাছে বস্তুতান্ত্রিক Naturalism-এর মধ্য দিয়া নয়, জগতকে সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় পদার্থ রূপে দেখে না ; সে দেখে তাহার মধ্যে প্রাণের লীলা, প্রাণের মিলন। যাহা কিছু কোমল, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু সুন্দর, তাহাই সে চক্ষু ভরিয়া জগত হইতে তুলিয়া লয় ও তাহা দিয়া সে চিত্তের মধ্যে যে ছবি আঁকিয়া তোলে, তাহার মধ্যেই তাহার জগতের পরিচয়। কালিদাসের চক্ষুতে প্রকৃতি যে জড় নয়, সে যে মানুষের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, মানুষের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, তার সঙ্গে যে মানুষ হৃদয়ের আদান প্রদান করিতে পারে, সৌহার্দ্দ

করিতে পারে, তাহার পরিচয় কালিদাসের অন্য গ্রন্থেও পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথও এই তত্ত্বটি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শকুন্তলা-প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ। অভিজ্ঞানশকুন্তল-নাটকে অনসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবন-প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোন নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্ত্তা বসাইয়া রূপক নাট্য রচিত হইতে পারে—কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য্য সাধন করাইয়া লওয়া—এ তো অন্যত্র দেখি নাই।" বনজ্যোৎস্নার প্রতি শকুন্তলার সোদর স্নেহ, সহকার পাদপের সহিত তাহার বিবাহ, আশ্রমমৃগের প্রতি শকুন্তলার সুকোমল বৎসলতা এবং শকুন্তলার বিদায়কালে সমস্ত তপোবনভূমির হৃদয়ের বেদনা ও মঙ্গল আশীর্ব্বাদ—এই সমস্ত লইয়া শকুন্তলাকে যে ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে তাহাতে তপোবনকে কিছুতেই একটা জড় অরণ্য বলিয়া মনে করা যায় না। অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায়, অচ্ছিন্ন কিশলয়ের ন্যায়, শৈবালানুবিদ্ধ সরসিজের ন্যায় শকুন্তলা যেন একটি প্রস্ফুটিত কুসুম; মহর্ষি কণ্ব যেন পিতা, আর শকুন্তলা যেন তপোবন-মায়ের কন্যা। চেতন অচেতনের বিভাগ দূরে সরিয়া গিয়াছে, তাই শকুন্তলার সহিত তপোবনের সাহজাত্যের যেন কোন হানি হয় নাই। তপোবনও যেন নাটকীয় একজন ব্যক্তি, অথচ কোন স্থূল রূপকের আশ্রয়ে একথাটি প্রকাশ করা হয় নাই। এই গভীর সত্যটি যেন দরদী কবির রসে আপনি সমুজ্জ্বল ও সুমধুর হইয়া উঠিয়াছে।

কুমারসম্ভবের নায়িকা পার্ব্বতী নগাধিরাজ হিমালয়ের কন্যা। হিমালয়ের বর্ণনায় অনেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা আছে, অথচ দেবতাত্মা নগাধিরাজের কন্যা বলিয়া পার্ব্বতীকে মনে করিতে মনে যেন কোথাও কোন অসামঞ্জস্যের বোধ হয় না। উদ্ভিন্ন-যৌবনা পার্ব্বতী যখন আপনার বিশ্ববিজয়ী রূপ লইয়া মহাদেবের যোগাশ্রমে সঞ্চরণ করিতেন, তখনও দেখি যে সমস্ত প্রকৃতি যেন পার্ব্বতীর নবযৌবনে যৌবনবতী হইয়া অকালবসন্তের বোধন করিয়া তাহার রূপ-সাধনার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। তারপর যখন রূপ-সাধনা ব্যর্থ হইল এবং পার্ব্বতী অধ্যাত্মতপস্যায় নিরত হইলেন, তখন তপো-মূর্ত্তিতে প্রকৃতি তাঁহার সহায় হইলেন।

এই দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যে, কেবল মেঘদূতে নয়, শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবেও

অচেতন প্রকৃতি মানুষেরই সমপর্য্যায় হইয়া মানুষেরই সহযোগে তাহার সুখদুঃখের সহ-ভাগিনী ও সঙ্গিনী হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই উভয়ের যোগের মধ্যে কোথাও কোন কষ্টকল্পনা নাই, রূপক নাই। একটা সহজসিদ্ধ সম্বন্ধ অনাবিল দরদে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু মেঘদূতে প্রকৃতি যেমন চেতন ও মনুষ্যধর্ম্মা হইয়া, মানুষের সকল প্রকার অনুভবের সহিত দরদী হইয়া আপন অনুভবের রেশ মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছে, এমন আর কোথাও দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, বিরহী যক্ষ যখন সন্তপ্ত হইয়া তাহার প্রিয়ার নিকট মেঘকে দূত প্রেরণ করিল, তখন সেই প্রেমের উৎকণ্ঠার মধ্যে ব্যগ্রতা থাকিলেও কোন ব্যস্ততার চিহ্ন দেখিতে পাই না। অলকাপুরীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়াও বিরহী যক্ষের চিত্ত ভারতবর্ষময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং যেখানে যাহা কিছু সুন্দর আছে, কোমল আছে, পবিত্র আছে, কল্যাণ আছে, তাহার মধ্য দিয়া সে তার প্রিয়াপ্রেমকে আকণ্ঠ পান করিতেছে। লালসার কামের মধ্যে দেহের একটা মাধ্যাকর্ষণ আছে, তাহাতে একটা দেহ আর একটা দেহকে টানিয়া আনে এবং সেই ভৌতিক মিলনে সে আকর্ষণের বিশ্রাম হয়। কিন্তু কাম যতই আপন তপস্যায় প্রেমে পরিণত হইতে থাকে, ততই দেখা যায় যে, সে শতধা সহস্রধা বিভক্ত হইয়াও আপনাকে শেষ করিতে পারে না। সেখানে দেহের মিলন হয় গৌণ, স্ত্রীপুরুষভাব হয় গৌণ, আকর্ষণই হয় প্রধান।

> ন সো রমণ ন হাম রমণী,
> দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥

তাই কাম ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ, প্রেম বহুধাবিসারী—অনন্ত, অজস্র দানে ও অজস্র ব্যয়বাহুল্যে তাহার পূর্ণতার মধ্যে রিক্ততা আনা যায় না। এই কথাই লক্ষ্য করিয়া Shelley লিখিয়াছেন—

> "True love in this differs from gold and clay
> That to divide is not to take away."

শকুন্তলা যখন রূপজ আকর্ষণে আত্মবিস্মৃত, তখন তিনি অতিথির ডাক শুনিতে পাইলেন না, আশ্রমধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিল; কিন্তু দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলার প্রেমে তন্ময়, মুহ্যমান, শোকে যখন রাজ্যের সমস্ত উৎসব বন্ধ, ভয়ে যখন কেহ চূতমঞ্জরীর শাখা ছেদন করিতে পারে না, দেবতার আহ্বানে সেই মুহূর্ত্তেই তিনি রণযাত্রায় বহির্গত হইলেন, তাহার ব্যক্তিগত শোক-বিরহের মধ্য দিয়া প্রেমের আস্বাদন তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথ হইতে, মঙ্গলের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারিল না।

যক্ষের স্ত্রী অলকাপুরীতে বসিয়া দেহলীদত্ত পুষ্পের দ্বারা একটি একটি করিয়া দিন গণিতেছিল, মিলনাতুর যক্ষ দীনক্ষীণ হইয়া কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ হইয়াছিল; তাহার প্রেমে গতি ছিল প্রচুর! অথচ সে গতি শুধু অলকাপুরীর আকর্ষণের টানে আপনার ব্যাপকতাকে খর্ব্ব করে নাই, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে যাহা কিছু মধুর দেখিয়াছে, তাহার আকর্ষণে সে ছুটিয়াছে এবং তাহার প্রত্যেকটি সম্ভোগের মধ্য দিয়া তাহার প্রিয়াপ্রেমের উপভোগ আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। নদী, শৈল, বৃক্ষ, কান্তার, অরণ্য সে গতির মুখে পড়িয়া আপনাদের জড়ত্বের আবরণ ছাড়িয়া দিয়াছে এবং সেই প্রেমের স্পর্শে আসিয়া তাহাদের প্রাকৃতিক Naturalistic ব্যাপারগুলি চেতনধর্ম্মী হইয়া নব নব মাধুর্য্য-পরম্পরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

কাপিল সাংখ্য বলে যে, প্রকৃতি জড়, সে পুরুষের ভোগাপবর্গসাধনের জন্য এক দিকে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় এবং অপরদিকে জড়জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহার পিছনে কোন স্বতন্ত্র ঈশ্বরশক্তি নাই। পাতঞ্জল সাংখ্য বলে যে, প্রকৃতি আপন শক্তিতেই পরিণত হয় বটে, কিন্তু জড় প্রকৃতি জানে না যে, কোন্ দিকের কিরূপ পরিণামের দ্বারা পুরুষের পুরুষার্থ সাধিত হইতে পারে। সেইজন্য যে উপায়ে কর্ম্মফল অনুসারে বিভিন্ন পুরুষের পুরুষার্থ সাধিত হইতে পারে, ঈশ্বরের নিত্য ইচ্ছা প্রকৃতির সেই সেই দিকের প্রতিবন্ধ অপসারিত করে এবং সেই প্রতিবন্ধাপনয়নের দ্বারা পথ পাইয়া প্রকৃতি আপন স্বভাব গতিতে সেই সেই পথে প্রধাবিত হয় ও আপনাকে তদনুরূপে প্রবর্ত্তিত ও পরিণত করিতে থাকে। পুরাণে যে সাংখ্য পাওয়া যায়, তাহাতে প্রকৃতিকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, প্রকৃতি ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের শরীরভূতা এবং তাঁহারই ইচ্ছায় বিক্ষুব্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া নানা পরিণামের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। রামানুজ প্রভৃতির সাংখ্যও অনেকটা এইরূপ। কিন্তু কালিদাসের মত অন্যরূপ। তাঁহার মতে আত্মা স্বয়ং জগৎরূপে পরিণত হইয়া সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সাধন করিয়াছেন—

> "নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
> গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে॥

নদী, সমুদ্র, শৈল, কান্তার, অরণ্যানী ইন্দ্রিয়গ্রহণযোগ্য স্থূল ঘটাদি পদার্থ পরমাণু প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বস্তু, লঘু ও গুরু, কার্য্য ও কারণ—সমস্তই তাঁহার প্রকাশ।

> দ্রবঃ সঙ্ঘাতকঠিনঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মো লঘুর্গুরুঃ।
> ব্যক্তো ব্যক্তেতরশ্চাসি প্রাকাম্যং তে বিভূতিষু॥

তিনি পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনী প্রকৃতি, তিনিই উদাসীন পুরুষ; তিনিই হব্য এবং হোতা, ভোজ্য এবং ভোক্তা, বেদ্য এবং বেদিতা, ধ্যেয় এবং ধ্যাতা। প্রকৃতি এখানে

পুরুষের বা ঈশ্বরের শক্তি নয়, প্রকৃতি এখানে মায়া নয়। চৈতন্য আপনি আপনাকে জগৎরূপে পরিণত করিয়াছে।

"জীবং পশ্যামি সর্ব্বত্র।
অচৈতন্যং ন বিদ্যতে॥"

শকুন্তলার নমস্কারশ্লোকের মধ্যেও শিব জগন্মূর্ত্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্য চন্দ্র, জল, আকাশ, বায়ু, পৃথিবী, হোতা এই নানা মূর্ত্তি লইয়াই শিবের প্রকাশ। 'বিক্রমোর্ব্বশী'তে কালিদাস বলিয়াছেন, সেই পরমপুরুষ স্বর্গ ও পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, যোগীরা প্রাণবায়ুনিরোধের দ্বারা আপন অন্তরের মধ্যে তাঁহাকেই অন্বেষণ করেন ও ভক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা তাঁহারই সহিত সম্মিলিত হন। সাংখ্যদর্শনে পুরুষ প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের কূটতর্ক, বেদান্তদর্শনে ব্রহ্ম ও মায়ার সম্পর্ক বিচারের বাদ-কলহ কালিদাসকে বিক্ষুব্ধ করে নাই। তিনি ক্রান্তদর্শী কবির দিব্য দৃষ্টিতে এক চৈতন্যস্বরূপের পরম বিকাশ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের কূট তর্ককে অতিক্রম করিয়া তাঁহার হৃদয় যে গভীর বিশ্বাসকে, যে সত্তানুভূতিকে আশ্রয় করিয়াছিল, রসের ভাষায় Logic of Poetryতে মন্দাক্রান্তা ছন্দের মৃদু মন্থর গুঞ্জরণে শাব্দী বীণার ঝঙ্কারে মেঘদূত কাব্যে তিনি তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ মেঘদূত কাব্যে কোন তত্ত্ববিচার নাই, কোন রূপক নাই, কোন প্রহেলিকার মায়াজাল নাই। ঐক্যমন্ত্রের সাধক বলিয়া তাঁহার চক্ষুতে কাম ও প্রেমের দ্বন্দ্ব জটিল হইয়া দাঁড়ায় নাই। কাম হইতে প্রেমে ও প্রেম হইতে কামে, অচেতন হইতে চেতনে ও চেতন হইতে অচেতনে তিনি নির্ব্বাধ ও নির্দ্বন্দ্ব পাদসঞ্চারে গমনাগমন করিয়াছেন।

সন্তাপশরণ কামরূপী মেঘ বিরহী যক্ষের তাপপুঞ্জ লইয়া অলকাপুরীর পথে যাত্রা করিয়াছে। পথিকবধূরা অলকপ্রান্ত তুলিয়া এই ভাবিয়া নবীন মেঘের শোভা দেখিতেছে যে, বর্ষাকাল আসিয়াছে, কান্ত আগমনের আর দেরী নাই। চাতকেরা সঙ্গে সঙ্গে গান করিয়া চলিয়াছে, বলাকাপংক্তি গর্ভাধানের আশায় আকাশে মাল্য রচনা করিয়া মেঘের সংবর্দ্ধনা করিতেছে। মঞ্জু কলহংসী মৃণালখণ্ডের পাথেয় লইয়া অভিসারিকা হইয়াছে। রামগিরি উষ্ণ বাষ্পে গভীর বিরহ-ব্যথা প্রকাশ করিতেছে। চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া, গিরিতে গিরিতে বিশ্রাম লইয়া, ঝর্ণার জলে তৃষ্ণা হরণ করিয়া, সুরধনুর বিচিত্র বর্ণে শ্যাম কলেবরকে শিখিপুচ্ছমণ্ডিত করিয়া মন্থর গতিতে প্রবাসী বন্ধুর বার্ত্তাবহ হইয়া মেঘ চলিয়াছে। ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ পল্লীবধূরা বর্ষণের আশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহাদের বিশাল লোচনের দ্বারা তাহার দিকে চাহিয়া থাকিবে, তাঁহার স্পর্শে বনানীর দাবাগ্নি প্রশমিত হইবে, কৃতজ্ঞতায় উৎফুল্ল হইয়া আম্রকূট শৈল

তাহাকে শীর্ষে ধারণ করিয়া রাখিবে, চারিদিকে পক্ক আম্রফলে পাণ্ডুকান্তি শৈলের উপর শ্যামকান্তি মেঘ যখন দাঁড়াইবে, তখন তাহাকে ধরণীমাতার স্তনের ন্যায় দেখাইবে এবং আকাশ হইতে অমরমিথুনেরা সে দৃশ্য পরস্পকে দেখাইবে। শবরবধূদের মঞ্জুবিহারকুঞ্জে বিশ্রাম করিয়া বিন্ধ্যগিরির উপর দিয়া মেঘ চলিয়াছে, শীর্ণকায়া রেবা নদী বিন্ধ্যের পাদপ্রান্তে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে। আবার তৃষ্ণার্ত্ত হইলে বনগজমদের দ্বারা সুবাসিত বারি পান করিয়া, দ্রুতগতি পরিত্যাগ করিয়া ধীরমন্দ গমনে মেঘ উড়িয়া চলিয়াছে, তাহার স্পর্শে বনানীর মধ্যে নীপকুসুমের শিহরণ জাগিয়াছে; কুটজকুসুমের সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হইয়াছে, সে সৌরভের আহ্বান, ময়ূরদের কেকাধ্বনির স্বাগত প্রশ্ন সে উপেক্ষা করিতে পারে না। মেঘ গিয়া উপস্থিত হইল দশার্ণ দেশে; সেখানকার উদ্যানপ্রাচীরগুলি পাণ্ডুবর্ণ কেতকী পুষ্পে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে, গ্রাম্য পক্ষীদের নীড়ে সমস্ত বৃক্ষগুলি পূর্ণ হইয়াছে, পক্ক জম্বুফলে বনান্ত শ্যাম হইয়া গিয়াছে। দশার্ণের রাজধানী বিদিশার বিলাসীদের সাহচর্য্যে মন চঞ্চল হইলে বেত্রবতীর সভ্রূভঙ্গ মুখসুধা কামনির্ঘোষে পান করিবে। বিদিশায় যখন মেঘ যাইবে, তখন একটু বাঁকা পথ হইলেও উজ্জয়িনীর সৌধসমাসীন লোলাপাঙ্গলোচনার কটাক্ষ দেখিয়া না গেলে চক্ষু সার্থক হইবে কি করিয়া! উজ্জয়িনীর কাছেই নির্ব্বিন্ধ্যানদী হংসসারসের কাঞ্চীদাম পরিয়া তরঙ্গসঞ্চালনে তাহার ঘূর্ণাবর্ত্তের নাভিপদ্ম প্রদর্শন করিয়া মেঘকে যখন আহ্বান করিবে, তখন তাহার বিলাস-বিভঙ্গের মৌন আবেদন উপেক্ষা করা যায় না। মেঘের প্রেমধারার অভাবে সিন্ধু কৃশ ও ক্ষীণ হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। জলধারার অভিষেকে বরহাতুরাকে নবীন স্বাস্থ্যে উপচিত করিয়া তোলাও মেঘের কর্ত্তব্য। তার পরই উজ্জয়িনী।

"যথায় উষার বিকচকমল-সৌরভ-মাখি অঙ্গে,
সারসদিগের পটু মদকল কূজন বিথারি রঙ্গে;
শিপ্রাপবন সুরতপিয়াসী চাটুকারী প্রিয়প্রায়
রমণীর রতিশ্রান্তি হরিছে সরসে পরশি গায়।"

"উপচিয়ো তনু জাল-বিগলিত কেশপ্রসাধন-ধূপে,
ভবনশিখীরা প্রীতি-উপহার আনিবে নৃত্যরূপে;
কুসুমে বাসিত সুন্দরীপদ-যাবকে রচিত-কান্তি
সৌধের শোভা নিরখি তাহার নাশিয়ো পথের শ্রান্তি।"

তারপর সন্ধ্যাকালে মহাকালের মন্দিরে আরতিতে দেবদাসীদের নৃত্য, দেবদাসীদের

চঞ্চল চরণের গতিভঙ্গীতে রসনাঝনৎকার ও তাহাদের চামরান্দোলনে চারুকঙ্কণের ক্বণৎকার, তাহা না শুনিলে আর উজ্জয়িনীতে গিয়া ফল কি! উজ্জয়িনীর অভিসারিকারা যখন রাত্রিকালে প্রিয়গৃহের উদ্দেশে গমন করিবে, তখন সেই রুদ্ধালোকে সূচীভেদ্য অন্ধকারে নিমগ্ন নরপতিপথে সৌদামিনী ঝলকাইয়া মেঘ যেন পথ দেখাইয়া দেয়, কিন্তু গর্জ্জন বা বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ভীত ত্রস্ত না করে। এই বিদ্যুৎপ্রকাশে যদি বিদ্যুৎপত্নী ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তবে কোন উত্তুঙ্গ সৌধশিখরে রাত্রি যাপন করিয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন বন্ধুকৃত্য সম্পাদন করিতে যাত্রা করেন। কিন্তু সূর্য্যের পথ যেন রুদ্ধ করিয়া না দাঁড়ান, কারণ সমস্ত নিশার বিরহে পদ্মিনীর অশ্রু মোচন করিবার জন্য সূর্য্য তখন ব্যগ্র হইয়া আসিতেছেন, তাঁহার কর রোধ করিয়া তাঁহার কোপবৃদ্ধি করা তখন কিছুতেই উচিত হইবে না। পথে যাইতে গম্ভীরানদীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে, তাহার প্রসন্ন হৃদয়ের মধ্যে, হে মেঘ, তোমার প্রতিবিম্ব পড়িলে তাহার চটুলশফরীনয়নের কটাক্ষকে উপেক্ষা করা উচিত হইবে না। তারপর মেঘ দেবগিরিতে কার্ত্তিকের পূজা সারিয়া দশপুর নগরের রমণীগণের নেত্র কৌতূহলের পাত্র হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত নগরে উপস্থিত হইবেন; ব্রহ্মাবর্ত্তের প্রাচীন কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া কনখলের নিকট উপস্থিত হইবেন। এই কনখলেই গঙ্গা অবতীর্ণ হইয়া সগরসন্তানগণের স্বর্গারোহণের সোপান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গঙ্গার উৎপত্তিস্থান অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের উচ্চশিখরে ভক্তিনম্র চিত্তে ভগবান্ অর্দ্ধেন্দুমৌলির চরণ দর্শন করিয়া বেণুরন্ধ্র সমুদ্গত বীণাতানের ঐক্যবাদনে কিন্নরীমুখনিঃসৃত ত্রিপুরবিজয়গীতি শ্রবণ করিয়া গুহাভ্যন্তরে মৃদুগর্জ্জনে মৃদঙ্গবাদ্যের অনুকরণ করিয়া হংসগণের মানস-সরোবরে যাইবার পথ ধরিয়া ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের রন্ধ্র দিয়া মহাদেবের পুঞ্জীভূত অট্টহাস্যের ন্যায় শোভমান শুভ্র কৈলাস পর্ব্বতের অতিথি হইবে। সেখানে পার্ব্বতী যদি পদব্রজে বিচরণ করিতে থাকেন, তবে তোমার অভ্যন্তরস্থ জলরাশিকে কঠিন করিয়া সোপানাবলির ন্যায় নিজেকে উন্নতাবনত করিয়া পার্ব্বতীমাতার মণিময়তটারোহণের সুবিধা করিয়া দিবে। সেখানে দেবরমণীগণের কঙ্কণপ্রহারে উদ্গীর্ণবারি হইয়া তাহাদের স্নানগৃহের যন্ত্রধারা বর্ষণের কার্য্য সম্পাদন করিবে; তাঁহারা যদি ছাড়িয়া দিতে না চান, তবে সেই ক্রীড়ালোলা অবলাদিগকে শ্রবণ-ভীষণ গর্জ্জনের দ্বারা ভীত করাইয়া তাহাদের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া মানস সরোবরের জল পান করিয়া কল্পবৃক্ষের পল্লবগুলিকে বিকম্পিত করিয়া অলকার দ্বারদেশে উপনীত হইবে।

এই তো গেল পূর্ব্বমেঘের কথা। কালিদাসের মেঘদূতের কোন পূর্ব্বাস্বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। উত্তরমেঘে অলকাপুরীর বর্ণনা, যক্ষের

গৃহের বর্ণনা, যক্ষপত্নীর রূপবর্ণনা, তার বিরহের বর্ণনা, তাহাকে আশ্বাস দান—এমনি করিয়া উত্তরমেঘের শেষ।

পূর্ব্বমেঘে কবি বহির্জগতের সম্মুখীন হইয়া কবিহৃদয়ের অলৌকিক অধ্যাত্ম-যোগে নিজের মধ্যে বহির্জগৎকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সে সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ নহে, অন্বীক্ষামূলক তত্ত্বসাক্ষাৎকার নহে, সেটী রসের অধ্যাত্ম-সাক্ষাৎকার। কালিদাস যখন বহির্জগতের সম্মুখীন হইয়াছেন, তখন তাঁহার চক্ষুতে সে বহির্জগৎ বাহিরের হইয়া objective হইয়া দাঁড়ায় নাই। নদ, নদী, গিরি, কান্তারের তিনি কোন স্বভাব বর্ণনা দেন নাই। মালতীমাধবে যেমন দেখিতে পাই--

বানীরপ্রসবৈর্নিকুঞ্জসরিতামাসক্তবাসং পয়ঃ
পর্য্যন্তেষু চ যূথিকাসুমনসামুজ্জৃম্ভিতং জালকৈঃ।
উন্মীলৎকুটজপ্রহাসিষু গিরেরালম্ব্য সানূনিতঃ
প্রাগ্ভারেষু শিখণ্ডিতাণ্ডববিধৌ মেঘৈর্বিতানায্যতে॥

অথবা অভিনন্দের যেমন।

বিদ্যুদ্দীধিতিভেদভীষণতমঃস্তোমান্তরাঃ সংতত-
শ্যামাম্ভোধররোধসঙ্কটবিয়দ্বিপ্রোষিতজ্যোতিষঃ।
খদ্যোতানুমিতোপকণ্ঠতরবঃ পুষ্ণন্তি গম্ভীরতা-
মাসারোদকমত্তকীটপটলীক্বাণোত্তরা রাত্রয়ঃ॥

কালিদাসের মেঘদূতে বা অন্যত্র এ জাতীয় বর্ণনার ব্যবহার অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি এখানে মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট, মানুষের সহিত একপর্য্যায়ভুক্ত। মানুষ যেমন চেতন, প্রকৃতিও তেমনি চেতন, মানুষের সুখদুঃখ, সম্ভোগবিরহ, প্রকৃতির মধ্যেও তাই। বিক্রমোর্ব্বশীতে দেখিতে পাই উর্ব্বশী লতারূপে পরিণত হইয়াছেন আর রাজা পুরূরবা তাঁহার অনুসন্ধানে তরুগুল্ম ময়ূর, কোকিল, হস্তী, নদ, নদী সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফিরিতেছেন যে, তাহারা তাঁহার উর্ব্বশীর কোন সংবাদ দিতে পারে কি না। গিরিনদী দেখিয়া বলিতেছেন, এই নূতন জলকলুষিত স্রোতোবহাকে দেখিয়া আমার রতিরসের উপলব্ধি হইতেছে। ভ্রূভঙ্গীতরঙ্গযুক্তা চঞ্চলবিহগশ্রেণীকাঞ্চীভূষণা স্খলিতবন্ধনবসনের ন্যায় ফেনবিশিষ্টা ও মধুরাস্ফুটশব্দশালিনী এই নদীকে দেখিয়া আমার মনে হয় যে, নিশ্চয়ই সেই কুপিতা প্রিয়তমা এই নদীরূপে পরিণতা হইয়াছে।

তরঙ্গভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগশ্রেণিরসনা
বিকর্ষন্তী ফেনং বসনমিব সংরম্ভশিথিলম্।

যথাজিহ্মং যাতি স্খলিতমভিসন্ধায় বহুশো
নদীভাবেনেয়ং ধ্রুবমসহমানা পরিণতা ॥

কালিদাস কুমারসম্ভবে হিমালয় বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন যে, হিমালয়ে হিম থাকিলেও রত্ন আছে প্রচুর। গৈরিক ভূমির প্রতিফলনে সেখানকার মেঘ দ্বিপ্রহরেও রক্তবর্ণ ধারণ করে এবং তাহাতে সেস্থানের বিলাসিনীদের মনে অসময়ে সন্ধ্যাভ্রম হওয়াতে তাহারা সান্ধ্য বেশভুষার আয়োজন করে। নিম্নদেশে বৃষ্টি হইলে বৃষ্টির দ্বারা উদ্বেজিত সিদ্ধেরা মেঘের উপরে উঠিয়া রৌদ্রাতপ উপভোগ করে, সিংহ ও হস্তী সেখানে প্রচুর, কিন্তু গজমুক্তাও কম নয়। সেখানকার ভূর্জ্জপত্রে বিদ্যাধরসুন্দরীরা প্রেমপত্র লিখিয়া থাকে, কীচকরন্ধ্রনির্গত বংশধ্বনিতে কিন্নরীদের গীতবাদ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেখানকার ওষধি হইতে রজনীতেও আলোকরশ্মি নির্গত হয়। তাহাতে বনচরকামিনীদিগের নৈশপ্রিয় সমাগমে তৈলপ্রদীপের কার্য্য চলিয়া থাকে। সেখানে গিরিগহ্বরে যখন দম্পতিরা বিহারমত্ত হয়, তখন গুহাদ্বারে লম্বমান মেঘের তিরস্করিণীতে তাহাদের লজ্জানিবারণ করে। এই বর্ণনার মধ্যে হিমালয়ের গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য ও বৃহত্ত্বের পরিচয় পাই না। দেবতাত্মা হইলেও হিমালয় কালিদাসের চক্ষুতে মানুষের ভোগসম্ভোগের উপাদানমাত্র, জড়প্রকৃতি কালিদাসের চক্ষুতে হয় চেতনবদ্ব্যবহারিণী নয় পুরুসার্থপ্রবর্ত্তিনী। প্রকৃতিকে স্বতন্ত্রভাবে তার আপন জড়মহিমায় কালিদাস কখনও প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখেন নাই। প্রকৃতিকে তার আপন মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া তাহার সহিত বন্ধুভাবে পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করা কালিদাসের রীতি নহে। কিন্তু ভবভূতির বর্ণনা দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রকৃতিকে তাঁহার আপন জড়ত্বের মধ্যে দেখিয়া তার গাম্ভীর্য্যকে স্বতন্ত্রভাবে অক্ষুন্ন রাখিয়া তাহারই উপভোগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

স্নিগ্ধশ্যামাঃ ক্বচিদপরতো ভীষণাভোগরুক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাম্।
এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্‌গর্ত্তকান্তারমিশ্রাঃ
সংদৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ ॥

কিংবা

নিষ্কুজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনাঃ
স্বেচ্ছাসুপ্তগভীরভোগভুজগশ্বাসপ্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসৎস্বল্পাম্ভসো যাস্বয়ং
তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্য্যকৈরজগরস্বেদদ্রবঃ পীয়তে ॥

ইহাকে বলে, 'জড়প্রকৃতিঃ স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতা' কিংবা Naturalistic Realism. ঋতুসংহারেও দেখিতে পাই যে, কবি সমস্ত ঋতুকে মানুষের উপভোগের দিক্ দিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। নির্ব্বিকার হইলেও ঋতুগুলি প্রাণীদিগের প্রাণভূত এবং সর্ব্বদা প্রণীদিগের নানাবিধ উপভোগের সহায়ভূত।

বহুগুণরমণীয়ঃ কামিনীচিত্তহারী
তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নিবিকারঃ।
জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো
দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি।

ভবভূতি যেখানে প্রার্থনা করেন যে, সকলে পাপ হইতে পরিত্রাণ পাউক ও পাপপরিত্রাত হইয়া সকলে মঙ্গল লাভ করুক

পাপ্মভ্যশ্চ পুনাতু বর্দ্ধয়তু চ শ্রেয়াংসি সেয়ং কথা
মঙ্গল্যা চ মনোহরা চ জগতো মাতেব গঙ্গেব চ।

কিংবা, সন্তঃ সন্তু নিরন্তরং সুকৃতিনো বিধ্বস্তপাপোদয়াঃ।

কালিদাস সেখানে চান বাঞ্ছিতফলপ্রাপ্তি, ঐহিক সুখসম্ভোগ ও বিপদ্ হইতে ত্রাণ। সকল লোকে যাহাতে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পায়, সকলের যাহাতে মঙ্গল হয়, সকলে যাহাতে নিজ নিজ কামনার বিষয় প্রাপ্ত হয়, সকলে যাহাতে সর্ব্বত্র আনন্দ লাভ করে।

সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্ব্বঃ কামানবাপ্নোতু সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু॥

আমাদের দেশে প্রাচীন অধ্যাত্মশাস্ত্রে যে আত্মোপলব্ধির উপদেশ আছে, তাহাতে আত্মাকে জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইয়াছে। বেদান্তমতে জগৎ মিথ্যা মায়াপ্রপঞ্চ। জগৎপ্রপঞ্চের মধ্য দিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু এই জগৎ-প্রপঞ্চের সহিত ব্যবহারের মধ্যে আমাদের প্রধান দৃষ্টিই হইতেছে, কি উপায়ে আমরা ইহার জটিল জাল হইতে মুক্তি পাইব, তাহার অনুসন্ধান। সাংখ্যমতে প্রকৃতি মিথ্যা নয়, কিন্তু প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ মিথ্যা এবং এই মিথ্যাবুদ্ধি হইতেই প্রকৃতি পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনী। এই মিথ্যা বুদ্ধির ধ্বংস করাই সাংখ্যযোগশাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং ইহাতে সিদ্ধ হইলে আমাদের বুদ্ধি ও মনের চরম ধ্বংস ও প্রকৃতির সহিত আমাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ সংঘটিত হইবে। এই জন্য যে বুদ্ধিতে প্রকৃতির দিকে আমরা ভোগের দৃষ্টিতে চাই, শাস্ত্র তাহাকে বর্জ্জন করিতে উপদেশ করেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যলীলা যে আমাদিগের আমিত্বকে পরিস্ফুট, পবিত্র করিয়া আমাদের মধ্যে একটা উচ্চ অঙ্গের ভাবধারা খেলাইয়া একটা নবতর, কল্যাণতর সার্থকতার দিকে আমাদিগকে প্রণোদিত করিতে পারে, এ দৃষ্টি প্রাচীন

ভারতবর্ষে একরূপ নাই বলিলেই হয়। প্রকৃতিকে হয় উপভোগ করিব, নয় প্রকৃতি হইতে মুখ ফিরাইয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় লইব, নয় বৈরাগ্য লইয়া প্রকৃতির সহিত ব্যবহার করিব।

এইজন্য সমস্ত বৃত্তি, বাসনা ও সংস্কারাদি লইয়া মানুষ হিসাবে যে বহুকোষাত্ম স্বতন্ত্র পুরুষ প্রাত্যহিক নানাবিধ উপলব্ধির মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে, তাহাকে একটা স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দেওয়া শুধু আমাদের দেশে ঘটিয়া উঠে নাই। ইংরেজীতে যে হিসাবে thought, will ও emotion-এর সমষ্টি লইয়া একটি সমষ্টিপুরুষের Individuality বা স্বতন্ত্র মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় চিন্তাধারায় তাহাকে সে মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই। মানুষের মধ্যে যে-চিৎস্বরূপ অবস্থিত আছেন, তাঁহার সহিত তাহার চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতির কোন অন্তরঙ্গ গুপ্ত অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ নাই বলিয়া, মানুষের সমষ্টি-স্বরূপটির মহিমা ও তাৎপর্য্যের ইঙ্গিত আমাদের দেশের অধ্যাত্মসাহিত্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। সেই জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতিকে কেহ বা কেবল মাত্র জড়রূপে দেখিয়াছেন ও তাহার জড়স্বভাবের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন, কেহ বা শরীরিরূপে, বহিরঙ্গরূপে সম্পর্কিত-ভাবে বনদেবতা প্রভৃতির কল্পনা করিয়াছেন। আবার কেহ বা প্রকৃতিকে কেবলমাত্র মানুষের বাসনা ও কামনা উপভোগের সামগ্রীরূপে দেখিয়াছেন ; আবার কেহ বা প্রকৃতি ও মানুষ উভয়কেই এক চিৎস্বরূপের পরিণতি বলিয়া মনে করিয়াছেন। এবং সেই জন্য একদিকে যেমন প্রকৃতিকে চেতনের কামনা উপভোগের অনুকূলে প্রবর্ত্তিনী বলিয়া দেখিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি প্রকৃতিকে প্রাণময় রূপে দেখিয়াছেন এবং মানুষের মত প্রকৃতিও যেন নানাবিধ কামনা উপভোগে আসক্তা এইরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতি এবং মানুষ উভয়ে মিলিয়া আপন আপন ইচ্ছাসম্পূরণে যে মঙ্গলসম্পাদন করিতেছেন, সেই ঐহিক নানাবিধ সুখসম্ভোগের মঙ্গলের মধ্যেই প্রকৃতি ও মানুষের একটা পরম সার্থকতা ও পরম মঙ্গল দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়াছেন। এইখানেই কালিদাসের বিশিষ্টতা।

আধুনিক কোন কোন ইংরেজ কবির মধ্যে আমরা প্রকৃতিসংস্পর্শের যে গভীর আনন্দসন্দোহের পরিচয় পাই কালিদাসের মধ্যে প্রকৃতিস্পর্শের আনন্দ সেরূপ পরিস্ফুট ও সুব্যক্ত হইয়া উঠে নাই। প্রকৃতির নানা চমৎকারিত্বে ও মনোহারিত্বে কালিদাসের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সদ্যপ্রবালোদ্গমচারুপত্র নবচুতবাণে ভ্রমরপঙ্‌ক্তি দিয়া মন্মথ তাহার নাম লিখিয়া দিয়াছেন, বালেন্দুর ন্যায় বক্র লোহিত পলাশফুল বনস্থলীর নখক্ষতের ন্যায় দেখাইতেছে, ভ্রমরের পঙ্‌ক্তিতে যেন বসন্তের তিলক আঁকিয়া দিয়াছে, চূতাঙ্কুরাস্বাদকষায়কণ্ঠ কোকিলের মধুর কূজনের শব্দে মন্মথের বাক্য শোনা যাইতেছে, ভ্রমর ভ্রমরীর সহিত এক কুসুমপাত্রে মধুপান করিতেছে, হরিণ হরিণীর গা চুলকাইয়া দিতেছে, করিণী করীকে পঙ্কজরেণুগন্ধি জল পান করাইতেছে, চক্রবাক চক্রবাকীকে অর্দ্ধোপভুক্ত

মৃণাল আহার করাইতেছে, পুষ্পস্তবকস্তনভারনম্রা লতাবধূরা শাখাবন্ধনে তরুদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে, এ বর্ণনার মাধুর্য্যে আমরা চমৎকৃত হই ; কিন্তু প্রকৃতির সংস্পর্শের এ হর্ষ, এ আনন্দ, এমন ব্যাকুল নয় যে, মানুষের অন্তরের অনুভূতির সমস্ত আনন্দের সাড়া যেন প্রকৃতির সহিত অবিভক্তভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। Wordsworth-এর কবিতা পড়িলে আমরা এই আনন্দের পরিচয় পাই। প্রকৃতি যেন Wordsworth-এর চক্ষে আনন্দে বিভোর এবং সে আনন্দের সঙ্গে Wordsworth-এর নিজের হৃদয়ের আনন্দ যেন একযোগে একতালে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে।

"It was an April morning : fresh and clear
The rivulet, delighting in its strength,
Ran with a young man's speed ; and yet the voice
Of waters which the winter had supplied
Was softened down into a vernal tone :
The spirit of enjoyment and desire,
And hopes and wishes, from all living things
Went circling, like a multitude of sounds.

এই কবিতাটি পড়িলে দেখা যায় যে, নরলোকের ও জড়লোকের সমস্ত আনন্দ যেন পুঞ্জীভূত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু শুধু তাহাই নয় Wordsworth-এর চক্ষুতে বহিঃপ্রকৃতির সংস্পর্শে তাহার লালনপালনে তাহার সাহায্যে তাহারই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মানুষের মধ্যে একটি অন্তঃপ্রকৃতি গড়িয়া উঠে। এই অন্তঃপ্রকৃতি যেন বাহিরের প্রকৃতির একটি প্রতিবিম্বস্বরূপ অথচ বহিঃপ্রকৃতি নিরপেক্ষ হইয়া অজস্র রসে রূপে ভরপুর হইয়া মানুষকে ক্রমশঃ প্রেমে কোমলতায় ও জ্ঞানে নবতর কল্যাণতর অভ্যুদয়ের দিকে লইয়া যায়, তাহার চক্ষে অন্ধজগতের মূঢ়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়,

These beautious forms,
Through a long absence, have not been to me
As is a landscape to a blind man's eye :
But oft, in lonely rooms, and 'mid the din
Of town and cities, I have owed to them,
In hours of weariness, sensation sweet,
Felt in the blood, and felt along the heart ;

প্রকৃতিরই অলৌকিক অমূর্ত্ত প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে এবং এই সৃষ্টিতেই কাব্যলক্ষ্মীর জন্ম।

"The life in the soul of man ceased and embraced in the soul of nature and in the passion of the embrace doubled his own life and doubled the life in nature till all the world and the individual man vibrated with the passion of a universal life."

"আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক্ না হারা।
জীবনজুড়ে লাগুক পরশ
ভুবন ব্যাপে জাগুক হরষ
তোমার রূপে মরুক ডুবে
আমার দুটী আঁখিতারা।"

Wordsworth-এর চক্ষুতে প্রকৃতি চেতনাময়, প্রাণময় আর সে প্রাণের সহিত মানুষের যে কেবল নিত্য আদান প্রদান চলিয়াছে তাহা নহে, কেবল আনন্দের মেলামেশা, কোলাকুলি চলিয়াছে তাহা নহে, সে আনন্দে মানুষের চিত্তবৃত্তির গভীরতম অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত হয়। আর সেই আলোড়নের ফলে মানুষের মধ্যে যাহা-কিছু কল্যাণতম আছে, যাহা-কিছু পবিত্রতম আছে তাহা বিকসিত হইয়া উঠে এবং মানুষ তাহার নিজের গভীরের মধ্যে, আত্মানন্দের মধ্যে তাহার নিভৃত অমৃতের সন্ধান পায়।

Keats-এর কবিতায় একদিকে দেখা যায় যেন তিনি স্বভাবের সৌন্দর্য্যে সমাধি লাভ করিয়া স্বভাবের উপলব্ধির মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, অপরদিকে দেখা যায় যে, প্রকৃতির শোভায় ও পক্ষিকূজনের মনোহারিত্বে তাঁহার চিত্তের পাত্র যেন উচ্ছল ও বিহ্বল হইয়া গিয়াছে। আনন্দের আতিশয্য যেন তীব্র মদিরার ন্যায় তাঁহার সমস্ত দেহমনকে বিবশ ও নিস্পন্দ করিয়া দিয়াছে। প্রথমটির দৃষ্টান্তস্বরূপ Keats-এর "Autumn" নামক কবিতা হইতে কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করিব,

Season of mists and mellow fruitfulness!
Close bosom-friend of the maturing sun;
Conspiring with him how to load and bless
With fruit the vines that round the thatcheaves run;
To bend with apples the moss'd cottage-trees,
And fill all fruit with ripeness to the core;

To swell the gourd, and plump the hazel shells
With a sweet kernel; to set budding more,

অপরদিকের উদাহরণস্বরূপ তাঁহার "Ode to a Nightingale" নামক কবিতা হইতে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি

My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, and Lethe-wards had sunk.

... ...

Now more than ever seems it rich to die,
To cease upon the midnight with no pain,
While thou art pouring thy soul abroad
In such an ecstasy!
Still wouldst thou sing, and I have ears in vain,
To thy high requiem became a sod.

Shelley-র মধ্যে দেখা যায় যে, প্রকৃতির অন্তরালে অদৃশ্য অস্পৃশ্য ধ্যানগম্য যে একটি সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি প্রকৃতি ও মানুষের হৃদয়াসনে চঞ্চলচরণে নিরন্তর সঞ্চরণ করে তাহাকে পাইলেই জীবন সার্থক হয়, সত্য ও মঙ্গলে প্রতিষ্ঠা পায়,

Thy light alone—like mist o'er mountains driven,
Or music by the night-wind sent
Through strings of some still instrument,
Or moonlight on a midnight stream,
Gives grace and truth to life's unquiet dream.

Epipsychidion-এর মধ্যেও Shelley প্রেমের মূর্ত্তির পূজা করিতে গিয়া এই মূর্ত্তিরই সাক্ষাৎ পাইয়াছেন,

In solitudes
Her voice came to me through the whispering woods,
And from the fountains, and the odours deep
Of flower, which, like lips murmuring in their sleep
Of the sweet kisses which had lulled them there,
Breathed but of *her* to the enamoured air;
And from the breezes whether low or loud,
And from the rain of every passing cloud,

And from the singing of the summer-birds,

And from all sounds, all silence.

Queen Mab-এর মধ্যেও তিনি প্রকৃতিকে শান্তি সামঞ্জস্য ও প্রেমের বাণী প্রচার করিতে শুনিয়াছেন। মানুষ প্রকৃতির এই বাণী না শুনিতে পাইয়া পাপ ও কলুষতার সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও তাহার তপোবনকুঞ্জের পরম শান্তিকে বিঘ্নিত করে—

The golden harvests spring ; the unfailing sun
Sheds light and life ; the fruits, the flowers, the trees,
Arise in due succession ; all things speak
Peace, harmony, and love. The universe,
In Nature's silent eloquence, declares.
That all fulfil the works of love and joy,—
All but the outcast ; Man. He fabricates
The sword which stabs his peace ;

ফরাসীকবি Alfred De Vigny কিন্তু ঠিক উল্টাসুরেই গাহিয়াছেন যে, প্রকৃতি একান্ত জড় নিষ্ঠুর, তাহার কোন চেতনা নাই, মনুষ্য ও পিপীলিকা উভয়কে পিষিয়া ধ্বংস করে, মহারাজপ্রাসাদকে ধূলিসাৎ করে, তথাপি মানুষ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে মাতা বলে আর প্রকৃতি তাহাদের সন্তানসন্ততিকে কালীকরালীরূপে নিরন্তর সংহার করেন।

'Je roule avec dédain, sans voir et sans entendre,
A cote des fourmis les populations ;
Je ne distingue pas leur terrier de leur cendre,
J' ignore en les portant les noms des nations.
On me dit une mere et je suis une tombe.
Mon hiver prend voz morts comme son hecatombe,
Mon printemps ne sent pas vos adorations.

আমি হাসি উপহাসে
যারা যায় যারা আসে
এক হেরি সব
ক্ষুদ্র পিপীলিকা আর সমস্ত মানব।

জাতির গৌরব তোর নাহি শুনি আর
নব সৌধ হর্ম্ম্যতল
যত তোর শক্তি-বল
ভস্মরাশি সম পড়ি চরণে আমার।
নাহি দয়া নাহি ক্ষমা
কে আমারে বলিল মা
কোলে নিল স্থান?
জানে না কি আমি তার ভীষণ শ্মশান!
গভীর শীতের রাতে
লক্ষ প্রাণ লয়ে হাতে
আমি দেই নিঃশব্দ আহুতি
তবু মোর মধু মাসে
যে নব বসন্ত হাসে
শোনে না সে তোমাদের স্তুতি। (মৈত্রেয়ী দেবী কৃত অনুবাদ)

ফরাসী কবি Victor Hugo আবার A Villequier কবিতায় প্রকৃতির সম্মুখীন হইয়া বলিয়াছেন যে, রজতপ্রভা নদী, উদার মাঠ, অরণ্যানী, তুঙ্গগিরিশৃঙ্গ প্রভৃতির মধ্যে প্রকৃতির ভাগবতী মহিমা দেখিয়া আমার ক্ষুদ্রতাকে উপলব্ধি করিতে পারি, এই মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার চিৎস্বরূপে যে সাড়া লাগে তাহাতে তাহাকে যেন নবতরভাবে আমার মধ্যে ফিরিয়া পাই—

Maintenant qu'attendri par ces divins spectacles,
Plaines, forêts, rochers, vallons, fleuve argente'
Voyant ma petitesse et voyant vos miracles,
Je reprends ma raison devant l'immensite'.

তিনি জানেন যে, আমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখান ছাড়াও প্রকৃতির অন্য কাজ আছে। মায়ের কোলে শিশুর প্রাণবিয়োগ হইলেও তাহার কিছু আসে যায় না, গাছের ফল বায়ুর তাড়নায় পড়িয়া যায়—ফুলের গন্ধ বাতাসে নিঃশেষ করিয়া লয়, কেহ না কেহ নিষ্পিষ্ট না হইলে জগন্নাথের সৃষ্টিচক্র চলিতে পারে না। তথাপি তিনি ইহার সম্মুখে হতাশ হন না, অজ্ঞাত কোনও রহস্যচক্রের মধ্যে আমাদের সমস্ত জটিল প্রশ্ন ও গভীর রহস্য দিনের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। সেই দৃঢ় বিশ্বাসে শিশু যেমন মাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে, তিনিও তেমনি প্রকৃতিকে অর্চ্চনা

করেন। তিনি জানেন এই সমস্ত বস্তুমাত্রের মূল কারণ আমাদের অজ্ঞাত, তাহাদের পরম স্রষ্টা রাত্রির ভীষণ গুহান্ধকারের মধ্যে আপনাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। মানুষ সেই পরম কারণকে জানে না অথচ তাহার নিয়ম নম্রশিরে পালন করে, আমাদের দৃষ্টি অতি ক্ষীণ ও অতি ক্ষণস্থায়ী—

Nous ne voyons jamais qu'un seul cote' des choses ;
L' autre plonge en la nuit d'un mystère effrayant
L'homme subit le joug sans connaitre les causes.
Tout ce qu'il voit est court, inutile et fuyant."

Matthew Arnold-এর "In Harmony with Nature কবিতায় ঠিক এই সুরেই লিখিয়াছেন,

Know, man hath all which Nature hath, but more,
And in that *more* lie all his hopes of good.
Nature is cruel, man is sick of blood ;
Nature is stubborn, man would fain adore ;
Nature is fickle, man hath need of rest ;
Nature forgives no debt, and fears no grave ;
Man would be mild, and with safe conscience blest.
Man must begin, know this, where Nature ends ;
Nature and man can never be fast friends.

Meredith, Wordsworth ও Shelley প্রমুখ কবির সহিত Vigny ও Matthew Arnoldএর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি একদিকে যেমন ভীষণ ভয়ানক ও রুদ্র তেমনি অপরদিকে তাঁহার একটি দক্ষিণ কল্যাণ মূর্ত্তি রহিয়াছে। একদিকে তিনি যেমন সংহার করেন অপরদিকে তেমনি সৃষ্টি করেন। আমাদের মধ্যে প্রকৃতি যে ধ্বংস আনেন তাহা দ্বারাই আমাদের সন্তানসন্ততিগণের কল্যাণতর অভ্যুদয়ের সম্পাদন করেন, প্রকৃতির এই রহস্য অবগত হইলে তাঁহার ধ্বংসলীলায় আমাদের আর ভয় থাকিবে না। তিনি তাঁহার The Thrush in February কবিতায় লিখিয়াছেন

"For love we Earth, then serve we all ;
Her mystic secret then is ours ;
We fall, or view our treasures fall,
Unclouded, as beholds her flowers.

বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, একই নটরাজ মানুষের চিত্তের ভাবধারার বিচিত্র চলচ্ছন্দে ও প্রকৃতির নানা ঋতুবিহারের বিচিত্র

সৌন্দর্য্যলীলার মধ্যে চঞ্চলপদক্ষেপে নৃত্য করিয়া ফিরিতেছেন। মানুষের মধ্যে যে লীলা প্রকৃতির মধ্যেও সেই লীলা। উভয়ের মধ্য দিয়াই এক চেতনপুরুষ আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে, তাই প্রকৃতির মধ্যে সুন্দর বা ভীষণ যাহা-কিছুর সহিতই আমাদের সংস্পর্শ ঘটে তাহাতেই আমরা আমাদের অন্তরের গুহার ভিতর সেই পরমদেবের ঈষৎ স্পর্শ পাই এবং তাহারই আস্বাদে স্পন্দিত হইয়া আমাদের চিত্ত তাহাকে পাইবার জন্য বিরহব্যথামন্থর হইয়া উঠে

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশসম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।

প্রকৃতির সহিত গভীর মিলনে তাঁহার চিত্তে যেন নিত্যই নবতর বিরহের আর্ত্তি জাগিয়া উঠিতেছে।

যদি কৌতুক রাখ চিরদিন
ওগো কৌতুকময়ী,
যদি অন্তরে লুকায়ে বসিয়া
হবে অন্তরজয়ী
তবে তাই হোক্! দেবি, অহরহ
জনমে জনমে রহ তবে রহ
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে!
নব নব রূপে ওগো রূপময়
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়,
কাঁদাও আমারে, ওগো নির্দ্দয়,
চঞ্চল প্রেম দিয়ে।

আবার,

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন,
গগন অন্ধকার;

কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝঙ্কার।
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে'
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি
পাইনে দেখা তা'র ॥

এক গভীর অন্তরোপলব্ধির সংস্পর্শে রবীন্দ্রনাথের চক্ষুতে প্রকৃতি ও মানুষ সম্মিলিত অথচ এই উভয়কে ব্যাপ্ত করিয়া যে দেবী তাঁহার পদ্মাসন পাতিয়াছেন তাঁহাকে পাওয়া কিছুতেই সম্পূর্ণ হয় না, প্রতি পাওয়াতে যেন আরও বিরহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। প্রকৃতিকে শুধু প্রকৃতিভাবে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন না, তাই রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই প্রকৃতির সম্ভোগের মধ্যেও বিরহের সুরটি এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতসম্বন্ধে লিখিতে গিয়া লিখিয়াছেন

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সঙ্গীতমাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে।

শুধু তাই নয়,

কতকাল ধরে
কত সঙ্গিহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ত-তারাশশী
আষাঢ় সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি'
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি' উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজন বেদন।
সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনিসম
তব কাব্য হতে।

কিন্তু কালিদাসের মেঘদূতে বিরহটুকু কেবলমাত্র মিলনের ছল। কালিদাস প্রধানতঃ ভোগরসের কবি। ইয়ুরোপীয় কবিদের ন্যায় প্রকৃতির সহিত ব্যবহারে তাঁহার

মধ্যে কোনরূপ অলৌকিকতা বা mysticism নাই। রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি ঐন্দ্রিয়ক উপায় ছাড়া প্রকৃতির সহিত আমাদের কোন আন্তর ধাতুর কোনও অলৌকিক সংস্পর্শ নাই। প্রকৃতি আমাদের গুরু, বন্ধু, সুহৃদ্, ভগিনী বা মাতা নহে। প্রকৃতি নিজে যেন চেতনাময় হইয়া নানা উপভোগে সর্ব্বদা ভোগান্বিতা। আবার আমাদের নানাবিধ ভোগের উপাদান যোগাইয়া সর্ব্বদা আমাদের আনন্দবর্দ্ধননিরতা। কালিদাস যেখানে বিরহ আঁকিয়াছেন সে-বিরহ লৌকিক বিরহ মাত্র এবং সেই বিরহের ছায়াও যেন চারিদিকে মিলনের উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত। আমাদের ইন্দ্রিয়জ কামনাকে বা স্ত্রীপুরুষের মিলনের প্রেরণাকে সংসারে সার্থক করিয়া তোলাকে কালিদাস সুখ বলিয়াছেন। এই সুখ উপভোগে কালিদাস কোথাও কোন দোষ দেখেন নাই। সুখোপভোগ বিধি-বহির্ভূত হইলেই দোষের, নচেৎ তাহা যেমন লৌকিক রসের তেমনি কাব্যরসের সঞ্জীবক। মেঘদূতে যক্ষ বিরহার্ত্ত, কিন্তু তাহার গাথাতে কোথাও বিরহের আর্ত্তি নাই। অলকাপুরীতে পৌঁছিয়াও কোথায় কোন্ যক্ষকন্যা মন্দাকিনীর মন্দারবৃক্ষের ছায়ায় আতপতাপ দূর করিয়া জলক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছেন, কোথাও বা শিথিলনীবীবন্ধ কামিনীরা মণিময় প্রদীপের উপর কুঙ্কুমচূর্ণ নিক্ষেপ করিতেছে, কোথাও বা চন্দ্রকান্তমণিনির্গত জলবিন্দুতে অঙ্গনাগণের সন্তাপ হরণ করিতেছে, কোথাও বা ধনাধিকারীরা বারবনিতার সহিত আলাপে মত্ত থাকিয়া কুবেরের যশোগানকারী কিন্নরদিগের সহিত উপবনে বিহার করিতেছে, কোথাও বা অভিসারিকাদের কেশদাম হইতে মন্দারপুষ্প ও কর্ণ হইতে কনককমল খসিয়া পড়িল, হার হইতে মুক্তাগুলি ছিঁড়িয়া পড়িল—ইহারই অজস্র বর্ণনা চলিয়াছে। কেবলমাত্র কয়েকটী শ্লোকে যক্ষনারীর বিরহ বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাতেও কিছু এমন দাবদাহনের পরিচয় পাওয়া যায় না।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গেরই অবিরোধী সাধনা কালিদাসের অভিমত, তাই তিনি দুষ্কর তপশ্চরণের ভাণ দেখাইয়াছেন। শিবের প্রতি কালিদাসের অগাধ ভক্তি, তথাপি পার্ব্বতী যখন মন্দাকিনীপুষ্করবীজমালা ত্রিলোচনকে উপহার দিলেন তখন প্রণয়িপ্রিয় মহাদেব তাহা গ্রহণ করিতে হাত বাড়াইলেন, আর সেই অবসরেই পুষ্পধন্বার অমোঘবাণে চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশির উচ্ছ্বাসের ন্যায় তিনি পরিলুপ্তধৈর্য্য হইয়া পার্ব্বতীর বিম্বফলাধরোষ্ঠ বিলোকন করিতে লাগিলেন। কালিদাসের চক্ষুতে মহাদেবের পক্ষেও কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্য হওয়া স্বাভাবিক আর তাঁহার মহত্ত্বপরিকল্পনার মর্য্যাদা কালিদাস এইখানেই মানিয়াছেন যে, তিনি সে কামবৃত্তিকে দমন করিতে পারিলেন না, তাঁহার নেত্রজন্মা বহ্নি মদনকে ভস্মীভূত করিল। পরিশেষে তিনি পুনরায় পার্ব্বতীকে বিবাহ-বন্ধনে গ্রহণ করিলেন এবং ভস্মীভূত মদন পুনরুজ্জীবিত হইল। কালিদাসের মতে অন্তর-

বাহির উভয়েই এক চৈতন্যের পরিণতি, আমাদের কামনা বাসনা সমস্তই সেই চিৎস্বরূপের পরিণাম। যেমন এক বৃষ্টির জল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রসাবস্থা প্রাপ্ত হয় তেমনি সেই অবিক্রিয় এক চিন্ময় বস্তু আপনাকে ত্রিবিধ গুণের নানা অবস্থাতে পরিণত করেন।

"রসান্তরাণ্যেকরসং যথা দিব্যং পয়োঽশ্নুতে।
দেশে দেশে গুণেষেবম্ অবস্থাস্ত্বমবিক্রিয়ঃ॥

তপস্বিধর্ম্মে কালিদাসের উৎসাহ নাই, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া শ্রৌতস্মার্ত্ত বিধির নিয়ম না ভাঙ্গিয়া প্রকৃতি চারিদিকে আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, আমাদের অন্তরের মধ্যে যাহা-কিছু কামনা বাসনা আছে তাহার ভোগে কালিদাসের পরমানন্দ। নরনারীর প্রেমের মধ্যে তিনি কিছু কলুষতা দেখেন না, তাঁহার চক্ষুতে সমস্ত পৃথিবী যেন তাঁহার নানা ঋতু-চক্রের মধ্য দিয়া, নানা সৌন্দর্য্যের উপহার বহন করিয়া নরনারীর পরস্পরের মিলনের চারু সঙ্গিনী সখীরূপে সজ্জিতা হইয়া রহিয়াছেন। জলে স্থলে আকাশে আলোতে মেঘে নদীতে পুষ্পে বাতাসে, ভ্রমরে কোকিলে চারিদিকে যেন নরনারীর মিলনের একটি প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই চিৎস্বরূপ যেমন আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একদিকে নরনারীর সৃষ্টি করিয়াছেন, বহির্জগতেও তেমনি যেন প্রকৃতির নানা রূপের মধ্য দিয়া এই যৌনলীলা প্রকটিত করিয়া চলিয়াছেন। প্রকৃতির লীলায় মানুষ তার সখা ও সখী, মানুষের লীলায় প্রকৃতি মানুষের সখী। সমস্ত মেঘদূতের মধ্য দিয়া বিরহগামীকে উপলক্ষ্য করিয়া জগৎ যেন চেতনাময় হইয়া মিলনমধূৎসব সম্ভোগ করিতেছে। যক্ষের সত্য বিরহ কাল্পনিক মিলনে পূর্ণ হইতেছে। প্রকৃতি ও মনুষ্যের অন্তরালে তাহাদের কারণরূপে যে চিৎস্বরূপ রহিয়াছেন তিনি যেন এ আনন্দনান্দীর মধ্যে আপন বিজয়গান শুনিতেছেন,

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥"
আনন্দাদ্ধ্যেব ইমানি ভূতানি জায়ন্তে তেন জাতানি জীবন্তি—

সমস্ত মেঘদূত যেন এই মন্ত্রের রসভারমন্থরা ব্যাখ্যা।

সংসারে পাপ আছে, কলুষতা কদর্য্যতা আছে, পঙ্কিলতা আছে, বীভৎসতা আছে এবং তাহাই লইয়া সংসারের আপামরসাধারণের বাস্তবতার লৌকিক জগৎ, কিন্তু কালিদাস তাঁহার কোনও গ্রন্থে ইহার বর্ণনা করেন নাই। তাঁহার কাব্যে ভীষণাভোগরুক্ষ দণ্ডকারণ্যের কোনও স্থান নাই। পর্য্যস্তনেত্রপ্রকটিতদশন প্রেতরক্ষের বর্ণনায় কালিদাসের রুচি নাই। সৌন্দর্য্যের সাধক কালিদাসের সৃষ্টিতে যাহা-কিছু সুন্দর সুকুমার ও মনোহারী তাহাই স্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কালিদাস পড়িয়া উঠিলে মনে হয়

পৃথিবীতে কেবল আনন্দের কোলাকুলি চলিয়াছে, জগন্ময় যেন সৌন্দর্য্য ও সুষমার লীলা চলিয়াছে। কোথাও কোনও উদ্বেগ নাই, দুঃখ নাই, দ্বন্দ্ব নাই। কালিদাস যেখানে ভয়ের চিত্র আঁকিয়াছেন সেখানেও ভয়টি হইয়াছে গৌণ। ভয়ের মধ্য দিয়াও যেন ভয়কে আড়াল করিয়া একটী চারুতা আমাদের চিত্তকে হরণ করে, পলায়মান ভীত মৃগের ভয়টা তেমন দৃষ্টিগোচর হয় না যেমন দেখি তাহার গ্রীবাভঙ্গের অনুপম ঠাম, তাহার পশ্চার্দ্ধ প্রবিষ্ট পূর্ব্বকায়ের মধ্যে অনুপম গতিবৈচিত্র্য। যুদ্ধের চিত্র কালিদাস অনেক আঁকিয়াছেন, কিন্তু সেই যুদ্ধের শরনির্ঘোষের মধ্যে নিষ্ঠুরতার উদ্দামতা নাই, তাহার অন্তরালে যেন মৃদঙ্গের গুরুগম্ভীর নিনাদ শুনিতে পাই। মদনের মৃত্যুতে মৃত্যুযন্ত্রণার শোকচ্ছবি তেমন ফোটে নাই যেমন ফুটিয়াছে হরকোপানলের শুভ্রভস্মরাশি—রতিবিলাপের মধ্যে যে করুণ রস আছে তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া বিলাসিনীর বিলাসবিভ্রম আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে। "দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে। বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।" এরূপ অন্তর্গূঢ় গভীর পুটপাকপ্রতিকাশ মর্ম্মন্তুদ করুণ রস কালিদাস আঁকেন নাই।

যে সমস্ত ইয়োরোপীয় কবির কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায় যে, প্রকৃতিকে তাঁহারা মানুষ হইতে পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন, মাতা বন্ধু সুহৃদ্ প্রভৃতির ন্যায় প্রকৃতির সহিত একটা অন্তরঙ্গতা অনুভব করিয়া প্রকৃতির ধ্যান-রূপের সাহচর্য্যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আপন জড় দেহকে ভুলিয়া গিয়া অন্তরের উপলব্ধির মধ্যে যেন আপনার চিৎস্বরূপের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। কেহ কেহ বা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের উন্মাদনায় যেন মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ কেহ বা প্রকৃতির অন্তরালে যে বহিঃসত্তাকে অনুভব করিয়াছেন, নারীপ্রেমের মধ্য দিয়া সহজিয়া সাধনে সেই সত্তারই ব্যাপক রূপকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়া যেন অক্ষম হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন, I pant, I sink, I tremble, I expire! কেহ কেহ বা প্রকৃতির ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ কেহ ভীষণতার মধ্যেও তাঁর মহত্ব ঔদার্য্য ও দুর্জ্জেয়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সম্মুখে স্তুতিনম্রশিরে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কালিদাসের সহিত ইঁহাদের সকলের এইখানেই পার্থক্য, যে, তিনি প্রকৃতিকে স্বতন্ত্ররূপে, দ্বৈতরূপে মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দেখেন নাই। প্রকৃতির মধ্যে যাহা-কিছু সুন্দর ও মানুষের মধ্যে যাহা-কিছু সুন্দর উভয়কে একত্র সমাহিত করিয়া তিনি এক রসের ও সৌন্দর্য্যের লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা-কিছু সুন্দর, যাহা-কিছু মনোহর, যাহা-কিছু চারু তাহা ছাড়া কালিদাসের চক্ষুতে যেন আর কিছুরই সত্তা নাই। বিধাতার বিভুত্বকে তিরস্কৃত করিয়া কবি প্রজাপতির বৈভবে বিভবান্বিত হইয়া মানসী পরিকল্পনার

বলে সমস্ত সৌন্দর্য্যসামগ্রীকে একত্র সমাবেশ করিয়া প্রকৃতি ও মানুষের দ্বন্দ্ব দূর করিয়া এক মৃণালকোমলকান্তির মধ্যে উভয়ের রস সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি যে, কালিদাসের মতে এক চৈতন্যস্বরূপ জড় জগতের ও অন্তর্জগতের নানা বিভূতি রূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাসের কাব্যে এ তত্ত্বটী গৌণ, অন্বেষণসাপেক্ষ। রসমূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্যমূর্ত্তিতে উভয়কে এক বলিয়া উপলব্ধি করাতেই কালিদাসের কাব্যের সাফল্য। ইয়োরোপীয় কবিদের কাব্যে যেমন অনেক সময়ে তত্ত্বের খোঁচা রসের সাক্ষাৎকার অপেক্ষা প্রবল হইতে দেখা যায়, বস্তুধ্বনি যেমন অনেক সময়ে রসধ্বনিকে ছাড়াইয়া যায়, কালিদাসের কাব্যে তেমনটী হয় নাই। ইহাতে transfiguration নাই, হেঁয়ালি নাই, mysticism নাই, মুখর তত্ত্বোপদেশের বালাই নাই এবং সেইজন্য কালিদাসের মেঘদূত সম্বন্ধে কোন তত্ত্বালোচনা নিস্ফল। তত্ত্বের বীজটী এত ক্ষীণ আর তাহার উপর আঁশরহিত মধুর রসের পেশলতা এত প্রচুর যে, সে বীজটুকু হয়ত অনেক সময়ে আমাদের চোখেই পড়ে না, না পড়িলেও হয়ত ক্ষতি নাই। মেঘদূতের মাধুর্য্যে চিত্ত ভরিয়া উঠিয়া যখন এই দুঃখবহুল প্রাণিলোকের মধ্যে একটী মধুময় সৌন্দর্য্যলোক আবির্ভূত হইয়া তাহার মধ্যে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠে, সেই রসবোধের মধ্যেই মেঘদূতের যথার্থ সার্থকতা। সেই দৃষ্টিতে আমরা অনুভব করি 'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'।

কোনও বিখ্যাত সমালোচক বলিয়াছেন যে, কবির কাব্যের অনুবাদ করা সম্ভব নহে। যে পরিমাণে অনুবাদটি মূলকে অনুসরণ করে সেই পরিমাণে তাহাতে প্রতিভা-সৃষ্টির অভাব, আর যে পরিমাণে তাহা মূলকে অনুসরণ না করে সেই পরিমাণে তাহা অনুবাদ নহে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম সেইখানেই ঘটিতে পারে যেখানে কোন কবি মূলের কতকগুলি প্রধান ভাবকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার ভাষা ও ছন্দের অনুসারে একটি নূতন সৃষ্টির অবতারণা করেন, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ গীতাঞ্জলির ঠিক অনুবাদ বলা চলে না। তাহা ইংরেজী ভাষায় গীতাঞ্জলির উপাদানে একটী নবীন সৃষ্টি। কালিদাসের মেঘদূতের ন্যায় কাব্য লইয়া সেরূপ কৃতিত্ব এই যুগে যদি কেহ দেখাইতে পারেন, তবে সে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাহা যখন সম্ভব নহে তখন শুধু এইটুকুই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, অনুবাদটি মূলের সহিত পদে পদে সঙ্গতি রাখিয়াছে কি না ও মূলের ছন্দ-ঝঙ্কার তাঁহার কবিতায় কিছু কিছু ধরা পড়িয়াছে কি না। সংস্কৃত ভাষার হ্রস্বদীর্ঘের দোলার মধ্যে এমন একটা যাদুমন্ত্র আছে যাহার অনুরণন অন্য কোন ভাষায় ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না। মন্দাক্রান্তা ছন্দের মধ্যে এমন একটা মৃদুমন্থর ঠমক আছে

যাহা একদিকে গজেন্দ্রগামিনী যক্ষপ্রেয়সীকে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং অপর দিকে নানাস্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে কোন সময়ে পূর্ণ, কোন সময়ে রিক্ত, কোন সময়ে ধীর, কোন সময়ে দ্রুত, মেঘের গতিভঙ্গীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বাংলা ভাষার কবিতায় এই ছন্দের প্রতিবিম্ব যথার্থরূপে প্রতিফলিত করা যায় না। তথাপি বর্ত্তমান অনুবাদকের চেষ্টা অনেকস্থলেই একদিকে যেমন মূলের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াছে অপর দিকে তেমনি ছন্দের গতিভঙ্গীকে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অসাধ্যসাধন সম্ভব নহে, তবে যাহা হইয়াছে তাহাতেও বিদগ্ধ পাঠকেরা এই নববারিসিঞ্চনে অভিষিক্ত হইয়া আনন্দ অনুভব করিবেন। অনুবাদকের ভাষায় অধিকার আছে, ছন্দগ্রথনে নৈপুণ্য আছে, মূলের অনুবর্ত্তিতার দিকে জাগ্রত দৃষ্টি আছে, এবং মেঘদূতের অনুভবকে বাংলা ভাষায় ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা আছে। অনেকেই ইঁহার অনুবাদ পড়িয়া আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইবেন।

সিংহলীতে ও তিব্বতীতে মেঘদূতের অনুবাদ হইয়াছিল। মেঘদূতের অনুকরণে পবনদূত হংসদূত প্রভৃতি অনেক দূত রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের দৌত্য নিষ্ফল হইয়াছে। কালিদাস হয়ত খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের লোক ছিলেন, তাঁহার বাড়ী ছিল উজ্জয়িনীতে, কি বাংলায়, কি আর কোন স্থানে। গল্প-কথায় শুনি তিনি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একটী রত্ন ছিলেন। ঐতিহাসিক হয়ত বলেন একথা মিথ্যা। তাঁহার স্বভাব ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা সত্য কি মিথ্যা তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তাঁহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তাঁহার কাব্যসৃষ্টির সহিত তাঁহার জীবনের সম্পর্ক জানিবার জন্য সর্ব্বদাই কৌতূহল হয়, কিন্তু কালিদাস তাঁহার নিজের রসসৃষ্টির মধ্যে নিজকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন।

বাল্মীকির বরপুত্র কবিগুরু তুমি কালিদাস,
কত ভাব সুমধুর কত ছন্দে করেছ প্রকাশ।
কোথা তব ঘরবাড়ী কার পুত্র কিছু নাহি জানি,
কার মৌন ভালবাসা কণ্ঠে তব ফুটাইল বাণী ?
কার লাগি রচিয়াছ কবিতার অর্ঘ্য উপহার,
জোৎস্নারাতে মালা গেঁথে কার গলে দিতে ফুলহার ?
দীর্ঘদেহ, পক্ব কেশ, শুভ্রকান্তি, ছিল কি তোমার ?
কিরূপে পরিতে বেশ, পরিতে কি কাঁকন সোনার ?

কিছু নাহি জানি মোরা, তবু সদা জানিবারে চাই,
কত ছল গল্পমাঝে তাই তোমা খুঁজিয়া বেড়াই।
খেলিতে কি বন্ধুসনে ফুল্লমনে খেলা অনিবার ?
ঢালিতে কি মধুকণ্ঠে ঝরধার সঙ্গীত সুধার ?
রচিতে কবিতা যবে ভাবিতে কি অনিমেষ আঁখি,
আপনার কাব্যমাঝে আপনারে আবরণে ঢাকি ?
আছিলে কি কবি তুমি ব্রহ্মচারী তপস্বী পরম ?
অথবা কি দেখেছিলে ভোগমাঝে ভোগের চরম !
অসংযম রূপরাগে ভোগমাঝে কোন শান্তি নাই,
বহ্নিমাঝে ঘৃত দিলে বহ্নি শুধু বলে চাই চাই ;
ব্যথা পেয়ে পেয়েছিলে এ তথ্য কি জীবনে তোমার ?
অথবা নির্লিপ্ত ঋষি করেছিলে সত্যের প্রচার !
বিরহী যক্ষের মুখে যে-ব্যথাটি ফুটায়ে তুলেছ ?
আপন বেদনাগীতি সেথা কি গো আপনি গেয়েছ ?
মানুষের যত দুঃখ, যত প্রেম, যত ভালবাসা।
তব কাব্যকুঞ্জ ঘিরি করিয়াছে চিরন্তন বাসা।
পৃথিবীর যত মধু তিল তিল করিয়া সঞ্চয়,
আপনারে অনায়াসে তারি মাঝে করিয়াছ লয়।
মিথ্যাপথে ইতিহাস খুঁজে ফেরে তব পরিচয়,
আপন কাব্যের মাঝে আপনারে করেছ অক্ষয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

নিবেদন

সহৃদয় সাহিত্য-রসিকমাত্রেই জানেন, মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যজগতে এক অপূর্ব্বসৃষ্টি। অনুবাদে এই অখণ্ড খণ্ডকাব্যের রস-মাধুর্য্য ফুটাইবার প্রয়াস এ পর্য্যন্ত অনেক কৃতবিদ্য সাহিত্যিকই করিয়াছেন; ভবিষ্যতেও করিবেন—অনেক সাহিত্যরথী। ফলে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব গীতার যেরূপ সংস্করণ-বাহুল্য দেখা যায়, এই রস-তত্ত্ব মেঘদূতের ততটা না হউক, গণনায় বিশেষ কমও বলা যায় না। এরূপ প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে আমার মত পর্য্যুষিত-রুচি ক্ষুদ্র সংস্কৃতব্যবসায়ীর মেঘদূতের পদ্যানুবাদে হস্তক্ষেপ করা যে বর্ত্তমানযুগের আইনবিরুদ্ধ একটা অসমসাহসিকতার কাজ, তাহা আমি বেশ বুঝি; আরও বুঝি—মূলের রস, ভাব, রীতি ও ধ্বনি বজায় রাখিয়া, ভাষা হইতে ভাষান্তরে অনুবাদ করা আমার পক্ষে কতদূর কঠিন; তাই অনুবাদ করিবার প্রতি মুহূর্ত্ত মনে হইত, আমি যেন তাসের তাজমহল গড়িবারই ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছি। বিশেষতঃ বর্ত্তমানের এই ভাষা-বৈচিত্র্যময় বিবিধ ছন্দোবন্ধুর পদ্যসাহিত্যে আমার মত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের হাত দেওয়া, বামনের চাঁদে হাত-বাড়ানোরই অনুরূপ; তথাপি যে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার কারণ—"তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ।"

অনুবাদের প্রথম উদ্যমে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেরই নিকট উপদেশ পাইয়াছিলাম মন্দাক্রান্তা ছন্দে মেঘদূতের অনুবাদ করিতে। চেষ্টাও করিয়াছিলাম তাহাই, কিন্তু প্রথম শ্লোকটির অনুবাদ দাঁড়াইল এইরূপ—

> 'ভর্ত্তা-শাপে বিগত-মহিমা কাজ-ভুলা কোন যক্ষ
> বর্ষ-ব্যাপী বিরহ ভুগিতে চিত্রকূটাশ্রমেতে
> থাকে,—যাহার জনক-তনয়া-গাহনে পুণ্য বারি,
> স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুগণ যথা সর্ব্বদা শ্রান্তি-হারী॥"

অনুবাদটি কোনরূপে দাঁড় করাইলাম বটে, কিন্তু মনে স্বস্তি পাইলাম না। পড়িয়া নিজেই ভয় পাইলাম। আমার প্রিয়তম ছাত্র শ্রীমান্ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর মন্দাক্রান্তার এই প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন—মেঘদূতের পদ্যানুবাদ যদি সজীব করিতে হয়, তবে বৈষ্ণব মহাজনদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই যুক্তিসঙ্গত; সিদ্ধবাক্ বৈষ্ণব

মহাজনেরা যে-ভাষায় ও যে-ছন্দে মাথুর সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভাষা ও সেই ছন্দের সাহায্য না লইলে, মেঘদূতের বিপ্রলম্ভকে কখনই জীবন্ত করিতে পারা যায় না। বাস্তবিক শ্রীমানের কথাটি বড়ই যুক্তিপূর্ণ। আমি পূর্ব্ব সঙ্কল্প ছাড়িয়া বৈষ্ণব মহাজনদিগের চরণ-ধূলিই এই দুরূহপথযাত্রার সম্বল করিয়াছি। ফলে অনুবাদ যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমাকে মূল ছাড়িয়া অধিক দূরে পড়িতে হয় নাই, বা ছন্দের পরিধি পূর্ণ করিতে অনাবশ্যক কথার আমদানি করিয়া রসাস্বাদেরও বিশেষ ব্যাঘাত ঘটাইতে হয় নাই। অবশ্য, ছন্দের অনুরোধে দুই এক স্থানে একটু পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধনের আবশ্যক হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি উহা যথাসম্ভব সংযতভাবেই করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমি ভাষা-দরিদ্র; অর্থ-দরিদ্র—তার চেয়ে অনেক বেশী। আজ যে সাজ-সজ্জায় এই অনুবাদপুস্তিকাখানিকে পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, তাহার মূলে "বৃহৎ-সহায়ঃ কার্য্যান্তং ক্ষোদীয়ানপি গচ্ছতি"। সত্যই আমি সেরূপ বৃহৎ সহায় পাইয়াছি। শ্রীমান্ প্রবোধেন্দুর সহজসুন্দর প্রতিভা এবং তাঁহার বংশোচিত বদান্যতা আমার এই অনুবাদ-প্রকাশে মুখ্য সহায়। শ্রীমানের সুদৃঢ় হস্তের অবলম্বন না পাইলে আমি কখনই বিঘ্নসঙ্কুল এই দুর্গম পথে অগ্রসর হইতে পারিতাম না, বা সাহস করিতাম না। শ্রীমানের এই মহানুভবতায় ও রসনৈপুণ্যে আমি তাঁহার নিকট চির-ঋণগ্রস্ত। কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র অনুবাদের পাণ্ডু লিপিখানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়া এবং ইহার দু-একটি স্থানের বিকল্পতা সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছেন।

চিত্র-শিল্পি-সম্রাট্ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই গ্রন্থখানি পড়িয়া তাঁহার স্ব-চিত্রিত চিত্র-দানে আমাকে চির-অনুগৃহীত করিয়াছেন। মহাকবি ও মহাচিত্রশিল্পীর এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমতও পরে প্রদত্ত হইল।

রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ষড়্দর্শনের স্পর্শমণি বিদ্বদ্বর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থরচনায় অনেকেই আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমার সহকর্ম্মী সাহিত্য-সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাল, এম্-এ, শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, শ্রীযুক্ত কালীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বেদান্ততীর্থ, এম্-এ, শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, বি-এ এবং আমার অন্যতম প্রিয়-ছাত্র শ্রীমান হিমাংশুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, বি-এ—ইঁহাদিগের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এইবার আমার কালিদাস-সাহিত্যে প্রথম পথ-প্রদর্শক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নাম আমি সসম্ভ্রমে উল্লেখ করিতেছি। তিনি এই অনুবাদের দু-একটি ত্রুটি দেখাইয়া দিয়া আমার উপর যে শিষ্য-বাৎসল্যের পরিচয় দিয়াছেন, সে জন্য আমি তাঁহার নিকট চির-নত।

সর্ব্বশেষে সুপ্রসিদ্ধ 'প্রবাসী'পত্রিকার সুযোগ্য সহকারী পরিচালক সুরসিক-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি, এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্যে তিনি আমাকে আশাতীত সাহায্যদানে চিরবাধিত করিয়াছেন। এক্ষণে মুদ্রিত গ্রন্থখানি সুধীসমাজের উদ্বেজক না হইলেই পরিশ্রম সফল মনে করিব, কারণ '**আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্**' **ইত্যলম্**।

গ্রন্থকার

শিল্পী—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে

যক্ষ নবীন কুটজফুলের অর্ঘ্য লইয়া করে,
করিল স্বাগত-সম্ভাষ তারে স্নিগ্ধ প্রীতির স্বরে ॥৪॥ পূর্ব্বমেঘ

উৎসর্গঃ

ধরিত্রী-চিত্তপদ্মস্থ মুদ্রামোচন-কারিণে
রবয়ে কুসুমাম্নায়ং মেঘদূতাঞ্জলির্নমঃ
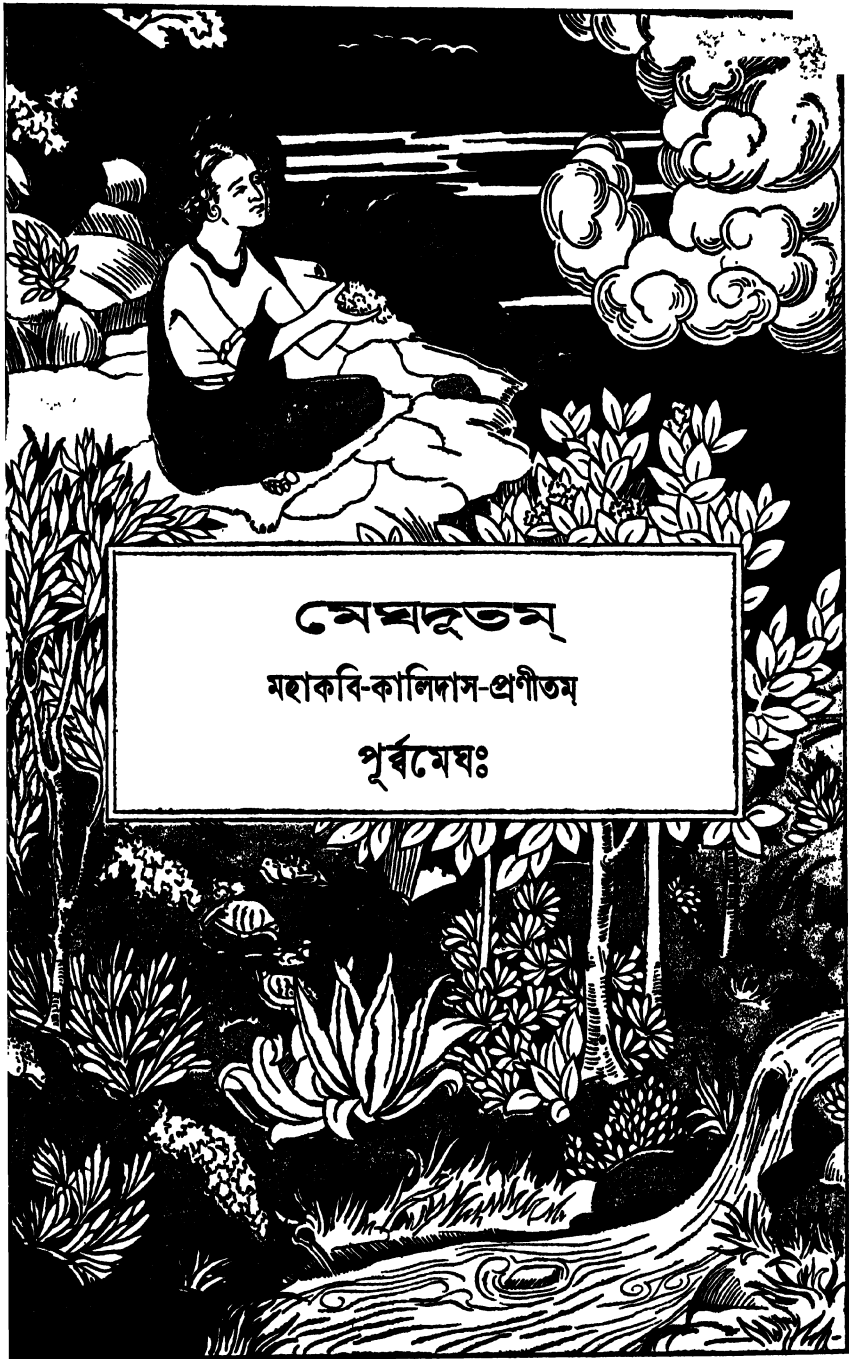
মেঘদূতম্
মহাকবি-কালিদাস-প্রণীতম্
পূর্ব্বমেঘঃ
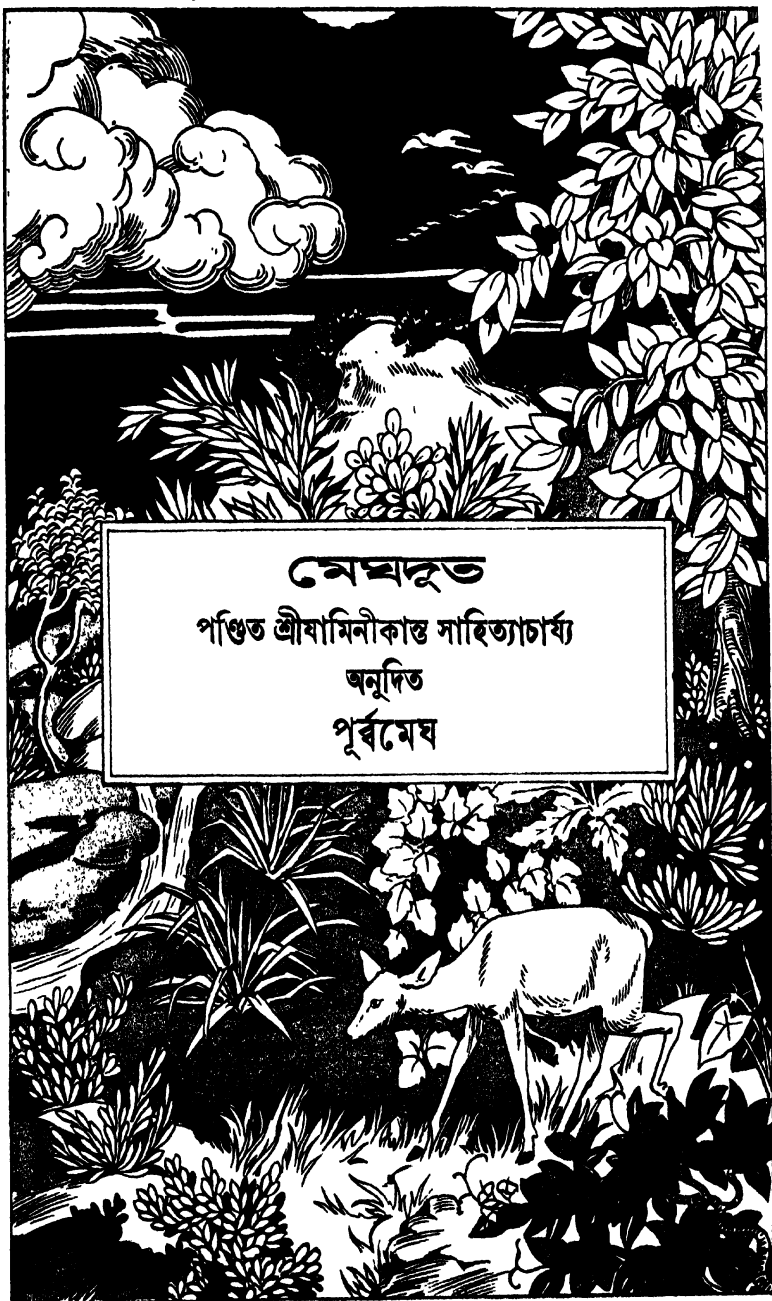
মেঘদূত
পণ্ডিত শ্রীযামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য
অনুদিত
পূর্ব্বমেঘ

মেঘদূত

কশ্চিৎ কান্তা-বিরহ-গুরুণা স্বাধিকার-প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্ত্তুঃ
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া-স্নান-পুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু ॥১॥

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলা-বিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্ত-প্রকোষ্ঠঃ
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥২॥

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো-
রন্তর্ব্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥৩॥

আপন কর্ম্মে উদাসীন কোন যক্ষ, প্রভুর শাপে
বরষের তরে মহিমা হারায়ে কান্তা-বিরহ-তাপে
আশ্রয় নিলা রামগিরি-শিরে, পুণ্য যাহার জল—
জানকীর স্নানে, স্নিগ্ধ-শীতল ছায়া-পাদপের তল ॥১॥

প্রিয়ার বিরহে কনকবলয়-ভ্রংশ-রিক্ত-কর,
কতিপয় মাস বিরহী যক্ষ রহিলা গিরির পর ;
আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে দেখিলা সানুর গায়
নব-জলধর, বপ্র-ক্রীড়ায় মত্ত গজের প্রায় ॥২॥

বাসনা-দীপক সে মেঘ সমুখে দুঃখে দাঁড়াল যক্ষ,
দীরঘ সময় কি জানি ভাবিল বাষ্প-পূরিত-বক্ষ ;
মেঘ-দরশন সুখীরো পরাণ করে ব্যাকুলতাময়,
কি বলিব তার, প্রিয়া দূরে যার কণ্ঠ ছাড়িয়া রয় ॥৩॥
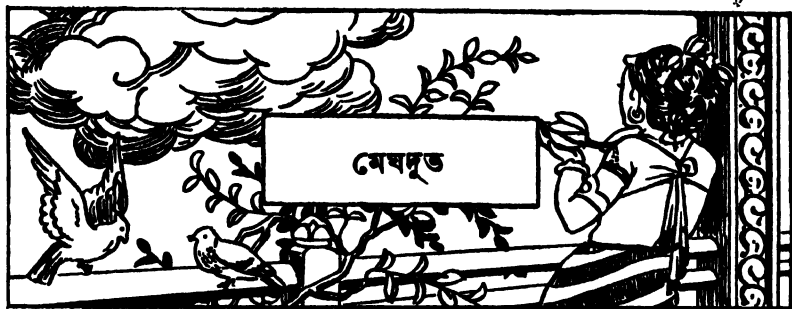
প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতা-জীবিতা-লম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥৪॥

ধুম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ক মেঘঃ,
সন্দেশার্থাঃ ক্ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্ত্তা হি প্রকৃতি-কৃপণা শ্চেতনাচেতনেষু ॥৫

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা ॥৬॥

নিকটে শ্রাবণ দেখিয়া তখন রাখিতে প্রিয়ার প্রাণ,
জলদের মুখে আপন কুশল-বার্ত্তা করিতে দান,
যক্ষ নবীন কুটজ ফুলের অর্ঘ্য লইয়া করে
করিল স্বাগত-সম্ভাষ তারে স্নিগ্ধ-প্রীতির স্বরে ॥৪॥

কোথা মেঘ, জল-অনিল-অনল-ধূম-সমষ্টি-সার !
কোথা বা চেতন জীবের যোগ্য বার্ত্তা-বহনভার !
মোহপরবশ পাশরি সে সব যক্ষ জলদে যাচে ;
সচেতন কিবা অচেতন কিছু কামাতুর নাহি বাছে ॥৫॥

"জানি গো তোমারে, তুমি কামরূপী, বাসব-সচিববর,
বিশ্ববিদিত পুষ্করাদির বংশের শোভাকর ;
হয়েছি তোমার অর্থী, দৈবে প্রিয়ার বিরহ পেয়ে,
মহতের কাছে বিফলতা ভাল, অধমের দেওয়া চেয়ে ॥৬॥

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ ! প্রিয়ায়া
সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা ॥৭॥

ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ॥৮॥

মন্দং মন্দং নুদতিপবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥৯॥
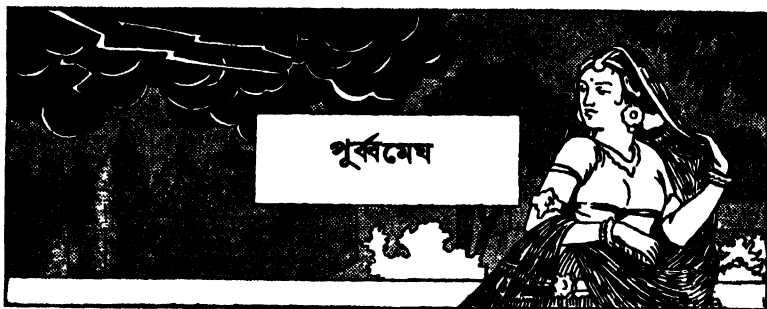
তাপিত যে জন, ওহে নবঘন ! তুমি ত শরণ তার,
কুবেরের কোপে প্রিয়া-হারা মোর লও গো বারতা-ভার ;
যেতে হবে তব যক্ষপতির বাসভূমি অলকায়,—
সিত গৃহ যার—উপবনবাসি-হরশির-চাঁদিমায় ॥৭॥

তুমি গো উঠিলে আকাশের কোলে, আসিবে ভাবিয়া কান্ত,
চাহিয়া থাকিবে পথিকবধূরা তুলিয়া অলক-প্রান্ত ;
কে আছে এমন, আমার মতন পরাধীন যে গো নয়,
তোমার উদয়ে বিরহ-বিধুরা প্রিয়ারে ছাড়িয়া রয় ॥৮॥

অনুকূল বায় যখন তোমায় ধীরে ধীরে লয়ে যায়,
বাম পাশে থাকি মত্ত চাতক সুমধুর সুরে গায়,
গর্ভাধানের উৎসব-রসে আকাশে মালিকা গাঁথি,
সত্যই তোমা আঁখি-বিনোদন ! সেবিবে বলাকা-পাঁতি ॥৯॥
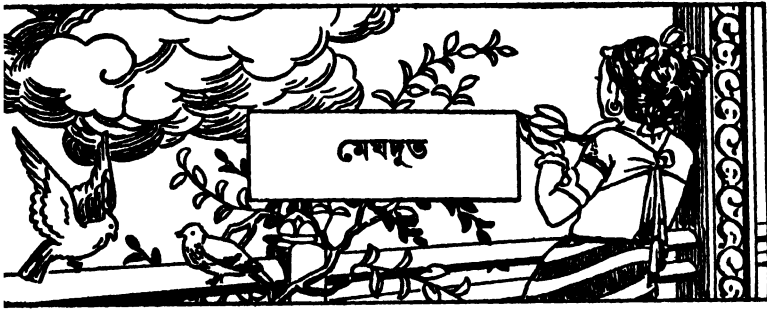
তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী—
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ।।১০।।

কর্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জিতং মানসোৎকাঃ
আ কৈলাসাদ্ বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ
সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ।।১১।।

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং
বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য
স্নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্ ।।১২।।

নির্ব্বাধে গিয়া দেখিবে নিচিত, একে একে দিন গণি
ভ্রাতার ঘরণী রয়েছে বাঁচিয়া সাধ্বীর শিরোমণি ,
প্রেমিকার প্রাণ কুসুমসমান সদ্য ঝরিতে চায়,
বিরহে, প্রায়শঃ আশার বাঁধন বাঁধিয়া রাখে গো তায় ॥১০।

কন্দলী সৃজি বন্ধ্যার দোষ ধরণীর যে গো নাশে,
শ্রুতি-বিমোহন সেই গরজন শুনিয়া মানস-আশে,
কৈলাস-গিরি অবধি রহিবে তোমার সঙ্গী হয়ে,—
অম্বরে কলহংস মৃণাল-খণ্ড পাথেয় ল'য়ে ॥১১॥

বক্ষে আঁকড়ি বিদায় লহ এ বন্ধু-গিরির কাছে,
মেখলাতে যার বন্দ্য সবার রাম-পদ আঁকা আছে ;
প্রতি বরষায় পাইয়া তোমায় দীর্ঘ বিরহ পরে
উষ্ণ বাষ্প ইহার গভীর প্রণয় প্রকাশ করে ॥১২॥

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ ! শ্রোষ্যসি শ্রোত্র-পেয়ম্
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাং চোপযুজ্য ॥১৩॥

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংস্বিদিত্যুন্মুখীভি-
র্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্ ॥১৪॥

রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাদ্
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ ॥১৫॥
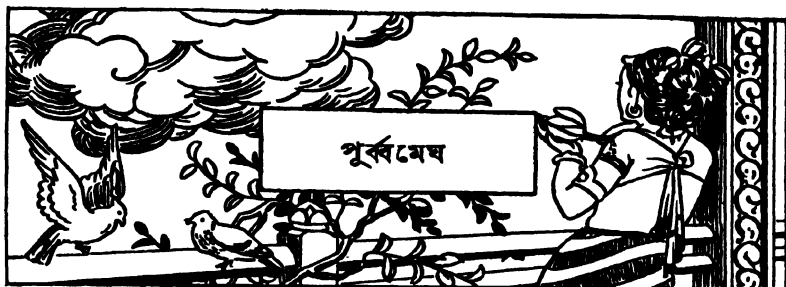
আগে শুন পথ, জলদ ! তোমার গমনের অনুকূল,
পরে শুনো' মোর বার্ত্তা শ্রুতির অমিয়ের সমতুল ;
চলিতে চলিতে ক্লান্তি আসিলে গিরিতে গিরিতে র'য়ো,
তৃষা-কৃশ হ'লে ঝরণার লঘু সলিল সেবিয়া ল'য়ো ॥১৩॥

ঝড়ে কি উড়াল পাহাড়ের চূড়া !—ভয়ে তুলি মুখখানি,
গতি-বেগ তব দেখিবে চকিতে মুগ্ধ সিদ্ধ-রাণী ;
উঠ গো আকাশে সরস নিচুলে পূর্ণ এ' ঠাঁই হ'তে,
দিঙ্‌নাগেদের স্থূলকর-পাত ব্যর্থ করিও পথে ॥১৪॥

ফুটেছে অদূরে বল্মীক-চূড়ে সুরধনু আঁখি-লোভা,
এক সনে যেন রয়েছে মিশিয়া নানা রতনের শোভা ;
পরশে উহার—জলদ ! তোমার শ্যাম কলেবর তবে
শিরে-শিখিপাখা, রাখালিয়া-বেশ বিষ্ণুর শোভা লবে ॥১৫॥
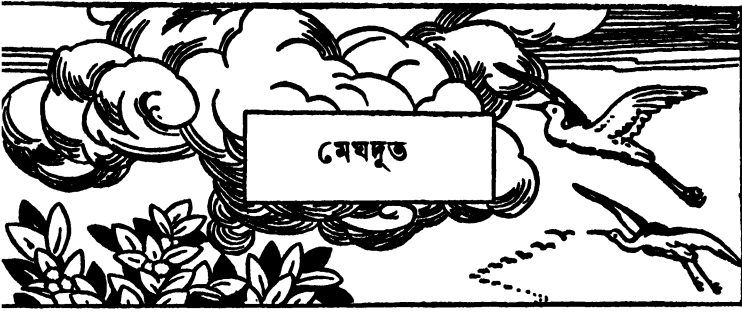
ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূ-বিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ
সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ ব্রজলঘুগতিভূর্য় এবোত্তরেণ ॥১৬॥

ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্দ্ধ্না
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ
ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়
প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিংপুনর্যস্তথোচ্চৈঃ- ॥১৭॥

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ-
স্তয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে
নূনং যাস্যত্যমরমিথুন-প্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ ॥১৮॥
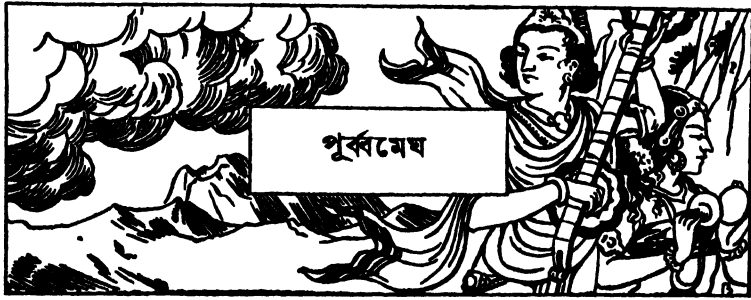
কৃষি-ফলে ভাবি পল্লী-বধূরা তোমার দয়ার দান,
ভ্রূ-লীলা-বিহীন স্নিগ্ধ নয়নে তোমারে করিবে পান,
সদ্য হলের কর্ষণ-বাসে সুবাসিত মাল-ভূমি
করি আরোহণ কিছু ত্বরা যেয়ো উত্তরে পুন তুমি ॥১৬॥

ঘন-বরষণে নিভায়েছ যার বনানীর দাব-কূট,
শ্রান্ত পথিক ! তোমারে ধরিবে শিরে সে 'আম্রকূট' ;
ক্ষুদ্রও কৃত-উপকার স্মরি করে না তাহারে তুচ্ছ—
আশ্রয় তরে মিত্র আসিলে, গিরি ত' মহান্ উচ্চ ॥১৭॥

পরিণতফল বন্য রসাল ছেয়েছে প্রান্ত-ভূমি,
উঠ যদি তার চূড়ায় স্নিগ্ধ বেণীর বরণ তুমি,
অমর-মিথুন দেখিয়া মানিবে যেন ঐ গিরিবর
মধ্যে শ্যামল, পাণ্ডুরশেষ পৃথিবীর পয়োধর ॥১৮॥

স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তং
তোয়োৎসর্গদ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥১৯॥

তস্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টি-
র্জম্বুকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ
অন্তঃসারং ঘন ! তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্ব্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥২০

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈ-
রাবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্
জগ্ধারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাদায় চোর্ব্ব্যাঃ
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্ ॥২১॥
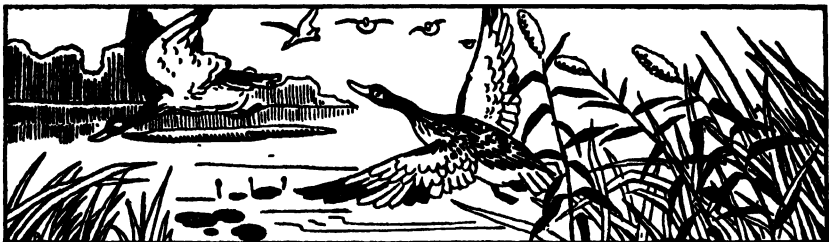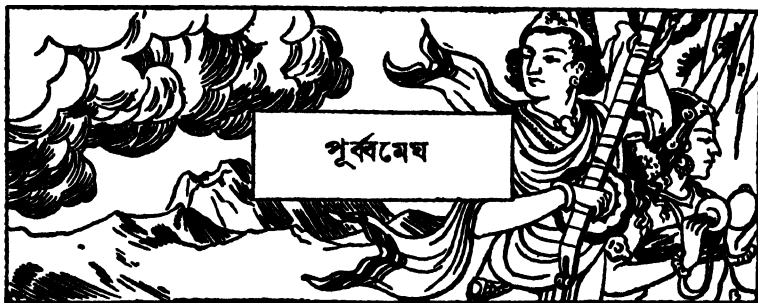
থাকি ক্ষণ সেথা শবর-বধূর মঞ্জু বিহার-কুঞ্জে,
ত্বরিত গমনে যেয়ো বাকি পথ ঢালিয়া সলিল-পুঞ্জে ;
দেখিতে পাইবে উপল-বিষম বিন্ধ্য-গিরির পায়,
শীর্ণ রেবায়—দ্বিরদ-অঙ্গে বর্ণ-রচনা প্রায় ॥১৯॥

জম্বুর বনে ভগ্ন-প্রবাহ, কুঞ্জর-মদে তিক্ত,
সুরভি সলিল লয়ে যেয়ো তার বরষণে হ'লে রিক্ত ;
সারবান্ হ'লে জিনিতে তোমায় বায়ু হবে বলহীন,
পূর্ণ-ই শুধু গৌরব পায়, লঘুতা লভয়ে দীন ॥২০॥

আধ-বিকসিত, হরিত-হিরণ নীপের দরশ পেয়ে,
সলিল-শিয়রে নবমুকুলিত কন্দলী-দল খেয়ে,
কাননে কাননে ধরণীর নব সুরভি গন্ধ বহি,
তোমার বরষণ-পথ হরিণেরা দিবে কহি ॥২১॥
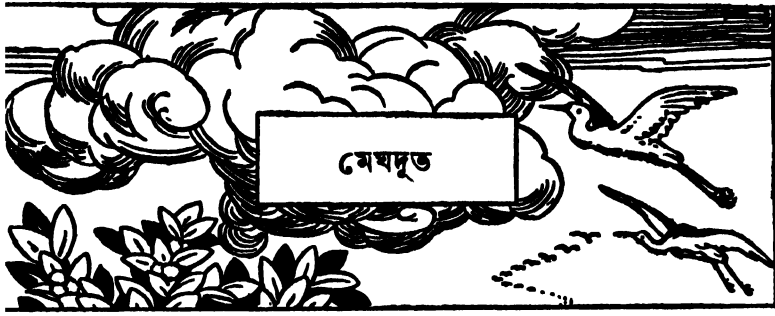
অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্ বীক্ষমাণাঃ
শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দ্দিশন্তো বলাকাঃ
ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ
সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরী-সম্ভ্রমালিঙ্গতানি ।।২২।।

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে! মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ
কালক্ষেপং ককুভ-সুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্‌যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ।।২৩।।

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ-
র্নীড়ারম্ভে গৃহবলিভুজামাকুলা গ্রামচৈত্যাঃ
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বূবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ।।২৪।।

এক দুই করি বলাকা-পাঁতির শেষ না হইতে গণা,
দেখিতে থাকিলে কেমনে চাতক পান করে জল কণা,
গরজিও তুমি—বাখানিবে তোমা সিদ্ধ তরুণ-গণ
লভিয়া প্রিয়ার ভয়-কম্পিত হৃদয়ের পরশন ॥২২॥

মনে হয়—মোর প্রিয়ার লাগিয়া ত্বরিতে যখন যাবে,
কুটজ-সুরভি গিরিতে গিরিতে গমনের বাধা পাবে ;
ময়ুর-মিথুন সজলনয়নে কেকার স্বাগত ধরি,
বন্ধু ! করিলে বরণ, ত্বরিতে যাইবে কেমন করি ॥২৩॥

তোমার আগমে কাকের কুলায়ে 'চৈত্য' আকুল রবে,
কেতকী-বিকাশে উপবন-বৃতি পাণ্ডুর আভা লবে,
পরিণত ফলে শ্যামল বরণ ধরিবে জম্বু-বন,
রবে কিছুদিন হেন দশার্ণে সঙ্গী মরালগণ ॥২৪॥
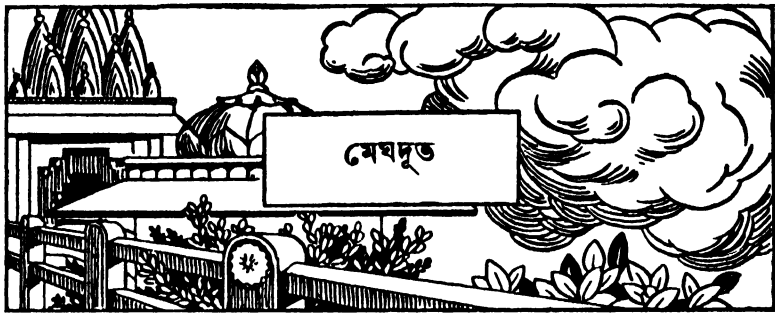
তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা
তীরোপান্তস্তনিত-সুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
স-ভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্ম্মি ।।২৫।।

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতো
স্ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ
যঃ পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদ্‌গারিভির্নাগরাণাম্
উদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি ।।২৬।।

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজাতানি সিঞ্চ-
ন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজা ক্লান্তকর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্ ।।২৭।।
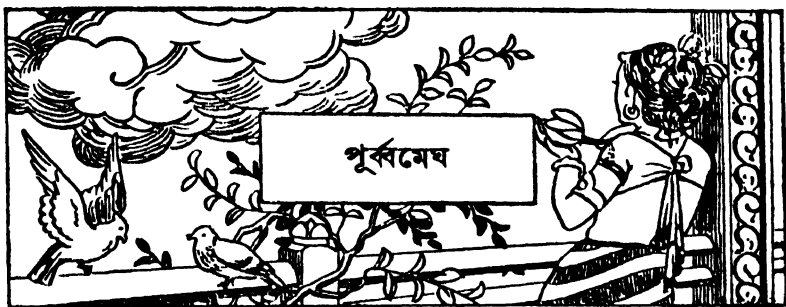
ভুবন-বিদিত রাজধানী তার 'বিদিশায়' যেয়ো বঁধু,
সদ্য সেথায় অবিকল রতিবিলাসের পাবে মধু।
স্তনিয়া মধুরে 'বেত্রবতী'র সুস্বাদু, নিরমল,
ভ্রূকুটি-কুটিল মু'খানির মত চুমিয়ো লহরী-জল ॥২৫॥

বিশ্রাম তরে 'নীচৈ'শিখরে ক'রো বাস নবঘন !
পুষ্পিত নীপ দিবে তারে তব পরশের শিহরণ ;
বারবনিতার রতি-পরিমলে সুরভিত গুহা যার,
প্রচারে নাগর-যুবার প্রখর যৌবন-সমাচার ॥২৬॥

বিশ্রমি সেথা, বন-তটিনীর উপবন-যূথী-গণে
সিঞ্চিয়া চ'লে যেয়ো, জলধর ! নব নব জল-কণে ;
কর্ণ-কমল ক্লান্ত হইলে মুছিয়া কপোলজল,
ছায়া দিয়ো, ক্ষণ দেখাবে মুখানি পুষ্পলাবীর দল ॥২৭॥

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্ব্বঞ্চিতোঽসি ॥২৮॥

বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্ত্তনাভেঃ
নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য
স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু ॥২৯॥

বেণীভুতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ ॥৩০॥
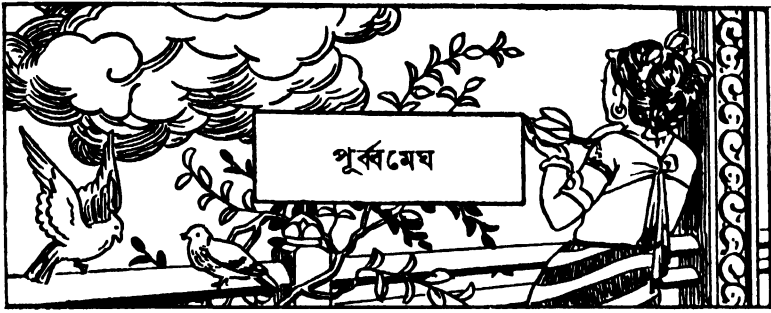
যদিও ও পথে উত্তরে যেতে পথ কিছু বাঁকা হবে
তবু উজয়িনী-সৌধ-ক্রোড়ের পরিচয় তুমি লবে ;
তথায় চপলাচমকে চকিত পৌররমণী-দৃষ্টি
যদি গো নিরখি না হইবে সুখী—বৃথাই তোমার সৃষ্টি ॥২৮॥

ঊর্ম্মি-আঘাতে মুখর-মরাল-মালিকা মেখলা যার,
দরশয়ে নাভি সলিল-ভ্রমির, স্খলিত গমন-ভার,
হ'য়ো সেই 'নির্ব্বিন্ধ্যার', বঁধু! পথে নব-রস-সঙ্গী,
নারীর প্রথম প্রণয়-বচন পুরুষে বিলাস-ভঙ্গি ॥২৯॥

তট-তরু-ঝরা, পলিত পাতায় পাণ্ডুর দেহ-ছায়,
তনু জলধারা ধরিয়াছে যার বিরহবেণীর কায়,
সুভগ! তোমার ভাগ্য প্রকাশে বিরহিণী সেই সিন্ধু ;
ক'রো তুমি তার তনুতা-নাশের বিধান বিতরি বিন্দু ॥৩০॥
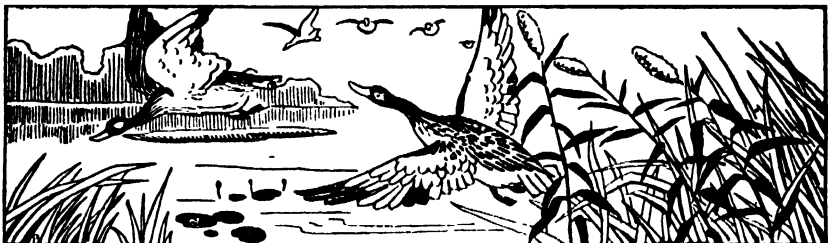
প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রী-বিশালাং বিশালাম্
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্ ॥৩১॥

দীর্ঘীকুর্ব্বন্ পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ ॥৩২॥

জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ-
র্ব্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ
হর্ম্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথা
লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু ॥৩৩॥
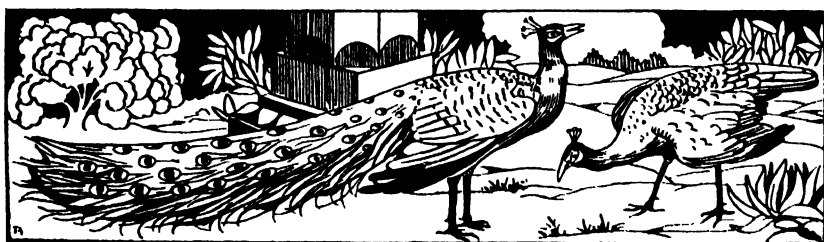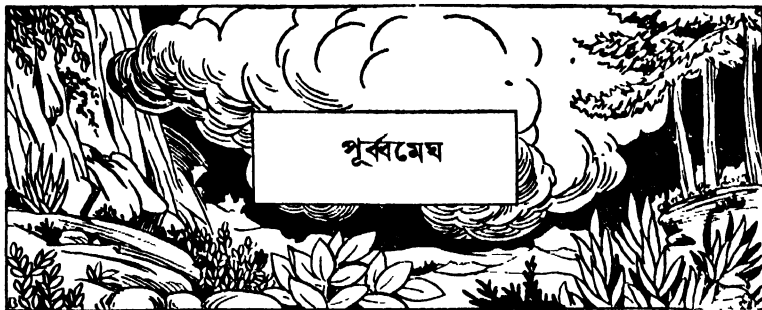
লভি 'অবন্তী', বৃদ্ধেরা যার উদয়ন-কথা জানে,
চ'লে যেয়ো সেই শোভায় বিশাল 'বিশালা' নগরী-পানে ;
পুণ্যের ক্ষয়ে ধরাগামীদের বাকি সুকৃতির ফলে—
আনীত এ যেন অমরার কোন খণ্ড ধরণীতলে ॥৩১॥

প্রত্যূষে সেথা বিকচ-কমল-সৌরভ মাখি অঙ্গে,
সারসদিগের পটু মদ-কল কূজন বিথারি রঙ্গে,
'শিপ্রা'পবন সুরত-পিয়াসী, চাটুকারী প্রিয়-প্রায়—
রমণীর রতি-শ্রান্তি হরিছে সরসে পরশি গায় ॥৩২॥

উপচিয়ো তনু জাল-বিগলিত কেশ-প্রসাধন-ধূপে,
ভবন-শিখীরা প্রীতি-উপহার আনিবে নৃত্যরূপে,
কুসুমে বাসিত, সুন্দরী-পদ-যাবকে রচিত-কান্তি—
সৌধের শোভা নিরখি তাহার, নাশিয়ো পথের শ্রান্তি ॥৩৩॥

ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যা-
স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ॥৩৪॥

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ
কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া-
মামন্দ্রাণাংফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাং ॥৩৫॥

পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরসনাস্তত্র লীলাবধূতৈ-
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ
বেশ্যাস্ত্বত্তো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূ-
নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥৩৬॥
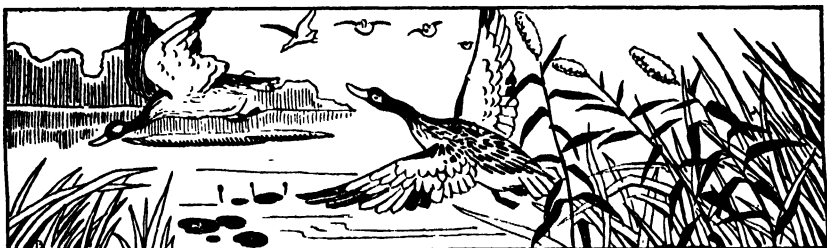
ত্রিভুবন-গুরু চণ্ডী-পতির পুণ্য পুরীতে যাবে,
প্রভুর কণ্ঠবরণ বলিয়া সাদরে গণেরা চা'বে,
উপবন যার কমল-গন্ধী 'গন্ধবতীর' বায়
কাঁপায় যুবতি-সলিল-বিহার-চূর্ণ মাখিয়া গায় ॥৩৪

অন্য সময়ে যাও যদি তুমি মহাকাল-পীঠ-তলে,
রহিয়ো তথায় যাবৎ সূর্য্য না যায় অস্তাচলে ;
সেথা ত্রিশূলীর সান্ধ্য বলির শ্লাঘ্য পটহ্ হ'য়ো,
ঘনগম্ভীর গরজের তব অবিকল ফল ল'য়ো ॥৩৫॥

লীলা-দোলায়িত রত্নচামরে তথায় ক্লান্তকর,
চলন-ছন্দে রণিত-রসনা বেশিনীরা জলধর !
লভি' নখলেখা-জুড়ান তোমার নবীন-শীকর-বৃষ্টি,—
হানিবে তোমায় মধুকর-মালা-দীঘল তেরছ-দৃষ্টি ॥৩৬॥
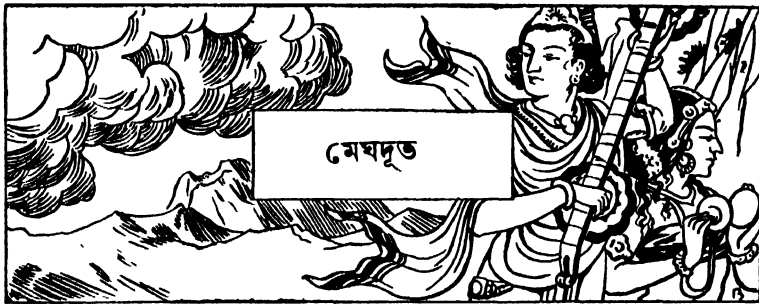
পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥৩৭॥

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্ব্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ॥৩৮॥

তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং
নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ
দৃষ্টে সূর্য্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ ॥৩৯॥

পরে নব-জবা-কুসুম-বরণ সান্ধ্য কিরণ ধরি,
তাণ্ডবে রহি মণ্ডলাকারে উন্নত-ভুজোপরি,
হরিয়ো হরের শোণিত-সিক্ত গজাজিনে অনুরক্তি,—
অভয়-নিথর নয়নে তোমার ভবানী হেরিবে ভক্তি ॥৩৭॥

সেথায় নিশিতে প্রিয়-অভিসারে তরুণীরা যাবে যবে,
সূচি বেঁধা যায় হেন ঘন তম রাজপথ ঢেকে রবে,
দেখায়ো সরণি বিজলী-ঝলকে নিকষে কনক-প্রায়—
বড় ভীরু তারা, হ'য়ো না মুখর গরজন বরষায় ॥৩৮॥

দীরঘ বিলাসে খিন্ন হইলে তোমার চপলা-প্রিয়া,
কপোত-কপোতী ঘুমায় এমন সৌধ-শিখরে গিয়া,
সেই রাতিটুকু যাপিয়া সেথায়, বাকি পথ যেয়ো প্রাতে,
অলসতা কেহ করে না লইয়া সুহৃদের কাজ হাতে ॥৩৯॥

তস্মিন্ কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং
শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম´ ভানোস্ত্যজাশু
প্রালেয়াস্রং কমলবদনাৎ সোঽপি হর্ত্তুং নলিন্যাঃ
প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ ॥৪০॥

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্য্যা-
ন্মোঘী-কর্ত্তুং চটুলশফরোদ্বর্ত্তনপ্রেক্ষিতানি ॥৪১॥

তস্যাঃ কিঞ্চিৎকরধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বং
প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ ॥৪২॥
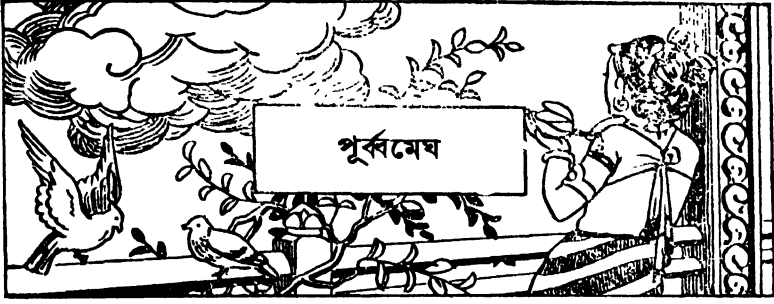
ছেড়ে দিয়ো পথ তপনেরে, যবে প্রভাতে প্রণয়ি-দল
মুছাতে আসিবে খণ্ডিতাদের বেদনার আঁখি-জল ;
সেও নলিনীর কমল-মুখের শিশিরের আঁখি-লোর
মুছাতে আসিলে রোধো যদি কর, অসূয়া করিবে ঘোর ॥৪০।

হৃদয়ের মত স্বচ্ছ সলিল 'গম্ভীরা' তটিনীর ;
সহজ-সুভগ ছায়াতনু তব প্রবেশিবে সেই নীর,
চটুল-শফরী-নৃত্যে তাহার কুমুদ-বিশদ-দৃষ্টি—
করিয়ো না তুমি নিষ্ফল বঁধু করিয়া চাতুরী-সৃষ্টি ॥৪১॥

তটের বেতসে মনে হয়, যেন রাখিয়াছে করে ধরি,
সৈকত-কটি-খসা তার নীল সলিল-বসন হরি,
রসেতে রসিয়া, বন্ধু ! তোমার গমন কঠিন হবে,
বিবৃতজঘনা রসিকায় কোন্ রসিক উদাসী কবে ? ॥৪২॥
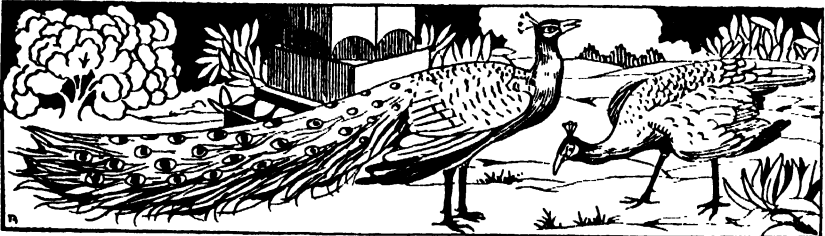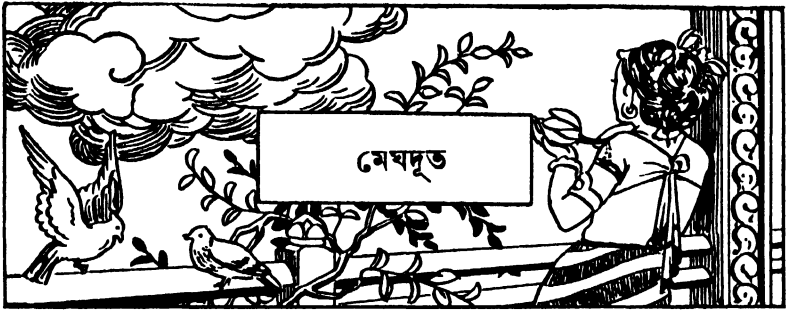
ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ
স্রোতোরন্ধ্রধ্বনিতসুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ
নীচৈর্বাস্যত্যুপজিগমিষোর্দেবপূর্ব্বং গিরিং তে
শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্ ॥৪৩॥

তত্র স্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা
পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ
রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমুনা-
মত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ ॥৪৪॥

জ্যোতলেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্রপ্রেম্না কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি
ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তং ময়ূরং
পশ্চাদদ্রিগ্রহণগুরুভির্গর্জ্জিতৈর্নর্ত্তয়েথাঃ ॥৪৫॥
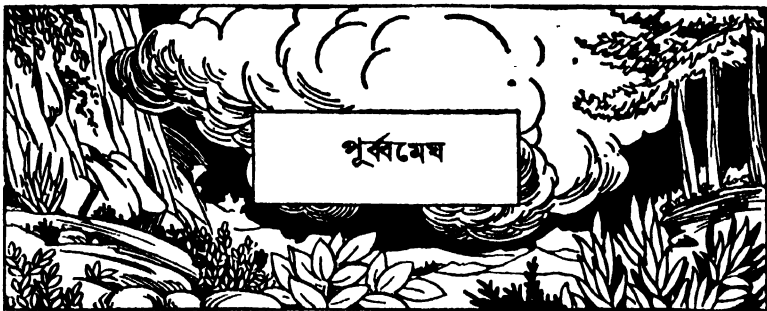
তব বরষণে পুষ্ট ধরার সৌরভে মধু-গন্ধ,
দ্বিরদেরা তাই পান করে যারে মুখরি' নাসিকা মন্দ ;
বনডুমুরের পরিণতিকর সেই শীত সমীরণ,
'দেবগিরি'-পথে বীজনিবে তোমা মৃদুমৃদু অনুখণ ॥৪৩॥

তথায় নিত্য-নিবাসী কুমারে ফুলমেঘরূপ ধরি,
ক'রো অভিষেক সুরধুনীপূত কুসুম বরষা করি ;
বাসব-বাহিনী-রক্ষার লাগি করিলা সংস্থাপন,
পাবকের মুখে সূর্য্য-বিজয়ী ঐ তেজ ত্রিলোচন ॥৪৪॥

ভবানী যাহার পতিত পুচ্ছ চিত্রিত বহু বর্ণে,
তনয়ের স্নেহে কুবলয়-দল ছাড়িয়া পরেন কর্ণে ;
হর-শশিকরে সিত-আঁখি সেই কুমারের শিখিবরে—
গিরি-গায়ে লাগি গম্ভীরতর গরজে নাচায়ো পরে ॥৪৫॥
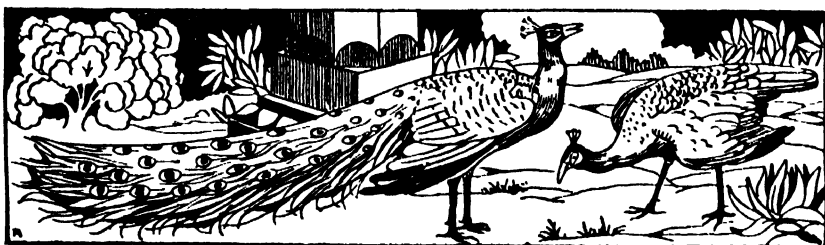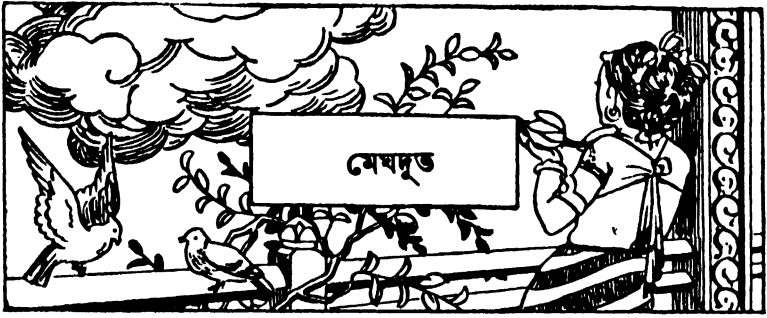
আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জ্জলকণভয়াদ্বীণিভির্ম্মুক্তমার্গঃ
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতোমূর্ত্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিম্ ।।৪৬।।

ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে:শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে
তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্জ্য দৃষ্টী-
রেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্ ।।৪৭।।

তামুত্তীর্য্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং
পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরি বিলসৎকৃষ্ণসারপ্রভাণাম্
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্ব্বন্ দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্ ।।৪৮।।
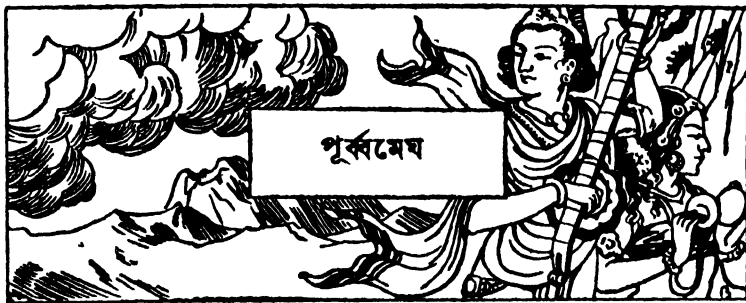
দেব ষড়াননে করি আরাধন পথে আগুয়ান হবে,
জলকণ-ভয়ে সিদ্ধ-মিথুন বীণা ল'য়ে দূরে রবে ;
"রন্তিদেবের' 'গোমেধ' যাগের নির্ম্মল যশোরাশি—
নদী হ'য়ে বহে ভূতলে, তাহারে নমিতে নামিয়ো আসি ॥৪৬॥

যদিও সে নদী বিপুল-সলিলা—তবু দূরতায় ক্ষীণ,
তুমি যদি তায় হও শ্যাম-কায় ! সলিল-সেবনে লীন ;
গগন-চারীরা আনত নয়নে হেরিবে ধারাটি তার—
যেন মাঝে-গাঁথা-মহানীলমণি ধরণীর মতিহার ॥৪৭॥

উতরিয়া তায়, দশপুর-বধূ-নয়নের উপহার—
হ'য়ে চলে যেয়ো, জানে সেই আঁখি ভঙ্গিমা ভ্রূ-লতার ;
পলক তুলিলে উছলিয়া উঠে তাহার শ্যামল ভাতি,
ক্রীড়ার কুন্দপশ্চাতে ছুটে যেন সে মধুপ-পাঁতি ॥৪৮॥
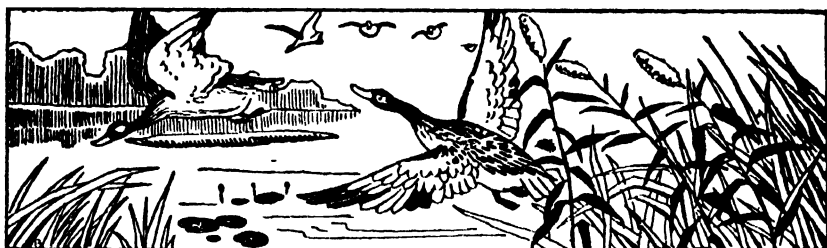
ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ভজেথাঃ
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি ।।৪৯।।

হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাং
বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে
কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য সারস্বতীনা-
মন্তঃশুদ্ধস্ত্বমপি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ।।৫০।।

তস্মাদ্‌গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপঙ্‌ক্তিম্
গৌরীবক্ত্‌্রভ্রুকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্ম্মিহস্তা ।।৫১।।

ছায়ায় ছুঁইয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত যাইবে কুরু-ক্ষেত্র,
ক্ষত্রিয়গণ-সমর-চিহ্নে ভরিয়া উঠিবে নেত্র ;
গাণ্ডীবী সেথা নৃপগণ-মুখে হানিলা তীক্ষ্ণ তীর,—
হান তুমি যথা কমলে, জলদ ! তোমার বরষা-নীর ॥৪৯॥

রেবতী-নয়ন-চুম্বনে স্বাদু 'হালা' করি পরিহার,
বান্ধব-প্রেমে রণ ছাড়ি হলী সেবিলা সলিল যার ;
সুন্দর ! সেই সরস্বতীর সলিল করিয়া পান,
বরণেই শুধু কৃষ্ণ রহিবে, হৃদয়ে শুদ্ধিমান্ ॥৫০॥

যেয়ো 'কনখলে', হিমগিরি হ'তে তথায় জহ্নু-বালা—
নামিয়াছে যেন সগর-তনয়-স্বর্গ-সোপান-মালা ;
ধরি শশী-সহ লহরীর করে মহেশের কেশপাশ—
করে যে ভবানী-ভ্রূকুটি-ভঙ্গে ফেন-ছলে উপহাস ॥৫১॥
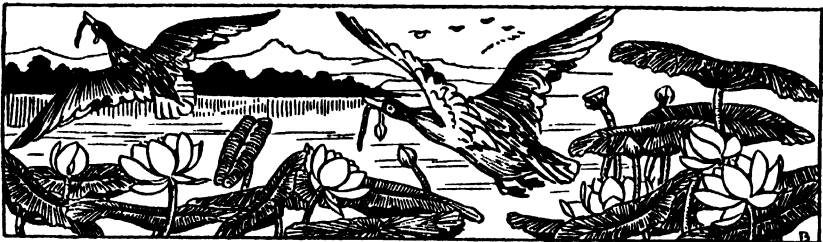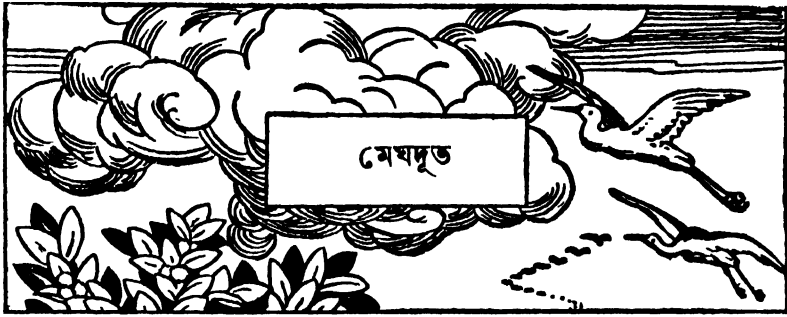
তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পূর্ব্বার্দ্ধলম্বী
ত্বঞ্চেদচ্ছস্ফটিকবিশদং তর্কয়েস্তির্য্যগম্ভঃ
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসি চ্ছায়য়াসৌ
স্যাদস্থানোপগতযমুনাসঙ্গমেবাভিরামা ॥৫২॥

আসীনানাং সুরভিতশিলং নাভিগন্ধৈর্ম্মৃগাণাং
তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ
শোভাং শুভ্রত্রিনয়নবৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াম্ ॥৫৩॥

তঞ্চেদ্বায়ৌ সরতি সরলস্কন্ধসঙ্ঘট্টজন্মা
বাধেতোল্কাক্ষপিতচমরীবালভারো দবাগ্নিঃ
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারাসহস্রৈ-
রাপন্নার্ত্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্ ॥৫৪॥

পূর্ব্বমেঘ

সুরগজ-সম লম্বিত করি সম্মুখে দেহ-ভার,
করো যদি পান স্ফটিক-শুভ্র স্বচ্ছ সলিল তার ;
তোমার ছায়ায় মনে হবে সেই জাহ্নবী-জলরাশি—
যমুনার সনে শোভিছে মিশিয়া যেন আন ঠাঁয়ে আসি ॥৫২॥

শয়িত মৃগের লাগি' মৃগমদ সুবাসিত শিলা যার,
তুষার-ধবল ঐ মহাচল জনক ত্রিপথগার ;
পথের শ্রান্তি নাশিতে তাহার শৃঙ্গে করিয়া বাস,
ধরিবে শিবের শুভ্র বৃষের বিষাণ-পঙ্ক-ভাস ॥৫৩॥

পবন-পীড়নে দেবদারু-বনে জ্বিল যদি দাবানল—
হানে সে গিরিরে উল্‌কায় দহি চমরী-চামর-দল ;
নিভায়ো হাজার জলধারে তার সে বনবহ্নিচয়,
মহতের ধন ব্যথিত-বেদন নাশিয়া সফল হয় ॥৫৪॥

যে সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন্
মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্
তান্ কুর্ব্বীথাস্তুমুলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্
কে বা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ ॥৫৫॥

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ
শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্দ্ধমুদ্ধূতপাপাঃ
সঙ্কল্পন্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ ॥৫৬॥

শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ
সংরক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ
নির্হ্রাদস্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ
সঙ্গীতার্থো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্রঃ ॥৫৭॥

গতির অতীত তোমারে সেথায় রুষি' যে শরভ-দল
লঙ্ঘিতে চাবে, লভিতে কেবল অঙ্গ-পীড়নই ফল,
তুমিও করিবে করকা-নিকর বরষা তাদের গায়,
বল দেখি, কোন্ বিফল-প্রয়াসী পরাভব নাহি পায় ॥৫৫॥

উজলিছে সেথা চন্দ্রচূড়ের শিলাতলে পদ পাত,
বন্দিয়ো ঘুরি, বন্দে তাহারে সিদ্ধেরা দিনরাত ;
ভক্ত-প্রবীণ হ'য়ে পাপহীন বারেক নিরখি যায়,
দেহ-অবসানে প্রমথগণের শাশ্বত পদ পায় ॥৫৬॥

ধরে বেণু-বনে পবন সেখানে মধুরে বাঁশরীতান,
কিন্নরী করে কোমল কণ্ঠে ত্রিপুর-বিজয়-গান,
কন্দরে যদি মুরজ-মন্দ্রে উঠে তব গরজন,
পূর্ণ হইবে গঙ্গাধরের সঙ্গীত-আরাধন ॥৫৭॥

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্
তেনোদীচীং দিশমনুসরে স্তির্য্যগায়ামশোভী
শ্যামঃ পাদো বলিনিযমনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ ॥৫৮॥

গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥৫৯॥

উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে
সদ্যঃ কৃত্তদ্বিরদদশনচ্ছেদগৌরস্য তস্য
শোভামদ্রেঃ স্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী-
মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব ॥৬০॥
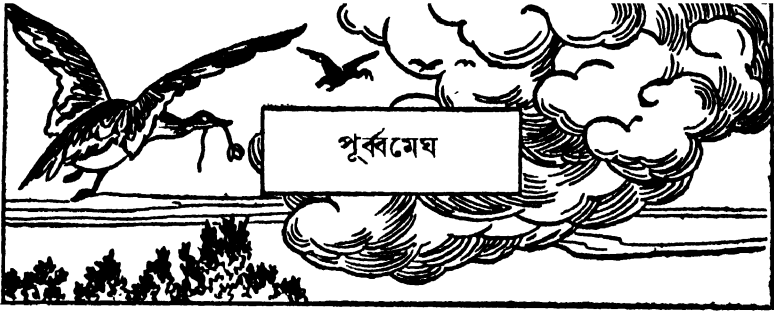
হেরি হিমগিরি তটের মহিমা দেখিবে 'ক্রৌঞ্চ'-গায়
ভৃগুপতি-কৃত রন্ধ্র, যে পথে হংস মানসে যায় ;
ঐ পথে যেয়ো উত্তরে বাঁকা-আয়ত-শরীর হ'য়ে,
বলিরে ছলিতে উদ্যত শ্যাম হরি-পদ-শোভা ল'য়ে ॥৫৮॥

ঊর্দ্ধে উঠিয়া কৈলাসে যেয়ো, শিথিল প্রস্থ তার
দশানন করে,—দর্পণ সে যে সুরপুর-বনিতার ;
গগনে ছড়ায়ে কুমুদ-বিশদ তুঙ্গ শিখররাশি
রয়েছে সে যেন পুঞ্জিত চির শিবের অট্টহাসি ॥৫৯॥

দ্বিরদ-দশন-খণ্ড-বরণ কৈলাস-তট-ভূমি,
দলিত-কাজল-উজল-কান্তি যাও যদি সেথা তুমি,
স্তিমিত আঁখিতে দেখিবার মত শোভিবে সে গিরিবর
স্কন্ধে চিকণ-শ্যামল-বসন যথা দেব হলধর ॥৬০॥
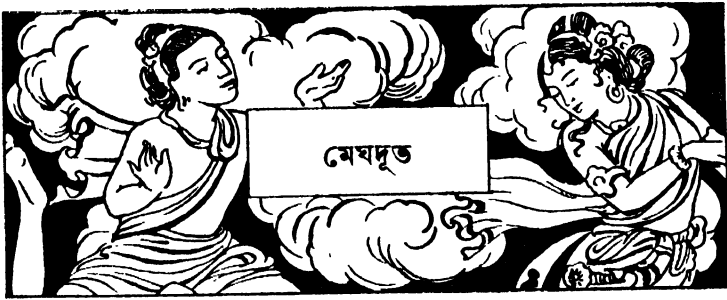
হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎ পাদচারেণ গৌরী
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী ॥৬১॥

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্‌ঘট্টনোদ্গীর্ণতোয়ং
নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে ঘর্ম্মলব্ধস্য ন স্যাৎ
ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গর্জিতৈর্ভায়য়েস্তাঃ ॥৬২॥

হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ
কুর্ব্বন্ কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈরাবতস্য
ধুন্বন্ কল্পদ্রুমকিশলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ-
র্নানাচেষ্টৈর্জ্জলদ ললিতৈ র্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্ ॥৬৩॥
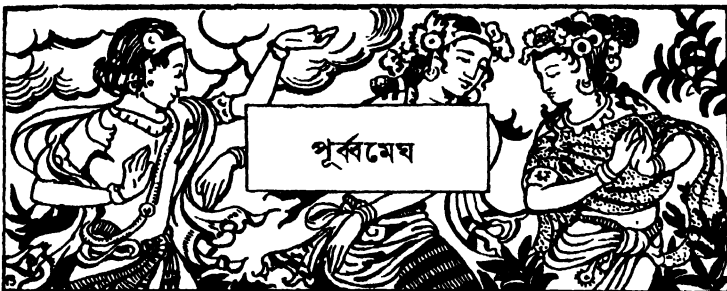
ত্যজিয়া ভুজগবলয় ভবেশ ভবানীরে দিলে কর
পাদ-চারে যদি বিহরেন তিনি সে বিহার-গিরি 'পর,
স্তম্ভিত করি অন্তর-বারি অমনি সমুখে গিয়া
মণিতটে যেতে রচিয়ো সোপান, কলেবর বাঁকাইয়া ॥৬১॥

সত্যই সেথা বলয়-মকর-আঘাতে ছুটায়ে জল,
তোমারে করিবে ধারার যন্ত্র অমর-বনিতা-দল :
নিদাঘে পাইয়া, যদি না ছাড়িয়া, ক্রীড়ায় মত্ত রয়,
কর্ণ-কঠোর গরজন করি জাগায়ো তাদের ভয় ॥৬২॥

বিকসিত যেথা সোনার কমল,—সেবি' সে মানস-জল,
ঐরাবতেরে মুখাবরণের সুখ দিয়ে অবিকল,
পবনে দোলা'য়ে দুকূলের মত মন্দার-কিশলয়,
ক'রো গিরি-রাজে বিবিধ বিহার,—যত তব মনে লয় ॥৬৩॥

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্‌
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গারমুচ্চৈর্বিমানা
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্‌ ॥৬৪॥
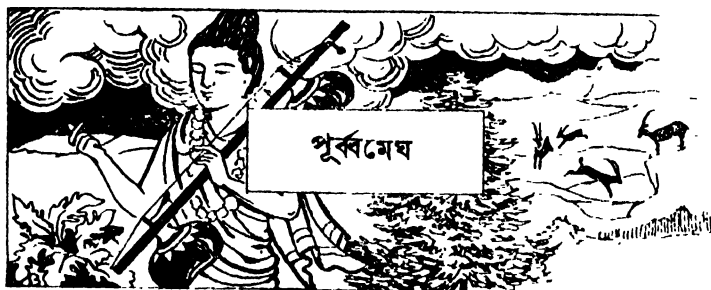
প্রিয়ের অঙ্কে প্রেয়সীর মত তার তটে অলকায়—
দেখিয়া চিনিবে, গঙ্গা ঝরিছে স্রস্ত-দুকূলপ্রায় ;
বরষায় যার তুঙ্গ প্রাসাদে বর্ষুক-মেঘদল—
ঝলকে, কামিনী-অলক যেমন গ্রথিত-মুকুতাফল ॥৬৪॥

মেঘদূতম্
মহাকবি-কালিদাস-প্রণীতম
উত্তরমেঘঃ
BENOY

মেঘদূত
পণ্ডিত শ্রীযামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য-
অনূদিত
উত্তরমেঘ

বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুব স্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥১॥

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥২॥

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা
হংসশ্রেণীরচিতরসনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ ॥৩॥
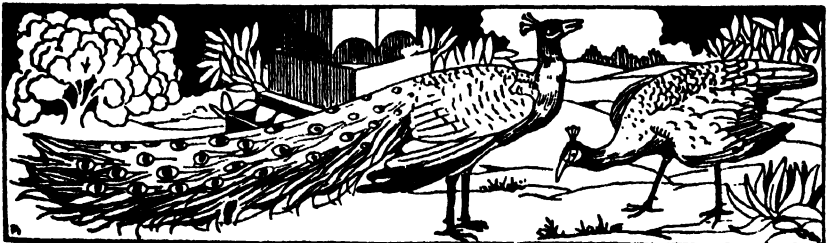
স্মরধনু-সম চিত্র, দামিনী-তুল্য কামিনীকুল,
সঙ্গীত-সখা মুরজের ধ্বনি স্নিগ্ধ-গরজ-তুল ;
স্বচ্ছসলিল-সম মণিভূমি, সমতা তুঙ্গতায়,
সব গুণে যেথা সৌধসকল শোভিছে তোমার প্রায় ॥১॥

যথায় অলকে কুন্দ-কলিকা, লীলার কমল করে,
চূড়াপাশে নব কুরবক, চারু শিরীষ শ্রবণ-পরে ;
লোধ্র-ফুলের পরাগের রাগে মুখা'নি পাণ্ডুছায়,
তোমারই দত্ত নীপ বধূদের সীঁথি-মূলে শোভা পায় ॥২॥

যথায় তরুর নিত্যকুসুমে মত্ত ভ্রমর গুঞ্জে,
হংসরসনা ধরে নলিনীরা নিত্য কমল-পুঞ্জে ;
কেকায় মুখর ভবন-শিখীরা নিত্য বিথারে পুচ্ছ,
নিত্য জোছনা উজলে নিশিরে নিবারি তিমির-গুচ্ছ ॥৩॥

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥৪॥

যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্ম্যস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রীসহায়াঃ
আসেবন্তে মধু রতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং
ত্বদ্গম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু ॥৫॥

মন্দাকিন্যাঃ সলিল শিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি-
র্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥৬॥
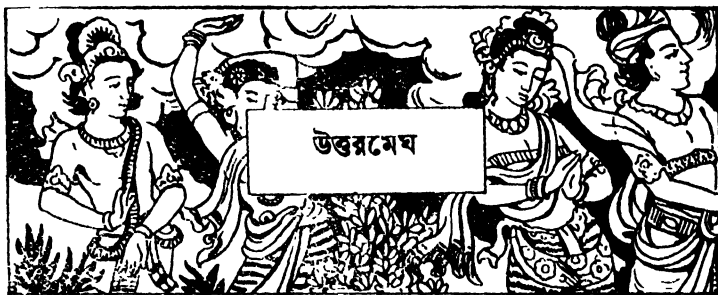
নেত্র যথায় হরষেই শুধু বরষে সলিল-ধার,
সন্তাপ শুধু কুসুমের শরে, মিলন ই ভেষজ তার ;
প্রণয়-কলহ ভিন্ন কখনো ঘটে না বিরহ আন,
যৌবন ই শুধু যক্ষদিগের বয়সের পরিমাণ ॥৪॥

তারকার প্রতিবিম্ব যাহার মঞ্জু কুসুমরাশি,
স্ফটিকের হেন পানভূমে যেথা সঙ্গিনী সহ আসি,
বাজিলে স্নিগ্ধ মুরজ—তোমার গরজনসমতুল,
কল্পতরুর 'রতিফল' মধু সেবে গো যক্ষকুল ॥৫॥

মন্দাকিনীর সলিলসিক্ত পবনের সেবা ল'য়ে,
তাহার ই তটের মন্দারতরু-ছায়ায় স্নিগ্ধ হয়ে ;
সোনার বালুতে লুকায়ে মাণিক, করি তা অন্বেষণ
খেলে যেথা দেববাঞ্ছিত সেই যক্ষকুমারীগণ ॥৬॥

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু
অর্চ্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ ॥৭॥

নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমী-
রালেখ্যানাং স্বজলকণিকাদোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈ-
র্ধূমোদ্গারানুকৃতিনিপুণা জর্জরা নিষ্পতন্তি ॥৮॥

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতালিঙ্গনানা-
মঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ
ত্বৎসংরোধাপগমবিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে
ব্যালুম্পন্তি স্ফুটজললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ ॥৯॥
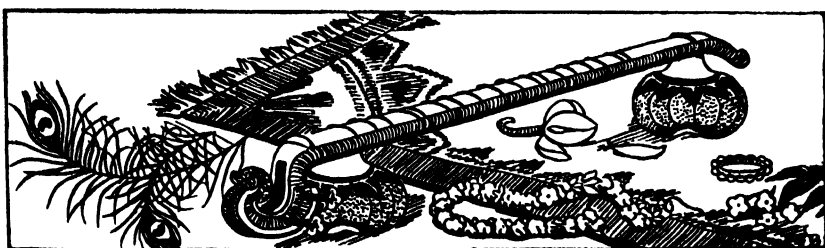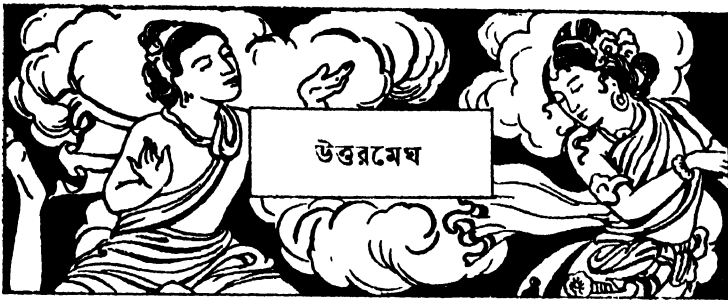
যেথা নীবী-খসা বিম্বাধরার শিথিল বসনখানি,
অনুরাগভরে চঞ্চল করে বঁধুয়া লইলে টানি ;
নিক্ষেপি প্রিয়া চূর্ণমুষ্টি রত্নপ্রদীপ-গায়,
বিফল দেখিয়া লাজে ম'রে যায় তাহার প্রখর ভায় ; ॥৭॥

তোমারই মতন মেঘেরা যথায় সপ্ততলের 'পরে
বায়ুভরে আসি বিন্দু বরষি চিত্র দূষিত করে ;
অপরাধে পরে শঙ্কিত যেন শীর্ণ-শিথিল-কায়
ধূমের মূরতি ধরিয়া অমনি জালপথে বাহিরায় ॥৮॥

নিশীথে মেঘের আবরণ-হীন চন্দ্রিকা নিরমল—
চুম্বিয়া যেথা চন্দ্রকান্ত-ঝালর বরষি জল,
প্রিয়তম-ভুজ-মুক্ত প্রিয়ার অবশ অঙ্গখানি
আনে পুন বশে, বিনাশি তাহার সুরতলীলার গ্লানি ॥৯॥

অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈ-
রুদ্গায়দ্ভির্ধনপতিযশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্দ্ধম্
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়া
বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্বিশন্তি ॥১০॥

গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈ-
র্নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্ ॥১১॥

মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদ্বসন্তং
প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্পদজ্যম্
সভ্রূভঙ্গপ্রহিতনয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষ্বমোঘৈ-
স্তস্যারম্ভশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ ॥১২॥
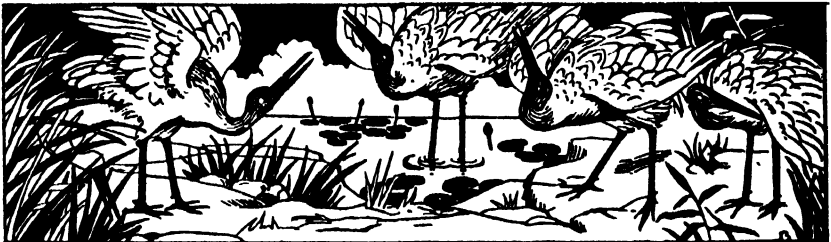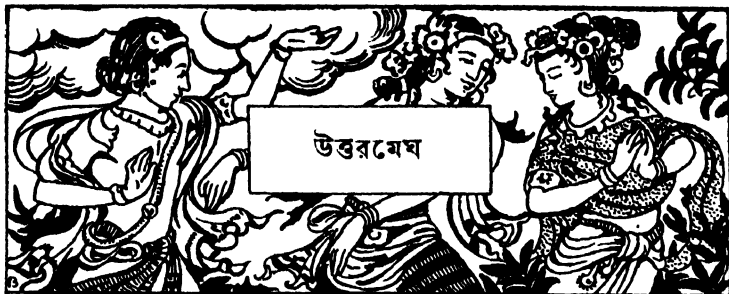
কোমলকণ্ঠ কুবের-চারণ কিন্নরগণ সনে,
সুর-বারনারী ল'য়ে সহচরী 'বৈভ্রাজ' উপবনে—
আসি প্রতিদিন রসালাপে লীন অক্ষয়-গৃহধন
যক্ষযুবক-বৃন্দ যথায় ক'রে থাকে বিহরণ ॥১০॥

গতির ছন্দে অলক-গলিত মন্দার নিরমল,
পল্লব সহ কর্ণ-পতিত স্বর্ণ-কমল-দল,
কবরীর ঝরা মুকুতা যথায়, স্তনের ছিন্নহার—
দেখায় প্রভাতে নিশিতে নারীর কোন্ পথে অভিসার ॥১১॥

মূর্ত্ত যথায় ধনপতি-সখা শম্ভু বসতি করে,
ভয়ে মন্মথ মধুকর-গুণ কার্ম্মুক নাহি ধরে :
ভ্রূকুটি-তীখণ অমোঘ নয়ন সুচতুর বনিতার
বিদ্ধ করিয়া কামুকলক্ষ্যে, কৃত্য সাধয়ে তার ॥১২॥

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশদক্ষং
পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিসলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ যস্যা-
মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ ॥১৩॥

তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্দ্ধিতো মে
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ ॥১৪॥

বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্য্যনালৈঃ
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥১৫॥
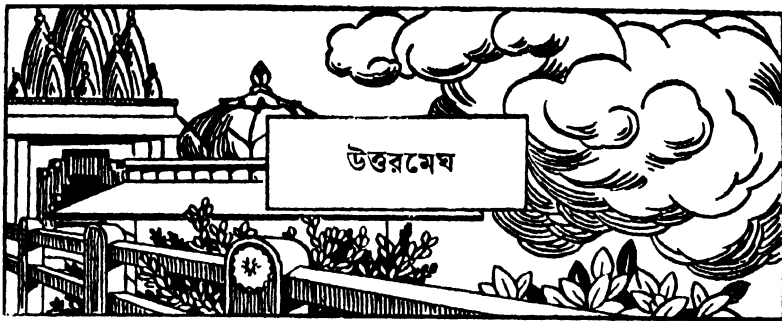
বিবিধ ভূষণ, পল্লব নব, কুসুম সুপ্রকাশ,
মদিরা নয়ন-ঘূর্ণনকর, চিত্রবরণ বাস,
লাক্ষা চরণ-রঞ্জন-ক্ষম, রমণীর আভরণ—
যা-কিছু, একাই কল্পপাদপ করে যেথা বিতরণ ॥১৩॥

সেথা সুরধনু-তুল্য তোরণ দূর হ'তে দেখা যাবে,
কুবের-ভবন-উত্তরে মোর ভবন চিনিতে পাবে :
পরশ-যোগ্য পল্লবে নত পালিত-পুত্র-প্রায়
প্রিয়ার লালিত মন্দারশিশু তার পাশে শোভা পায় ॥১৪॥

আছে সেথা বাপী সোপান তাহার মরকতশিলাময়,
বৈদূর-মণি-নালেতে সোনার কমল ফুটিয়া রয় ;
হেরেও তোমারে, যার জলবাসী হৃষ্ট মরালগণ
অনতিদূরের মানসের লাগি হয় না ব্যাকুল মন ॥১৫॥

তস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ
ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টনপ্রেক্ষণীয়ঃ
মদ্গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে চেতসা কাতরেণ
প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিততড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥১৬॥

রক্তাশোকশ্চলকিসলয়ঃ কেশরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য
একঃ সখ্যা স্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥১৭॥

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-
র্মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈ র্নর্ত্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্ বঃ ॥১৮॥

তটে শোভে চারু নীলায় রচিত-শৃঙ্গ বিহার গিরি,
প্রিয়-দরশন করিয়াছে যারে স্বর্ণকদলী ঘিরি ;
তড়িতে জড়িত হেরিয়া তোমারে, আমার করুণ হিয়া—
সদা ভাবে তারে, বন্ধু ! এরে যে বড় ভালবাসে প্রিয়া ॥১৬॥

রয়েছে মাধবী-কুঞ্জ সেথায় কুরবকে ঘেরা প্রান্ত,
দুয়ারে চপল-পল্লব রাঙা-অশোক, বকুল কান্ত ;
দোহদের ছলে তোমার সখীর বামপদ একে চায়,
অন্যে তাহার বদন-মদিরা-প্রার্থী আমারি প্রায় ॥১৭॥

মধ্যে তাদের স্ফটিক-ফলক কাঞ্চন-বাসদণ্ড,
মূলে গাঁথা যার নবীন বেণুর বরণ রতন-খণ্ড :
প্রতিদিন সাঁঝে বাজায়ে কাঁকণ করতলে তালি দিয়া,
উহারই শিখরে তব প্রিয়-সখা শিখীরে নাচায় প্রিয়া ॥১৮॥

এভিঃ সাধো হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথা-
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং
সূর্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্ ॥১৯॥

গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাতহেতোঃ
ক্রীড়াশৈলে প্রথমকথিতে রম্যসানৌ নিষণ্ণঃ
অর্হস্যন্তর্ভবনপতিতাং কর্ত্তুমল্পাল্পভাসং
খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্ ॥২০॥

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥২১॥

উত্তরমেঘ
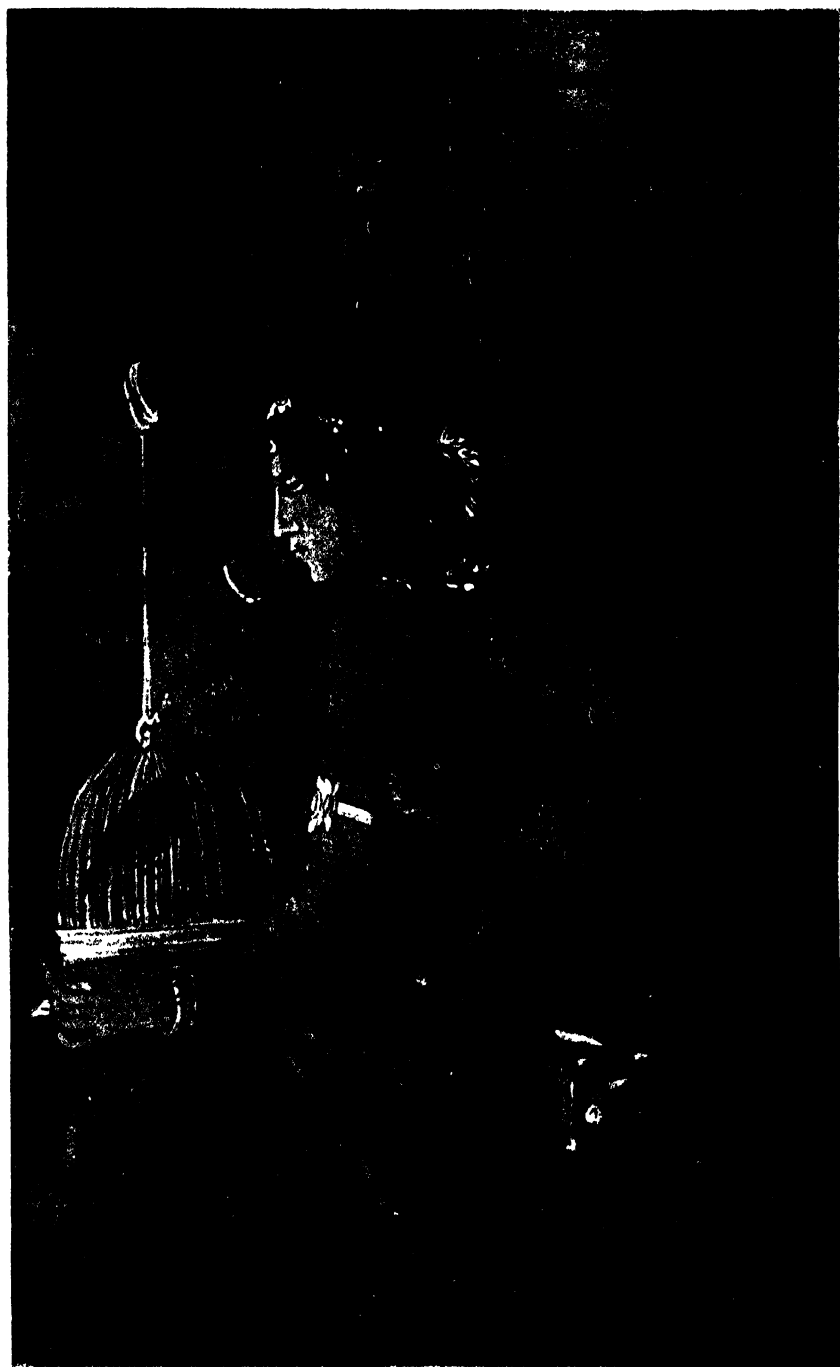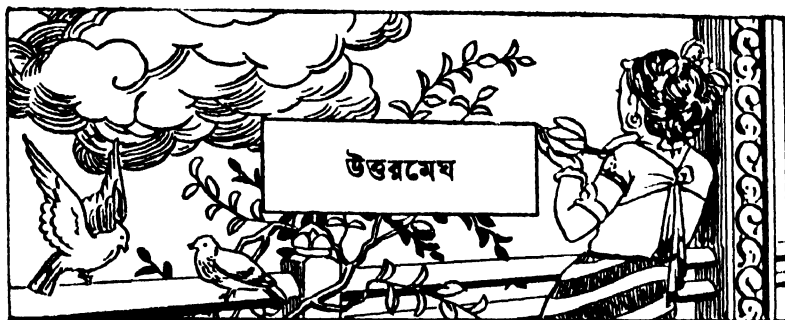
মতিমান্! এই চিহ্ন সকল চিত্তে জাগায়ে নিয়ে,
দুয়ার-প্রান্তে শঙ্খ-পদ্ম অঙ্কিত নিরখিয়ে.
চিনিবে ভবন, বিরহে আমার নিশ্চিত ক্ষীণ ছায় ;
সূর্য্য ডুবিলে ধরে কি কমল আপনার সুষমায় ? ॥১৯॥

করি-শিশুসম মূরতি ধরিয়ো ঝটিতি গমন তরে,
আসিয়ো উক্ত বিহার-গিরির রম্য সানুর পরে ;
জোনাকির ভাতি জিনিয়া ঈষৎ-স্ফুরিত চপলাচক্ষে
করিয়ো জলদ ! দরশন-দান আমার ভবন-বক্ষে ॥২০॥

ক্ষীণ তনুখানি, হিরণ বরণ, অধর বিম্ব-প্রায়,
পীন পয়োধরে ঈষৎ নমিত, শ্রোণী-ভারে ধীরে যায়,
কৃশ কটিতট, সূক্ষ্ম দশন, চকিত-হরিণী-দৃষ্টি,
নাভি সুগভীর, সে যেন বিধির প্রথম যুবতি-সৃষ্টি ॥২১॥

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥২২॥

নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছুননেত্রং প্রিয়ায়া-
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তের্বিভর্ত্তি ॥২৩॥

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ॥২৪॥

জানিয়ো তাহারে অলপভাষিণী দ্বিতীয় পরাণি মম,
সহচর-হারা একাকিনী রয়, চক্রবাকীর সম ;
মনে হয় এই বিরহ-দীর্ঘ দিবসে ব্যাকুল-হিয়া,
শিশির-মথিত কমলিনী সম অন্য-মূরতি প্রিয়া ॥২২॥

সত্যই প্রিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলায়েছে আঁখি ছুটি,
নিশ্বাস-তাপে অধর-পুটের রক্তিমা গেছে টুটি ;
দীরঘ-অলকে আধ-পরকাশ করতলে মুখখানি—
তব আবরণে লুপ্ত-মাধুরী ধরেছে চাঁদের গ্লানি ॥২৩॥

হয় ত, তোমার দিঠিতে পড়িবে পূজায় ব্যাকুল-হিয়া,
অথবা বিরহে কৃশতনু মোর ভাবিয়া আঁকিছে প্রিয়া ;
কিংবা সুধায় মধুর-বচনা পিঞ্জর-শারিকারে,—
'তুই ত প্রভুর প্রেয়সী, রসিকে! মনে কি পড়ে না তাঁরে' ? ॥২৪॥

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চি-
দ্ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপিকৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী ॥২৫॥

শেষান্ মাসান্ বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ
মৎসঙ্গং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী
প্রায়েণৈতে রমণবিরহেষ্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ ॥২৬॥

সব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্বিয়োগঃ
শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্বিনোদাং সখীং তে
মৎসন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে
তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ ॥২৭॥

উত্তরমেঘ

অথবা দেখিবে,—মলিন-বসনা বীণাখানি কোলে ধরি,
গাহিতে চাহিছে আমারই নামের আখরে গীতিকা করি ;
কোনরূপে মুছি নয়ন-সলিলে সিক্ত তন্ত্রী তার,
যায় সে ভুলিয়া আপনারি দে'য়া মূর্চ্ছনা বার বার ॥২৫॥

কিংবা দেখিবে,—দেহলী-দত্ত কুসুম ভূমিতে রাখি,
গণিছে বিরহ-বিরতির আর কত মাস আছে বাকি ;
অথবা মানসে সঙ্গ আমার করিছে আস্বাদন,
প্রিয়ের বিরহে ইহাই ত প্রায় প্রেয়সীর বিনোদন ॥২৬॥

দিবসের কাজে বিরহ আমার বাজে না তাহারে তত,
নিশিতে নিরালা বিধুরা তোমার সখীরে হানে সে যত ;
নিশীথে সৌধ-বাতায়নে বসি আমার কুশল ক'য়ে,
সান্ত্বনা দিয়ো সতীরে,—জাগে সে ভূতলে শয়ান হ'য়ে ॥২৭॥
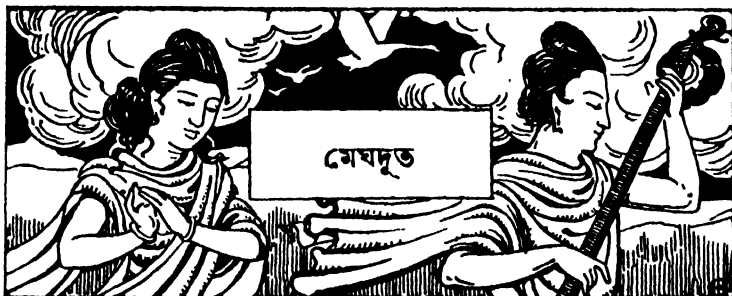
আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্দ্ধমিচ্ছারতৈর্যা
তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্ ॥২৮॥

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্
পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্ ॥২৯॥

নিশ্বাসেনাধরকিসলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং
শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্
মৎসম্ভোগঃ কথমুপনয়েৎ স্বপ্নজোঽপীতি নিদ্রা-
মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্ ॥৩০॥
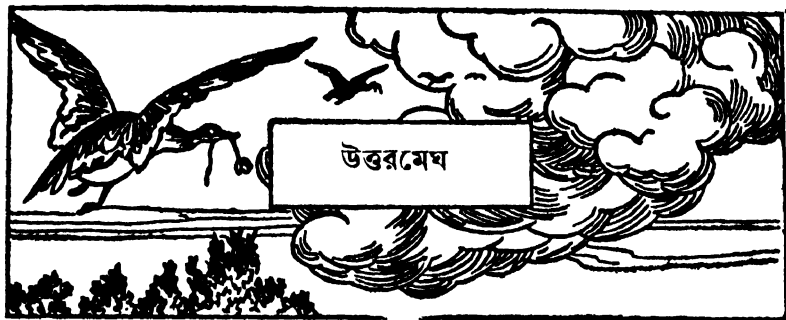
বিরহ-শয়নে পাশে করি ভর, মনো-বেদনায় ক্ষীণ
হেরিবে প্রিয়ারে, প্রাচী-মূলে যেন কলাশেষ চাঁদ লীন ;
যে রাতি পোহাত ক্ষণসম মোর সহিতে সুরতে মাতি,
উষ্ণবাষ্পে যাপে প্রিয়া সেই বিরহ-বিপুল রাতি ॥২৮॥

বাতায়ন-পথে পতিত শশীর অমৃত-শীতল কর,
পূর্ব্ব প্রীতিতে পরশিয়া আঁখি প্রতিহত হ'লে পর ;
দেখিবে,—সে আঁখি বেদনায় ঢাকি সজল পক্ষ্ম দিয়া
দুর্দ্দিনে যেন তন্দ্রামগন থল-কমলিনী প্রিয়া ॥২৯॥

দলিয়া অধর-পল্লব প্রিয়া তপ্ত-নিশাসভরে,
রুক্ষ-সিনানে পরুষ অলক দোলায় কপোল 'পরে :
স্বপনে আমার সম্ভোগ-আশে সুপ্তি মাগিলে হায়
দেখিবে,—তাহার অশ্রু উছলি অমনি নিবারে তায় ॥৩০॥
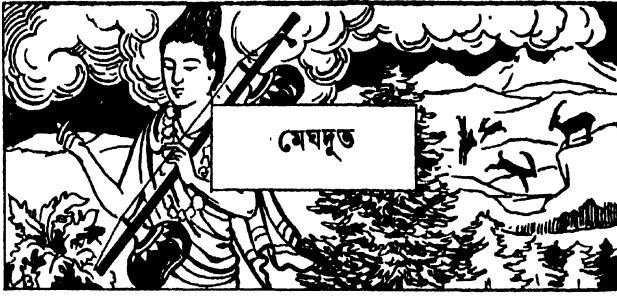
আদ্যে বদ্ধা বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা
শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদ্‌বেষ্টনীয়াম্‌
স্পর্শক্লিষ্টামযমিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং
গণ্ডাভোগাৎ কঠিনবিষমামেকবেণীং করেণ ॥৩১॥

সা সংন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখদুঃখেন গাত্রম্‌
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং
প্রায়ঃ সর্ব্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা ॥৩২॥

জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভৃতস্নেহমস্মা-
দিত্থম্ভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি
বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষং তে নিখিলমচিরাৎ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ ॥৩৩॥

উত্তরমেঘ
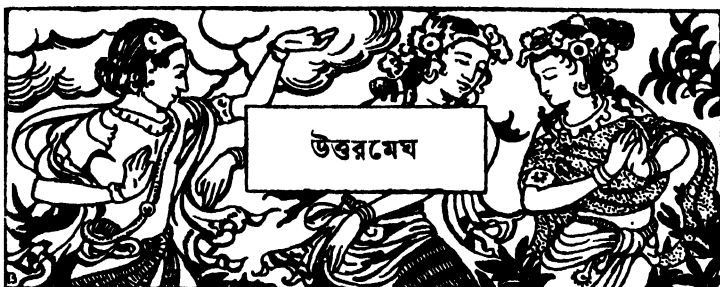
প্রথম বিরহ-দিবসে বেঁধেছে ফেলি দিয়া ফুল-হার,
শাপ-অবসানে আমিই খুলিব হরষে বিনানী যার ;
পরশ-অসহ সে কঠিন বেণী বিলোল কপোল-'পরে
নিরখিবে,—প্রিয়া সরাইছে মুহু অরচিত-নখ করে ॥৩১॥

অবলা সে প্রিয়া খুলি আভরণ বার বার অতিদুখে,
রাখিয়া তাহার মৃদু তনুখানি বিরহ-শয়ন-বুকে,
সত্যই তব ঝরাবে অশ্রু নবীন-শীকরময় ;
প্রায়শ সকল সরস-হৃদয় দয়া-পরবশ হয় ॥৩২॥

জানি গো তোমার সখীর পরাণি মোর প্রতি প্রেমময়,
প্রথম-বিরহে তাই তারে সখে! এই মত মনে লয় ;
আপনারে ভাই! সুভগ মানিয়া, আমি ত বাচাল নহি,
স্পষ্ট দেখিবে অচিরে সকলি, যা-কিছু তোমারে কহি ॥৩৩॥
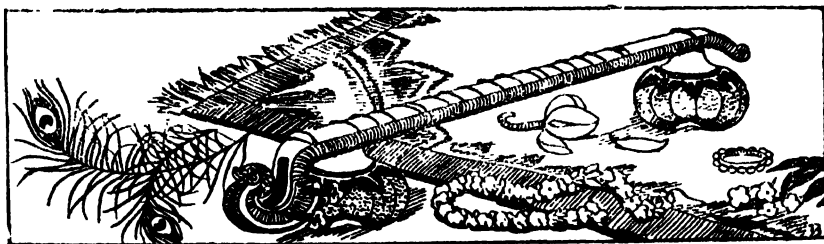
রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনোবিস্মৃতভ্রূবিলাসম্
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা-
মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥৩৪॥

বামশ্চাস্যাঃ কররুহপদৈ র্মুচ্যমানো মদীয়ৈ-
র্মুক্তাজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা।
সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্তসংবাহনানাং
যাস্যত্যূরুঃ সরসকদলীস্তম্ভগৌরশ্চলত্বম্ ॥৩৫॥

তস্মিন্ কালে জলদ যদি সা লব্ধনিদ্রাসুখাস্যা-
দন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্ ॥৩৬॥

কাজল-বিহীন, চূর্ণ-চিকুরে ছন্ন দীঘল প্রান্ত,
মদিরা-বিহনে ভ্রূরুর বিলাস ভুলিয়া যে রহে শান্ত ;
আগমে তোমার মৃগনয়নার সেই আঁখি নেচে উঠি,
মীন-সংক্ষোভে চল-কুবলয়-গৌরব লবে লুটি ॥ ৩৪॥

সরস-কদলী-গৌরবরণ, নখ-লেখা নাহি ধরে,
রতি-অবসানে সংবাহনের যোগ্য আমারি করে,
দৈব যাহার চিরপরিচিত হ'য়েছে মুকুতা-হার,
স্পন্দিত হবে, সুন্দর ! সেই বাম উরুখানি তার ॥ ৩৫॥

সেই কালে যদি ওগো জলধর ! ঘুম-সুখে রয় প্রিয়া,
একটি প্রহর রহিয়ো নীরবে তাহার শিয়রে গিয়া ;
অতিদুখে মোরে স্বপনে পাইয়া যেন ভুজলতা তার
আমার কণ্ঠে দৃঢ়বেষ্টন নাহি করে পরিহার ॥৩৬॥
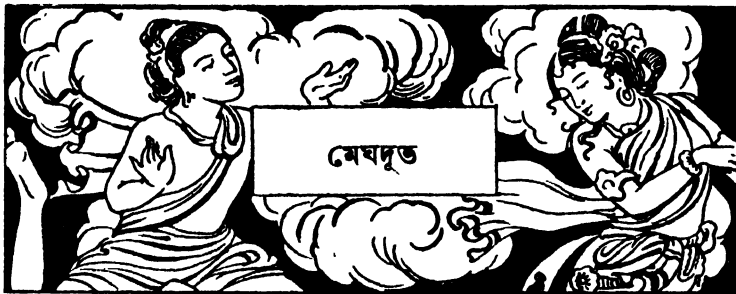
তামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন
প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম্
বিদ্যুদ্‌গর্ভঃ স্তিমিতনয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে
বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ ॥৩৭॥

ভর্ত্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে বিদ্ধি মামম্বুবাহং
তৎসন্দেশৈর্হৃদয়নিহিতৈরাগতং ত্বৎসমীপম্
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং
মন্দ্রস্নিগ্ধৈর্ধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি ॥৩৮॥

ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা
ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈব
শ্রোষ্যত্যস্মাৎ পরমবহিতা সৌম্য ! সীমন্তিনীনাং
কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপগতঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্চিদূনঃ ॥৩৯॥
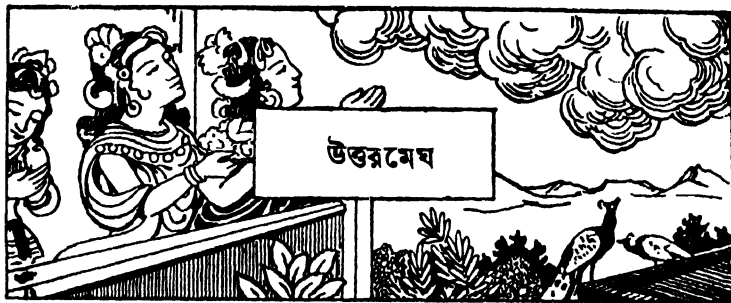
তোমারি শীকরপরশে শীতল পবনে জীবন দিয়া,
মালতীর নব মুকুল সহিতে জাগা'য়ে. পরাণ প্রিয়া ;
বাতায়ন-'পরে হেরিয়া তোমারে থির-আঁখি মানিনীরে--
স্তনিত-বচনে ক'য়ো ধীরমনে, বুকে ঢাকি দামিনীরে ॥৩৭॥

"অয়ি অবিধবে ! তোমার স্বামীর প্রিয়সখা মেঘ আমি,
বুকে ল'য়ে তার বারতা তোমার হ'য়েছি সমীপগামী ;
প্রিয়ার বেণীটি মোচন-ব্যাকুল প্রবাসী;পথিকগণে—
শ্রান্তি আসিলে ত্বরা-যুত করি মন্থরগরজনে" ॥৩৮॥

এ কথা কহিলে, পবন-তনয়ে জানকীর মত প্রিয়া—
উন্মুখী হ'য়ে তোমারে হেরিবে সাদরে আকুল-হিয়া ;
পরে সাবধানে শুনিবে সকল ; সৌম্য ! রমণীদের—
সুহৃদের দে'য়া প্রিয়ের বারতা অনুরূপ মিলনের ॥৩৯॥

তামায়ুষ্মন্ মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্ত্তুং
ব্রূয়া এবং তব সহচরো রামগির্য্যাশ্রমস্থঃ
অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ
পূর্ব্বাভাষ্যং সুলভবিপদাং প্রাণিনামেতদেব ॥৪০॥

অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং
সাস্রেণাস্রদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন
উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্ত্তী
সঙ্কল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥৪১॥

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ
সোঽতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃশ্য-
স্ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ ॥৪২॥
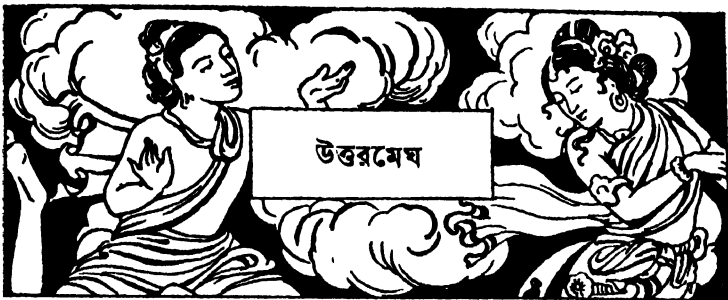
চিরায়ু! আমার কথায় অথবা পর-উপকারতরে
ক'য়ো—"রাম-গিরি-আশ্রমে তব বঁধ্যা বসতি করে ;
বিরহে বাঁচিয়া, অবলে ! তোমায় সুধায় কুশলবাণী"
ইহাই প্রথম বাচ্য, এ ভবে সুলভ-বিপদ্ প্রাণী ॥৪০॥

"এই মত তাপ, এমনি কৃশতা, এইরূপ আঁখি ঝরে,
তুল্যতপ্ত বহে গুরুশ্বাস এমনি বেদনা-ভরে ;
বৈমুখী বিধি রুধিয়াছে পথ, পরবাসী প্রিয় তায়—
কল্পনা বলে মিলাইছে তব কায়াতে আপন কায়" ॥৪১॥

"সখীগণ-আগে প্রকাশযোগ্য কথাটি বলার তরে
যে তব মুখের পরশ-লালসে মিলিত শ্রবণ-'পরে ;
শ্রবণ-নয়ন-অগোচর আজি সে আমার মুখ দিয়া
কহিছে তোমারে বারতা, কাতরে কথাপদ বিরচিয়া" ॥৪২॥

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চাণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥৪৩॥

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া-
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥৪৪॥

মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দ্দয়াশ্লেষহেতো-
র্লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরুকিসলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি ॥৪৫॥
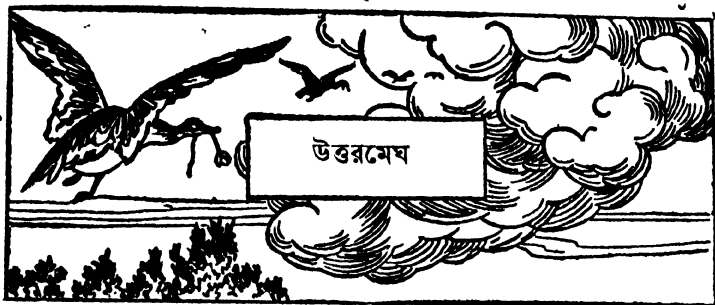
"শ্যামায় অঙ্গ, চকিত-হরিণী-নয়নে চাহনি-ভাস,
শশীতে মুখের লাবণী, কলাপি-কলাপে চিকুর-পাশ,
তটিনীর তনুলহরীতে ভ্রূর বিলাস দেখিতে পাই,
হায় গো মানিনি! একঠাঁয়ে তব সকল তুলনা নাই ॥৪৩॥

"প্রণয়-কুপিতা আঁকিয়া তোমারে গৈরিকে শিলা-গায়,
চাহি যবে তব চরণের তলে আঁকিবারে আপনায়,
অমনি উছলি অশ্রু-প্রবাহ নিবারে দরশ-দান,
এতেও মোদের মিলনে বিরোধী বিধাতা নিঠুর-প্রাণ, ॥৪৪॥

"কোনরূপে লভি স্বপনে তোমারে, নিবিড়-বাঁধন-তরে—
দু-বাহু আমার করি গো প্রসার যখন গগন-'পরে,
হেরিয়া আমারে, বনদেবী-গণ হায় গো মুকুতাপ্রায়,
অঝোরে ঝরায় অশ্রু-নিঝর তরু-কিশলয়-গায়" ॥৪৫
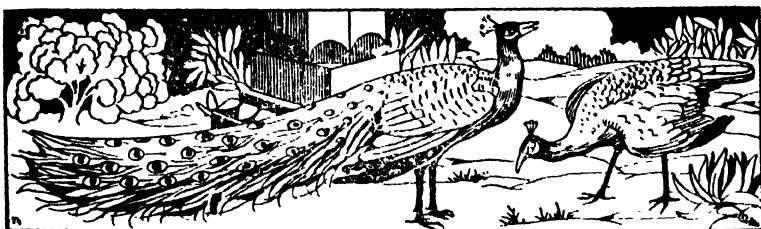
ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিসলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরশ্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রি বাতাঃ
পূর্ব্বস্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥৪৬॥

সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা
সর্ব্বাবস্থাস্বহরপি কথং মন্দমন্দাতপং স্যাৎ
ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে দুর্লভপ্রার্থনং মে
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগব্যথাভিঃ ॥৪৭॥

নন্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে
তৎ কল্যাণি ত্বমপি সুতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥৪৮॥

"টুটি' দেবদারু-পল্লব-পুট, সদ্য তাহার ক্ষীরে—
সুরভি-শরীর বহিলে সমীর দক্ষিণদিকে ধীরে,
ওগো গুণবতি! তুষার-গিরির সে বায়ুরে বুকে ধরি;
এসে থাকে যদি তনুখানি তব আগে সে পরশ করি" ॥৪৬॥

"গুরু-যামা এই যামিনী কেমনে ক্ষণ-সম লঘু করি,
কেমনে বা দিন হবে মৃদু-তাপ তীব্রতা পরিহরি;
চটুলনয়নে! এই মত মোর দুর্লভ-লোভী মন,
গুরু-তাপ তব বিরহ-ব্যথায় হইয়াছে অ-শরণ" ॥৪৭॥

"নিজেই নিজেকে বাঁচায়ে রেখেছি, অনেক বিচার করি,
তুমিও বাঁচিবে কল্যাণি! অতি-কাতরতা পরিহরি;
কাহারই বা আসে সর্ব্বদা সুখ, দুঃখ বা অবিরত,
ভাগ্য ঘুরিছে উর্দ্ধে ও অধে, চক্রনেমির মত" ॥৪৮॥

শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা
পশ্চাদাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ॥৪৯॥

ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি ॥৫০

এতস্মান্মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্বিদিত্বা
মা কৌলীনাদসিতনয়নে ময্যবিশ্বাসিনী ভূঃ
স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগা-
দিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি ॥৫১॥
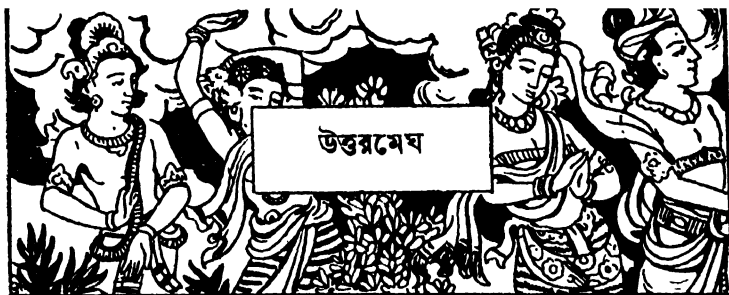
"হবে শাপ শেষ, ভুজগ-শয়ন ছাড়িয়া উঠিলে হরি,
করিয়ো যাপন বাকি চারি মাস, আঁখি নিমীলন করি ;
পরে পরিণত-শারদশশীর চন্দ্রিকা-সিতভাস—
নিশিতে পূরাব বিরহ-গণিত মোদের সে সব আশ" ॥৪৯॥

কহিয়াছে পুন,—"শয়নে একদা আমার কণ্ঠে লাগি,
ঘুম-ঘোরে তুমি কাঁদিতে কাঁদিতে সহসা উঠিলে জাগি,
সুধাইনু মুহু, নিভৃতে হাসিয়া, কয়েছিলে তুমি মোরে",—
'দেখিনু কিতব ! আনজনে তব রমণ স্বপন-ঘোরে' ॥৫০॥

"কুশলে রয়েছি অসিত-নয়নে ! যেন এ অভিজ্ঞানে,
লোক-কথা যেন আমাতে তোমার বিশ্বাসে নাহি হানে ;
কে বলে বিরহে ভঙ্গুর স্নেহ, বরং অভোগ-বশে—
বাঞ্ছিতে অতিতৃষ্ণায় হয় পরিণত প্রেমরসে" ॥৫১॥

মেঘ-প্রভা

কাব্য-লক্ষণ :—

মেঘদূত খণ্ডকাব্য।

'খণ্ডকাব্যং ভবেৎ কাব্যস্যৈকদেশানুসারি চ'। (সাহিত্যদর্পণঃ)

মহাকাব্যের কয়েকটি লক্ষণ অবলম্বনে কোন একটি বিষয়ের উপর লিখিত অনতিদীর্ঘ কাব্যকে খণ্ডকাব্য কহে।

কাব্যের রস—বিপ্রলম্ভাখ্য শৃঙ্গার।

যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাভীষ্টমুপৈতি বিপ্রলম্ভোঽসৌ' (সাহিত্যদর্পণঃ)

যে রসে নায়কনায়িকার প্রগাঢ় অনুরাগসত্ত্বেও মিলন হয় না, তাহাকে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার কহে।

বিপ্রলম্ভের প্রকারভেদ—

পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ। মেঘদূতে প্রবাস-বিপ্রলম্ভ।

নায়ক—মল্লিনাথ মতে মেঘদূতের নায়ক যক্ষ ধীরোদাত্ত, লক্ষণ যথা—

আবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ
স্থেয়ান্ নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ। (সাহিত্যদর্পণঃ)

আত্মশ্লাঘাশূন্য, ক্ষমাশীল, গম্ভীর-প্রকৃতি, হর্ষ বা শোকে স্থির-চিত্ত, বিনয়দ্বারা প্রচ্ছন্ন-গর্ব্ব, এবং অঙ্গীকৃতকার্য্যসাধনে তৎপর নায়ককে ধীরোদাত্ত কহে।

কেহ কেহ বলেন মেঘের নায়ক ধীরললিত, লক্ষণ যথা—

নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশং কলাপরো ধীরললিতঃ স্যাৎ। (সাহিত্যদর্পণঃ)

অতিশয় কলা-কুশল, মৃদু-প্রকৃতি চিন্তাহীন নায়ককে ধীরললিত কহে।

একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, মেঘদূতের যক্ষে ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ অপেক্ষা ধীরললিত নায়কের লক্ষণই সুস্পষ্ট; কারণ নিশ্চিন্ততা, মৃদুত্ব এবং কলাকৌশল— এই তিনটি বিশিষ্ট গুণই যক্ষে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট রহিয়াছে। অবশ্য আপত্তি হইতে পারে—যক্ষের নিশ্চিন্ততা কোথায়? তাহার উত্তরে একথা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না—শঙ্খ-পদ্ম যাহার ধনের সংখ্যা-রক্ষক, সর্ব্বগুণময়ী সুন্দরী তরুণী যাহার গৃহলক্ষ্মী, নিত্যানন্দময় অলকা যার বাস-ভূমি, সেই চির-তরুণ যক্ষ ঐহিক অর্থ-কামের দুশ্চিন্তায় বিশেষ যে ভারাক্রান্ত, একথা কি যুক্তি-সহ? বিশেষতঃ যক্ষ বৈশ্যজাতীয় দেবযোনি, ক্ষত্রিয় নায়কোচিত স্ব-পররাষ্ট্র-

চিন্তাও তাহার নাই। দ্বিতীয় আপত্তি উঠিতে পারে, যক্ষ কলাকুশল কি না? তাহার উত্তর ত যক্ষ নিজেই দিয়াছে "ত্বামালিখ্য—" ইত্যাদি (৪৪ শ্লোক উত্তরমেঘ)। তৃতীয় আপত্তি যক্ষ মৃদু-হৃদয় কি না? উত্তরে একথা বলা যাইতে পারে, যক্ষ যদি কোমল-হৃদয় না হইত, তাহা হইলে সে কি বিশ্বের অন্তর্গূঢ় মর্ম্মবেদনা আপন ক্রন্দনে ফুটাইতে পারিত? বা এমন করিয়া আপনি কাঁদিয়া জগৎকে কাঁদাইতে পারিত! অপর পক্ষে মহাসত্ত্বতা অর্থাৎ (হর্ষশোকে ধৈর্য্যরক্ষা) এবং দৃঢ়ব্রতত্ব (অঙ্গীকৃতকার্য্যসাধনে তৎপরতা) এই দুইটি ধীরোদাত্ত নায়কের বিশিষ্টগুণ যক্ষে আছে কি না? যে ব্যক্তি পত্নী-প্রেমে আত্মহারা হইয়া কর্ত্তব্য-চ্যুতির অপরাধে প্রভুর নিকট অভিশপ্ত এবং এক বৎসরের নির্দ্দিষ্ট বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া মতিচ্ছন্ন, চেতন-অচেতনে ভেদরহিত তাহাকে ধীরোদাত্তরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে কি না, তাহা সুধীবর্গেরই বিচারসাপেক্ষ।

নায়িকা—স্বকীয়া মুগ্ধা।

বিনয়ার্জ্জবাদিযুক্তা গৃহকর্ম্মপরা পতিব্রতা স্বীয়া। (সাহিত্যদর্পণঃ)

বিনীতা সরলা গৃহকর্ম্মে তৎপর পতিব্রতা নায়িকাকে স্বীয়া কহে।

নায়কের অবস্থা—উন্মাদ। কাম-দশা দশপ্রকার, যথা—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণ-কথন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা এবং মৃত্যু।

পূর্ব্বমেঘ

পূর্ব্বমেঘের শব্দার্থ সূচী—

(১) যক্ষ—দেবযোনিবিশেষ।

(২) রামগিরি—চিত্রকূট, ভগবান্ রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনের নিমিত্ত দীর্ঘদিন চিত্রকূটে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া, ঐ পর্ব্বত রামগিরিনামে প্রসিদ্ধ।

(৩) বপ্রক্রীড়া—মদমত্ত হস্তী ও বৃষাদির দন্ত ও শৃঙ্গাদির দ্বারা মৃত্তিকাস্তূপ বা পর্ব্বতগাত্রে আঘাত করিয়া খেলা করার নাম বপ্রক্রীড়া।

(৪) কুটজ—গিরিমল্লিকা, চলিত নাম কুরুচি ফুল।

(৬) পুষ্কর—পুরাণ-প্রসিদ্ধ মেঘবিশেষের নাম।

(৭) অলকা—কৈলাসপর্ব্বতে অবস্থিত যক্ষরাজ কুবেরের রাজধানী।

(৮) পথিক-বধূ বিরহিণী।

(১১) কন্দলী—ভূমিচম্পক, প্রচলিত নাম ভূঁইচাপা।

পূর্ব্বমেঘের শব্দার্থ সূচী—

(১২) মেখলা—পর্ব্বতের কটিদেশ।

(১৪) নিচুল—বনবেতস ; পক্ষান্তরে কালিদাসের প্রিয়বন্ধু জনৈক কবি।

" দিঙ্‌নাগ দিগ্‌হস্তী, ইহাদের সংখ্যা আটটি—ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক ; পক্ষান্তরে বৌদ্ধদার্শনিক দিঙ্‌নাগাচার্য্য।

মল্লিনাথের মতে এই শ্লোকে নিচুল ও দিঙ্‌নাগ এই দুইটি শব্দদ্বারা কালিদাস একটি ব্যঙ্গ্যার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন—যথা হে মেঘ (মঘদূত) তুমি রসিক কবি নিচুলের সরস-সমালোচনায় পরিপুষ্ট হইয়া তর্ক-কর্কশ বৌদ্ধদার্শনিক দিঙ্‌নাগাচার্য্যের স্থূল হস্তের দোষপ্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া সাহিত্যগগনে উদিত হও।

(১৫) বল্মীক—উইয়ের ঢিপি, অথবা রৌদ্রযুক্ত মেঘ।

(১৭) আম্রকূট – পর্ব্বতবিশেষ, নর্ম্মদার জন্মভূমি ; ইহার নামান্তর অমরকণ্টক।

(১৯) রেবা—নর্ম্মদার নামান্তর।

(২৪) চৈত্য—দেবতারূপে কল্পিত গ্রামপথের পার্শ্বস্থিত বড় বড় বৃক্ষ।

" দশার্ণ—বর্ত্তমান মালবদেশের পূর্ব্বাংশ।

(২৫) বিদিশা—দশার্ণের রাজধানী। ইহার আধুনিক নাম ভিল্‌সা।

(২৬) নীচৈঃ—পর্ব্বতবিশেষ

(২৭) পুষ্পলাবী—পুষ্পচয়নকারিণী অর্থাৎ মালিনী।

(২৮) সলিল-ভ্রমি—জলের ঘূর্ণি।

" নির্ব্বিন্ধ্যা—নদীবিশেষ, ইহার জন্মস্থান বিন্ধ্য।

কবি এই শ্লোকে নির্ব্বিন্ধ্যাকে ধৃষ্টা পরকীয়ারূপে উপস্থিত করিয়াছেন।

(৩০) 'তটতরু-ঝরা'—এই শ্লোকে কবি সিন্ধুকে বিরহিণী মুগ্ধা নায়িকারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মল্লিনাথ এই দ্বিতীয় শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 'সিন্ধুকে' পূর্ব্বোক্ত 'নির্ব্বিন্ধ্যা' হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন—অসৌ সিন্ধুঃ নির্ব্বিন্ধ্যা ইত্যাদি, কিন্তু মহাকবির রচনা-শৈলী আলোচনা করিলে মনে হয়, পরবর্ত্তী শ্লোকের 'অসৌ' শব্দটির অর্থ 'পূর্ব্বোক্তা' না হইয়া 'প্রসিদ্ধা' হওয়াই যুক্তিসঙ্গত ; কারণ একই নদীর পরে পরে দুইটি বিরুদ্ধ অবস্থার বর্ণনায় রসাস্বাদের কথঞ্চিৎ ব্যাঘাত হয়। উইলসন্‌ প্রমুখ অনেকেরই মত সিন্ধু নির্ব্বিন্ধ্যা হইতে পৃথক্‌, যদি তাঁহাদের মত সত্য হয়, তবে এই সিন্ধু ও বর্ত্তমান কালীসিন্ধু একই নদী। পূর্ণসরস্বতীর বিদ্যুল্লতা ব্যাখ্যায়ও দেখিতে পাওয়া যায় অসৌ সিন্ধুঃ তন্নাম্নী কাঽপি নদী ইত্যাদি।

পূর্ব্বমেঘের শব্দার্থ সূচী—

(৩১) অবন্তী   বর্ত্তমান মালবের পশ্চিমাংশের নাম।

,, উদয়ন-কথা—বৎসরাজ ও বাসবদত্তার কাহিনী। উজ্জয়িনীপতি চণ্ডমহাসেনের কন্যা বাসবদত্তা স্বপ্নে কুশদ্বীপাধিপতি বৎসরাজ উদয়নকে দেখিয়া, তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন; উদয়ন এই সংবাদ জানিতে পারিয়া বাসবদত্তাকে হরণ করেন।

(৩১) বিশালা—অবন্তীর রাজধানী। ইহারই নামান্তর উজ্জয়িনী।

,, শিপ্রা—উজ্জয়িনীর পাদ-বাহিনী নদী।

(৩৩) উপচিয়ো'—পুষ্ট করিয়ো।

,, কেশ-প্রসাধন-ধূপে—কেশসংস্কার-ধূমে পূর্ব্বকালে মেয়েরা অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য পোড়াইয়া উহার ধূমদ্বারা কেশ সুরভি করিত।

,, যাবক—আলতাজাতীয় রমণীদের পাদরঞ্জক দ্রব্য।

(৩৪) গণ—মহাদেবের অনুচর।

গন্ধবতী—মহাকালের মন্দিরসন্নিহিত ক্ষুদ্র নদী।

(৩৬) বেশিনী—বেশ্যা।

নখ-লেখা—বিহারকালীন নখক্ষত।

(৩৭) গজাজিনে অনুরক্তি—ভগবান্ মহেশ্বর গজাসুরকে বধ করিয়া, তাহার রক্তাক্ত চর্ম্ম লইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিয়াছিলেন। যক্ষ মেঘকে বলিয়া দিতেছেন—হে মেঘ, তুমি সান্ধ্যকিরণে রঞ্জিত হইয়া তাণ্ডবকালে মহেশ্বরের সেই রক্তাক্ত গজচর্ম্মের অভিলাষ পূর্ণ করিয়ো।

(৩৮) সরণী—পথ

(৪০) খণ্ডিতা—রতিচিহ্নাদিদ্বারা প্রিয়কে অন্যাসক্ত জানিতে পারিয়া ঈর্ষ্যান্বিতা নায়িকা।

'জ্ঞাতেঽন্যাসঙ্গবিকৃতে খণ্ডিতের্ষ্যাকষায়িতা'   (দশরূপকম্

,, অসূয়া—ঈর্ষ্যা

(৪১) গম্ভীরা—শিপ্রার শাখানদী।

,, চটুল-শফরী—চঞ্চল পুঁটীমাছ।

(৪৩) দেবগিরি—পর্ব্বতবিশেষ, ইহার আধুনিক নাম দেবগড়।

(৪৬) রন্তিদেব—দশপুরাধিপতি চন্দ্রবংশীয় রাজা। মহারাজ রন্তিদেব গোমেধযজ্ঞে এত অধিক গো-বধ করিয়াছিলেন যে, তাহাদের রক্তে একটি নদীর সৃষ্টি হইয়াছিল; ঐ নদীর নাম চর্ম্মণ্বতী।

(৪৮) দশপুর—রন্তিদেবের রাজধানী।

পূর্ব্বমেঘের শব্দার্থ সূচী—

(৪৯) গাণ্ডীবী—গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন।

„ ব্রহ্মাবর্ত্ত—সরস্বতী ও দৃষদ্বতীনদীর মধ্যস্থিত ভূভাগ।

সরস্বতীদৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোযদন্তরম্।

তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে

(৫০) রেবতী—বলরামের স্ত্রী।

„ হালা—মদ্য।

হলী—হলধারী বলরাম।

„ উভয়পক্ষ আত্মীয় বলিয়া, বলরাম কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধে পক্ষান্তর আশ্রয় না করিয়া তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হন; এবং সরস্বতী নদীর পবিত্র জল সেবন করেন। কবি সরস্বতীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে সেই কথার উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫৩) ত্রিপথগা—গঙ্গা

(৫৫) শরভ—কবিকল্পিত অষ্টপদযুক্ত মৃগবিশেষ।

(৫৮) ক্রৌঞ্চ—পর্ব্বতবিশেষ

ভৃগুপতি—পরশুরাম।

পুরাণে কথিত আছে, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সহিত শক্তি-প্রতিযোগিতায় পরশুরাম ক্রৌঞ্চপর্ব্বত ভেদ করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।

উত্তরমেঘ

উত্তরমেঘের শব্দার্থ সূচী

শ্লোকসংখ্যা –

(৫) 'রতিফল'—রতিশক্তিবৃদ্ধিকারী যক্ষদিগের পানীয় মদ্যের নাম।

(৭) নীবী—বস্ত্র-গ্রন্থি।

„ চূর্ণমুষ্টি—রমণীদিগের মাখিবার সুগন্ধি অঙ্গরাগ-চূর্ণ।

(১০) কুবের-চারণ—কুবেরের স্তুতি-পাঠক।

„ কিন্নর – সুকণ্ঠ দেবযোনিবিশেষ।

(১৩) লাক্ষা—অলক্তক।

(১৭) দোহদ—গর্ভাবস্থায় পানভোজনের অভিলাষ।

কবিপ্রসিদ্ধি আছে—তরুণীর পদাঘাতে অশোক, মুখামৃতে বকুল বিকসিত হ

শাস্ত্র যথা—'পাদাঘাতাদশোকো বিকসতি বকুলো যোষিতামাস্যমদ্যৈঃ' (দর্পণঃ)

(২৬) দেহলী—চৌকাঠ।

(২৯) দুর্দ্দিন—মেঘাচ্ছন্ন দিন। 'মেঘাচ্ছন্নেহহ্নি দুর্দ্দিনম্' (অমরঃ)

(৩১) অরচিত-নখ করে—দীর্ঘনখযুক্ত হাতে। বিরহব্রতে নখ-চ্ছেদন বা অন্য কোন অঙ্গসংস্কার নিষিদ্ধ।

(৩৪) চূর্ণ-চিকুর—অলক।

(৩৫) নখ-লেখা—বিহারকালীন নখ-ক্ষতি।

„ সংবাহন—রতিশ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত অঙ্গমর্দ্দন।

(৪৩) শ্যামা—প্রিয়ঙ্গুলতা।

(৪৭) গুরু-যামা—দীর্ঘপ্রহরা, দুঃখরজনীর প্রহরগুলি বিরহীদিগের দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়

(৫০) কিতব—ধূর্ত্ত।

(৫১) অভিজ্ঞান—চিহ্ন।

„ অ-ভোগবশে—ভোগের অভাবহেতু।